NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

# একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

রবি সাহিত্য সংস্কৃতি নবদিগন্ত | সোম স্বাস্থ্য বীমা আরোগ্য | মঙ্গল শিক্ষা প্রযুক্তি চাকরি উড়ান | বুধ ভ্রমণের টুকিটাকি ঘুরে বেড়াই | বৃহস্পতি খেলার জগৎ গ্যালারি | শুক্র সিনেমা অনুষঙ্গ বায়োস্কোপ | শনি অর্থেক আকাশ চিত্রাঙ্গদা

এখন বিভিন্ন মাধ্যমে উপলব্ধ
একদিন
Website : www.ekdinnews.com
http://youtube.com/@dailyekdin2165
Epaper : ekdin-epaper.com

শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করুন

৩ জনতার দরবারে মুখ্যমন্ত্রীর দ্বারস্থ নির্যাতিতার মা

সল্টলেকের এ-ই ব্লকের বাড়ি থেকে উদ্ধার দম্পতির দেহ ৩

কলকাতা ৩১ জুলাই ২০২৬ ১৪ শ্রাবণ ১৪৩৩ শুক্রবার বিংশ বর্ষ ৫১ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 31.07.2026, Vol.20, Issue No. 51, 8 Pages, Price 3.00

*ব্যারাকপুরে লাটবাগানে 'বড়াখানা' কর্মসূচিতে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী।*

## পশ্চিমবঙ্গ পুলিশকে দেশসেরা করার চেষ্টা সরকারের

**নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর:** বৃহস্পতিবার দুপুরে ব্যারাকপুর লাটবাগানে স্বামী বিবেকানন্দ স্টেট পুলিশ অ্যাকাডেমিতে রাজ্য পুলিশের প্রথম 'বড়াখানা' কর্মসূচিতে অংশ নেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। এই প্রথম কোনও মুখ্যমন্ত্রী পুলিশ কর্মীদের সঙ্গে মধ্যাহ্ন ভোজন করেন। প্রায় আড়াই হাজার প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত কনস্টেবলের সঙ্গে তিনি মধ্যাহ্নভোজ সারেন। এদিন মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'অন্য রাজ্যের তুলনায় আমরা কতটা এগিয়ে, কতটা পিছিয়ে আছি, তা নিয়ে পর্যালোচনা চলছে। কিন্তু আরও কি করলে, পশ্চিমবঙ্গ পুলিশ দেশের মধ্যে সেরা পুলিশ হতে পারে, তা নিয়েও চিন্তা-ভাবনা চলছে।'

তিনি আরও বলেন, 'আমাদের কিছু সীমাবদ্ধতা আছে। তাছাড়া এই রাজ্যে ভীষণ অর্থনৈতিক দেনা আছে। সবমিলিয়ে, আপনারা ভীষণ অসুবিধার মধ্যে থাকেন, আমরা সেটা জানি। মুখ্যমন্ত্রী আক্ষেপের সঙ্গে বলেন, 'প্রত্যন্ত এলাকায় আপনাদের কাজ করতে হয়। আপনাদের ঠিকমতো থাকবার জায়গা নেই। পরিশ্রুত পানীয় জলের সমস্যা রয়েছে। গাড়ি-ঘোড়ারও সমস্যা আছে। তবুও আপনারা পারেন, সেই বিশ্বাস আমার আছে।' পুলিশের ভূয়সী প্রশংসা করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'নানান প্রতিবন্ধকতা থাকা সত্ত্বেও, গত দশ সপ্তাহে দুর্নীতি থেকে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা, দাগী অপরাধীদের গ্রেপ্তার, সীমান্ত সুরক্ষা, অবৈধ অনুপ্রবেশকারীদের চিহ্নিত করা, নারীদের সুরক্ষা প্রদান-সহ সবেতেই আপনারা যোগ্যতার পরিচয় দিয়েছেন। আপনারা সংগঠিত সংগঠন হিসেবে অনেক ভালো ভালো নজির তৈরি করেছেন'। মুখ্যমন্ত্রীর সংযোজন, পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের যে মানব সম্পদ আছে, তাকে সঠিকভাবে কাজে লাগাতে পারলে আমরা যে কোনও রাজ্যের পুলিশ কিংবা কেন্দ্রীয় এজেন্সির তুলনায় অনেক ভালো পারফরম্যান্স করতে পারি। উক্ত অনুষ্ঠানে এদিন হাজির ছিলেন রাজ্য পুলিশের ডিজি সিদ্ধিনাথ গুপ্তা-সহ পুলিশের উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা।

# মন্ত্রীদের নিয়ে সংসদেই উচ্চ পর্যায়ের বৈঠক প্রধানমন্ত্রীর

**নয়াদিল্লি, ৩০ জুলাই:** সংসদে উচ্চপর্যায়ের বৈঠকে বসেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। বৈঠকে ছিলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার বেশ কয়েক জন সদস্য। 'দ্য ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস'-এর প্রতিবেদন অনুসারে, এই বৈঠকে যোগ দিয়েছেন প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং, বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর, অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমণ এবং জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত ডোভাল। অন্য যে মন্ত্রীরা বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন, তাঁরা হলেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী জেপি নাড্ডা, পেট্রোলিয়াম মন্ত্রী হরদীপসিং পুরী, বাণিজ্যমন্ত্রী পীযূষ গোয়েল।

কোন বিষয় নিয়ে এই বৈঠক হয়েছে, তা স্পষ্ট নয়। নিট-এর প্রশ্নফাঁসের প্রতিবাদে ছাত্রবিক্ষোভে উত্তাল হয়েছিল দেশ। জনমতের চাপে পড়ে ইস্তফা দিতে হয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানকে। এই আবহে সরকারের উপর চাপ বজায় রাখতে মরিয়া বিরোধীরাও। আন্দোলনকারী পড়ুয়াদের উপর পুলিশি দমনপীড়নের অভিযোগ তুলে বিক্ষোভ দেখাচ্ছেন বিরোধী সাংসদেরা। এই ঘটনায় কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহকে ক্ষমা চাইতে হবে বলেও দাবি উঠেছে।

অন্য দিকে, পশ্চিম এশিয়ার যুদ্ধ পরিস্থিতিতে অস্বস্তি বাড়ছে নয়াদিল্লির। মাঝে দু'দিনের বিরতির পর ফের সংঘাতে জড়িয়েছে আমেরিকা এবং ইরান। জর্ডনের মার্কিন ঘাঁটিতে ইরানের হামলার জবাব দিতে বৃহস্পতিবার ভোরে পাল্টা হামলা চালিয়েছে আমেরিকা। পশ্চিম এশিয়ার এই যুদ্ধ পরিস্থিতির প্রভাব ভারতের অর্থনীতিতেও পড়েছে। হরমুজ প্রণালী ধরে জ্বালানি আসার পরিমাণ কমেছে। ঘরে-বাইরে নানা সমস্যার প্রেক্ষিতে প্রধানমন্ত্রীর এই বৈঠককে তাৎপর্যপূর্ণ বলেই মনে করা হচ্ছে।

# 'কেবল ব্যতিক্রমী পরিস্থিতিতে ব্যবহার করা যায় পেলেট গান'

**নয়াদিল্লি, ৩০ জুলাই:** শুধুমাত্র ব্যতিক্রমী কোনও পরিস্থিতিতেই ছররা গুলি ব্যবহার করতে পারে পুলিশ। বৃহস্পতিবার তা স্পষ্ট করে দিল সুপ্রিম কোর্ট। একই সঙ্গে যন্তর মন্তরে আন্দোলনের সময়ে মোতায়েন থাকা র‍্যাফের কাছে কী কী কার্তুজ ছিল, সেই হিসেব সংরক্ষণ করতে হবে বলে কেন্দ্রকেও নির্দেশ দিয়েছে শীর্ষ আদালত।

নিট প্রশ্নফাঁস কাণ্ডের প্রতিবাদে দিল্লির যন্তর মন্তরে আন্দোলনের সময়ে ছররা গুলি চালানোর অভিযোগ ওঠে। তাতে বেশ কয়েক জন জখমও হন বলে অভিযোগ। এ অবস্থায় ছররা গুলির ব্যবহার সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করার আর্জিতে মামলা হয় সুপ্রিম কোর্টে। মামলাকারীদের মধ্যে দু'জনের দাবি, তাঁরা আন্দোলনের সময়ে ছররা গুলিতে জখম হয়েছেন। ছররার ব্যবহার নিষিদ্ধ করার আর্জিতে মামলা করেন কেন্দ্রের প্রাক্তন তথ্য কমিশনার তথা অবসরপ্রাপ্ত আমলা যশবর্ধন আজাদও।

প্রধান বিচারপতি কান্তের বেঞ্চ জানিয়েছে, প্রশ্নফাঁস বিরোধী আন্দোলনের সময়ে ছররা গুলি চালানোর বিষয়টি খতিয়ে দেখা হবে। এ দিন শুনানির সময়ে কেন্দ্রের হয়ে আদালতে উপস্থিত ছিলেন সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহতা। তাঁকে সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ, আন্দোলনের সময়ে যন্তর মন্তরে মোতায়েন থাকা র‍্যাফের কার্তুজের হিসেব সংরক্ষণ করতে হবে। আন্দোলনের সময়ে যাঁরা ছররা গুলিতে জখম হয়েছেন, তাঁদের সঠিক চিকিৎসারও নির্দেশ দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট।

বৃহস্পতিবার সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত, বিচারপতি জয়মাল্য বাগচী এবং বিচারপতি ভি মোহনের বেঞ্চে মামলাটি শুনানির জন্য ওঠে। তাতে শীর্ষ আদালত জানায়, বাহিনীর নিয়মবিধি অনুযায়ী ছররা গুলি ব্যবহার করতে পারে পুলিশ। তবে তা শুধুমাত্র ব্যতিক্রমী ক্ষেত্রেই। এ প্রসঙ্গে 'ব্যুরো অফ পুলিশ রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট'-এর নির্দেশিকার কথাও উল্লেখ করে আদালত। ছররা গুলি ব্যবহারের ক্ষেত্রে আদর্শ কার্যপদ্ধতি (স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রসিডিওর) কী রয়েছে, তা-ও দিল্লি পুলিশকে জমা দিতে নির্দেশ দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট।

# এফআইআরে লাগাম নয়, তবে তিন মামলায় স্বস্তি অভিষেকের

**নিজস্ব প্রতিবেদন:** রাজ্যে ক্ষমতাবদলের পরে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে একের পর এক এফআইআর দায়ের হয়েছে বিভিন্ন থানায়। তার মধ্যে তিনটি মামলায় আপাতত অভিষেকের বিরুদ্ধে কোনও কড়া পদক্ষেপ নয়। বৃহস্পতিবার বলল কলকাতা হাইকোর্ট। তবে বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্য জানালেন, ভবিষ্যতে তাঁর বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করায় রাশ টানা নিয়ে কোনও নির্দেশ দেওয়া হবে না। মামলার পরবর্তী শুনানি ৬ অগস্ট। আদালত জানিয়েছে, ওই দিন পর্যন্ত তিনটি মামলায় অভিষেকের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ নয়।

অভিষেকের আইনজীবীর তরফে সওয়াল, শুভেন্দু অধিকারী রাজ্যের বিরোধী দলনেতা থাকার সময় তাঁর আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে একাধিক মামলায় রক্ষাকবচ দিয়েছিল হাইকোর্ট। ভবিষ্যতে আদালতকে না জানিয়ে যাতে কোনও এফআইআর দায়ের না-করা হয়, তার নির্দেশও দেওয়া হয়েছিল। এ বার অভিষেকের ক্ষেত্রেও তেমন নির্দেশ দেওয়া হোক বলে আবেদন জানিয়েছিলেন ডায়মন্ড হারবারের তৃণমূল (কালীঘাট) সাংসদের আইনজীবী। বিচারপতির পর্যবেক্ষণ, সে সময় রাজ্য সরকার বলেনি যে প্রত্যেক এফআইআরের জন্য আলাদা আলাদা মামলা করতে হবে, যেমনটা বর্তমান রাজ্য সরকার বলেছে। তাই সব মামলায় রক্ষাকবচ দেওয়া যাবে না। তা ছাড়া অভিষেকের বিরুদ্ধে দায়ের ১১টির মধ্যে তিনটি মামলার নথি আদালতে জমা দিয়েছে রাজ্য। সেই কারণে আপাতত ভবানীপুর, কালীতলা এবং দক্ষিণ ২৪ পরগনার বিষ্ণুপুরে থানায় দায়ের হওয়া মামলায় অভিষেকের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ করা যাবে না।

অভিষেকের আইনজীবী গোপালের বক্তব্য, অভিষেকের বিরুদ্ধে এখন যে এফআইআর দায়ের হচ্ছে, তার বেশির ভাগ অভিযোগ পাঁচ-ছয় বছর আগের ঘটনাকে কেন্দ্র করে। বিজেপি রাজ্যে ক্ষমতায় আসার পরে এফআইআর হচ্ছে। এ সবের নেপথ্যে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য রয়েছে। এর পরেই গোপাল একে একে উদাহরণ তুলে ধরেন। তিনি জানান, ডিজে নিয়ে মন্তব্য অভিষেক করেছিলেন গত এপ্রিলে। এফআইআর হয়েছে জুনে। ত্রাণ বণ্টন নিয়ে দুর্নীতির অভিযোগ ২০২০ সালের। সেই এফআইআরও হয়েছে এখন। আইনজীবীর সওয়াল, তাঁর মক্কেলের বিরুদ্ধে আটটি এফআইআর করা হয়েছিল। এখন আরও তিনটি করা হয়েছে। ভবিষ্যতে আরও এফআইআর হতে পারে। আদালত নির্দেশ দিক, তার অনুমতি ছাড়া অভিষেকের বিরুদ্ধে নতুন করে এফআইআর দায়ের করা যাবে না। যেমন শুভেন্দুর আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে করা হয়েছিল।

রাজ্যের পক্ষে সওয়াল করে অতিরিক্ত সলিসিটর জেনারেল এসবি রাজু জানিয়েছেন, অভিষেকের বিরুদ্ধে ১১টি মামলা দায়ের করা হয়েছে। তিনি একাধিক এফআইআর বাতিলের আবেদন করেছেন। আইনে এ ভাবে এত এফআইআর একসঙ্গে একটি আবেদনের মাধ্যমে চ্যালেঞ্জ করা যায় না। একটি মামলা করে সব এফআইআর জুড়ে দেওয়া হয়েছে। যেখানে প্রতি এফআইআরের জন্য একটি করে আলাদা মামলা করতে হয়।

অভিষেকের আইনজীবী গোপাল শঙ্কর নারায়ণের সওয়াল, রাজ্যের বিভিন্ন থানায় দায়ের হওয়া সব এফআইআরের কপিই তাঁদের হাতে নেই। তাই সব মামলার তথ্য আদালতে দেওয়া সম্ভব হয়নি। কয়েকটি এফআইআরের নাম দেওয়া হয়েছে, তবে সব তথ্য নেই। যে কটা মামলার কথা উল্লেখ করা সম্ভব হয়েছে, সেগুলিতে আপাতত অন্তর্বর্তী রক্ষাকবচ দিক আদালত।

এই সওয়াল শুনে বিচারপতি বলেন, 'ভবিষ্যতে এফআইআর হবে কি না, তা নিয়ে নির্দেশ দেব না। যে এফআইআরগুলি হয়েছে, তা নিয়েই শুনানি হোক।' তার পরেই সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহতার মন্তব্য, অভিষেক এমন নির্দেশ চাইছেন যে, ভবিষ্যতে কী হবে, তা আদালত বলে দেবে।

## কলকাতায় খেলতে আসছে ব্রাজিল

**নিজস্ব প্রতিবেদন:** কলকাতায় খেলতে আসছে ব্রাজিল। পাঁচ বারের বিশ্বকাপজয়ীদের বিরুদ্ধে প্রদর্শনী ম্যাচ খেলবে ভারতের ফুটবল দল। সেই খেলা হবে কলকাতার যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে। বৃহস্পতিবার ব্রাজিল এবং ভারতীয় ফুটবল সংস্থার তরফে এই খবর আনুষ্ঠানিক ভাবে জানানো হয়েছে। এ দিন একটি বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, আগামী ৩ অক্টোবর, যুবভারতী স্টেডিয়ামে এই ম্যাচ হবে। ক'টা থেকে শুরু তা অবশ্য জানানো হয়নি। তবে আন্তর্জাতিক পর্যায়ের এই ম্যাচের জন্য বেছে নেওয়া হয়েছে কলকাতাকেই, যেখানে একসঙ্গে প্রায় ৭০ হাজার মানুষ খেলা দেখতে পারবেন।

বিশ্বকাপ থেকে বিদায় নেওয়ার পর ভারতের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় ম্যাচ খেলতে চলেছে ব্রাজিল। ফলে কোচ কার্লো আনচেলোত্তি তো বটেই, ভিনিসিয়াস জুনিয়র, এনড্রিক, মাতিয়াস কুনহা, মারকুইনহোস, ব্রুনো গিমারায়েস-সহ প্রথম সারির ফুটবলারদের খেলা দেখার সুযোগ থাকছে শহরবাসীর। তবে প্রদর্শনী ম্যাচ বলেই প্রথম সারির ফুটবলারদের সকলকে নামানো হবে কি না, তা নিয়ে সন্দেহ রয়েছে। কারণ অনেক সময়েই এই ধরনের ম্যাচের জন্য ফুটবলার ছাড়তে চায় না ক্লাবগুলি।

ব্রাজিল ফুটবল সংস্থা জানিয়েছে, তারা প্রথমে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে প্রদর্শনী ম্যাচ খেলবে। তার পর আসবে ভারতে।

# শাহতে খড়্গহস্ত খাড়গে, 'হিংসাত্মক' বচনে বিতর্ক

**নয়াদিল্লি, ৩০ জুলাই:** প্রশ্নফাঁস সংক্রান্ত কেন্দ্রের আনা নয়া আইন নিয়ে রাজ্যসভাতেও ঘোর বিতর্ক। কেন্দ্রকে আক্রমণ করতে গিয়ে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে নিশানা করে কংগ্রেস সভাপতি বলেন, 'একদিন বিরোধীরা আপনাদের এসি ঘর থেকে বের করে এনে জনতার সামনে ফেলে দেবে।' বিজেপি বলছে, রাজ্যসভার বিরোধী দলনেতার ওই মন্তব্য আসলে স্পষ্ট হিংসাত্মক হুমকি।

রাজ্যসভায় বিতর্কের কেন্দ্রে কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে। খাড়গে ওই বিল নিয়ে বলতে গিয়ে দাবি করেন, 'নতুন করে এই আইন এনে লাভের লাভ কিছু হবে। কিছুই বদলায়নি। শুধু সংখ্যাগুলি বদলে গিয়েছে। শুধু একটু শাস্তি আর জরিমানা বেড়েছে।' খাড়গের প্রশ্ন, 'এই বিল এনে কী হবে। এটা মনুস্মৃতি থেকে অনুপ্রাণিত মনু-নীতি। মনুস্মৃতি শুধুই বর্ণবাদে উস্কানি দেয়। শিক্ষা ব্যবস্থা চালাচ্ছে আরএসএস। পড়ুয়াদের চাপের যাতে ক্ষমতা হারাতে না হয়, সেজন্যই জমি ছেড়েছে সরকার। পড়ুয়াদের সমস্যার স্থায়ী সমাধান করাটা সরকারের উদ্দেশ্যই নয়। তাড়াহুড়ো করে একটা বিল এনেছে। কেন ২০২৪ সালে প্রশ্নফাঁসের পর সেই প্রশ্নফাঁস আটকানোর চেষ্টা করা হল না?' সরাসরি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহকে নিশানা করে কংগ্রেস সভাপতি বলে দেন, 'একদিন বিরোধীরা আপনাদের এসি রুম থেকে বের করে এনে জনতার সামনে ফেলে দেবে।' তাঁর সাফ কথা, 'অমিত শাহকে জবাব দিতে হবে কেন পড়ুয়াদের উপর এত নির্যাতন করা হল।'

পাবলিক এক্সামিনেশন (প্রিভেনশন অফ আনফেয়ার মিনস) অ্যাক্ট অর্থাৎ প্রশ্নফাঁস বিরোধী আইন নিয়ে সংসদে আলোচনার শুরু থেকেই একের পর এক বিতর্ক চলছে। লোকসভায় প্রহ্লাদ জোশীকে নিয়ে প্রিয়াঙ্কা গান্ধির মন্তব্য, রাহুল গান্ধির 'ইডিয়ট-অন্ধভক্ত' মন্তব্য দুই নিয়েই প্রবল হট্টগোল হয়েছে। দুই গান্ধিকেই ক্ষমা চাওয়ার দাবি জানিয়েছে বিজেপি। এবার রাজ্যসভাতেও সেই বিতর্কের পুনরাবৃত্তি।

খাড়গের এই জোড়া মন্তব্যে প্রবল ক্ষুব্ধ বিজেপি। গেরুয়া সাংসদরা সঙ্গে সঙ্গে বলেন, এটা সরাসরি হিংসার হুমকি। খাড়গেকে ক্ষমা চাইতে হবে।

## এনকাউন্টারে পুলিশের কাছে রিপোর্ট তলব হাইকোর্টের

**নিজস্ব প্রতিবেদন:** বারুইপুরে এনকাউন্টারের ঘটনায় জেলা পুলিশের কাছে রিপোর্ট চাইল কলকাতা হাইকোর্ট। কেন গভীর রাতে অভিযুক্তকে ঘটনার পুনর্নির্মাণের জন্য নিয়ে যাওয়া হয়েছিল, সেখানে ঠিক কী কী ঘটেছিল, পুলিশকে তা বিস্তারিত জানিয়ে হলফনামা জমা দিতে বলেছে আদালত। আগামী ১৮ অগস্ট হাইকোর্টে এই মামলার পরবর্তী শুনানি রয়েছে। তার আগেই পুলিশকে হলফনামা জমা দিতে হবে।

বৃহস্পতিবার কলকাতা হাইকোর্টের ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি তপোব্রত চক্রবর্তী এবং বিচারপতি পার্থসারথি চট্টোপাধ্যায়ের ডিভিশন বেঞ্চ জানায়, জেলা পুলিশকে ঘটনার বিস্তারিত রিপোর্ট হলফনামা আকারে জমা দিতে হবে। মামলাকারীর আইনজীবীর দাবি, এনকাউন্টারের যে কারণ পুলিশ দেখিয়েছে, তা মনগড়া বলে মনে হচ্ছে। অভিযুক্তকে ঘটনাস্থলে নিয়ে যাওয়ার সময় পর্যাপ্ত নিরাপত্তার বন্দোবস্ত ছিল না। এমন সময়ে তাঁকে সেখানে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল যে, তাতে সন্দেহ আরও জোরালো হয়েছে। ঘটনার ভিডিয়ো রেকর্ডিং ছিল কি না, সে প্রশ্নও তোলা হয়েছে।

পুলিশের তরফে এই তত্ত্ব উড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। রাজ্যের আইনজীবী জানান, অভিযুক্ত অপরাধের কথা স্বীকার করেছিলেন।

# অভয়ার বাবা-মার দাবি মেনে বদল তদন্তকারী আধিকারিক

**নিজস্ব প্রতিবেদন:** আরজি করের তরুণী চিকিৎসক ধর্ষণ ও খুন মামলার তদন্তকারী আধিকারিক বদল। অভয়ার বাবা-মায়ের দাবি মেনে সীমা পাহুজাকে বদলে দেওয়ার সিদ্ধান্ত। তাঁর বদলে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে সন্দীপনী গর্গকে। এদিকে বৃহস্পতিবার শিয়ালদহ আদালতে এই ঘটনার তদন্তের ১২ নম্বরের স্ট্যাটাস রিপোর্ট জমা পড়ে। কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশ অনুযায়ী নতুন করে গঠিত সিট তদন্ত শুরু করেছে জানান সিবিআইয়ের আইনজীবী পার্থসারথি দত্ত। আগের যাঁরা ছিলেন তাঁরা তদন্ত করতে পারেননি বলেই অভিযোগ অভয়ার বাবা-মায়ের আইনজীবী অমর্ত্য দে এবং রাজদীপ হালদারের। তাঁরা জানান, নতুন সিট কী তদন্ত করে তা দেখতে হবে। বাংলায় ক্ষমতায় আসার পর মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ফের নতুন করে আরজি কর ফাইলস খোলেন। এরপরেই তৎকালীন পুলিশ কমিশনার বিনীত গোয়েল, তৎকালীন ডিসি সেন্ট্রাল ইন্দিরা মুখোপাধ্যায়, তৎকালীন ডিসি নর্থ অভিষেক গুপ্তাকে সাসপেন্ড করা হয়েছে। তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী কিংবা কোনও মন্ত্রী তাঁদের মেসেজে কিংবা ফোনে কোনও নির্দেশিকা জারি করেছিল কিনা, তা খতিয়ে দেখবেন তদন্তকারীরা। সেই মতো ব্যবস্থা নেওয়া হবে। তার মধ্যেই সিবিআইয়ের পূর্বাঞ্চলীয় যুগ্ম অধিকর্তার নেতৃত্বে তিন সদস্যের সিট গঠনের নির্দেশ দেয় কলকাতা হাইকোর্ট। সেইমতো নতুন সিট গঠন করে শুরু হয়েছে তদন্ত। আগামী ১৫ সেপ্টেম্বর পরবর্তী শুনানি। ওইদিন ফের স্ট্যাটাস রিপোর্ট জমা দিতে পারেন তদন্তকারীরা।

এই প্রসঙ্গে বলে রাখা শ্রেয়, গত ২০২৪ সালের ৮ অগস্ট, আরজি কর মেডিক্যাল কলেজের তরুণী চিকিৎসক নাইট শিফট করতে যান। ওই রাতেই সব শেষ। সেমিনার হলে তাঁকে ধর্ষণ ও খুন করা হয়। এই ঘটনার তদন্তে নেমে সঞ্জয় রায় নামে এক সিভিক ভলান্টিয়ারকে গ্রেপ্তার করে কলকাতা পুলিশ। পরবর্তীকালে কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশে ঘটনার তদন্তভার নেয় সিবিআই। তবে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা এই ঘটনায় জড়িত সন্দেহে নতুন করে আর কাউকে পাকড়াও করেনি। শেষমেশ শিয়ালদহ আদালত ধৃত সঞ্জয় রায়কে দোষী সাব্যস্ত করে।

# সম্পত্তির মিনারের উৎস সন্ধানে টুলুর ডেরায় তল্লাশি

**নিজস্ব প্রতিবেদন:** ধৃত মিনার মণ্ডলের টাকার উৎস খুঁজতে বৃহস্পতিবার টুলুর সুভাষপল্লির বাড়িতে তল্লাশি অভিযানে যায় বীরভূম জেলা পুলিশ। একইসঙ্গে টুলুর সোঁৎশালের একটি বাড়িতে এবং মহম্মদবাজারের একটি পার্কিংয়েও তল্লাশি চালানো হয় পুলিশের তরফ থেকে। টুলুর সম্পত্তির হদিস পেতেই তাঁর এই দুই বাড়িতে তল্লাশি শুরু হয় এদিন সকাল থেকে। সূত্রে খবর, এই তল্লাশি চালানোর সময়, ডিএসপি (ডিইবি) সুরজিৎ মণ্ডল, ডিএসপি (সদর) সৌরভ ভট্টাচার্য, সিউড়ি থানার আইসি শৈলেন্দ্র উপাধ্যায়-সহ অন্য আধিকারিকরেরা ছিলেন। সূত্রের খবর, সিউড়ির সুভাষপল্লির এই বাড়িতেই থাকতেন টুলু। তবে নির্বাচনের পর থেকে তাঁকে আর দেখা যায়নি। টুলুর সোঁৎশালের বাড়িটিও বিশাল। সূত্রের খবর, এটি টুলুর পৈতৃক গ্রাম। এখানেই সেই সুবিশাল সাদা রঙের বাড়ি।

অন্যদিকে, বীরভূমের সিউড়ির নহোদরি এলাকায় নথিবোঝাই একটি গাড়ি আটক করেছে পুলিশ। অভিযোগ, আত্মীয়ের বাড়ি থেকে নগদ, সোনা বাজেয়াপ্ত হওয়ার পরেই নথিগুলি সরিয়ে ফেলার নির্দেশ দিয়েছিলেন পাথর ব্যবসায়ী টুলু মণ্ডল। যে এলাকায় গাড়িটি আটক করা হয়, সেখানে তাঁর একটি খামারবাড়ি রয়েছে বলে জানা গিয়েছে। স্থানীয়দের একাংশের অভিযোগ, সেই বাড়ি থেকে গাড়িটি বার হচ্ছিল দেখে তাঁরা আটকে দেন। টুলুর ম্যানেজার স্বীকার করেছেন, মালিকের নির্দেশেই সেই নথি সরানোর কাজ করছিলেন তিনি। অন্য দিকে, টুলুর ভগ্নিপতি মিনার মণ্ডলকে আট দিনের পুলিশি হেপাজতে পাঠিয়েছে সিউড়ি আদালত।

বৃহস্পতিবার দুপুরে সিউড়ি নহোদরি এলাকায় একটি বোলেরো গাড়ি আটক করে পুলিশ। তার ভিতরে ছিল বেশ কয়েকটি বস্তা। সেই বস্তার মুখ খুলতেই বেরিয়ে আসে একের পর এক ফাইল। প্রাথমিক অনুসন্ধানের পরে পুলিশ জেনেছে, সেই ফাইলগুলিতে রয়েছে অনুব্রত মণ্ডলের ঘনিষ্ঠ বলে পরিচিত টুলুর পাথর ব্যবসার নথি। স্থানীয়দের একাংশের দাবি, গাড়িটিকে একটি বাড়ি থেকে বার হতে দেখে তাঁদের সন্দেহ হয়। তার পরেই তাঁরা সেটিকে আটক করে থানায় খবর দেন।

তখনও এলাকার অনেকেই জানতেন না, সেখানে টুলুর একটি খামারবাড়ি রয়েছে। অর্ণব নিজেও জানতেন না। তাঁর কথায়, 'শুনেছিলাম এলাকায় টুলু মণ্ডলের খামারবাড়ি রয়েছে।' সেই খামারবাড়িতে ঝাড়পোঁছ করেন সুজিত বর্মন। তিনি জানিয়েছেন, গাড়িতে ফাইলপত্র তিনিই তুলে দিয়েছিলেন। গাড়ির চালক তাঁকে নির্দেশ দিয়েছিলেন। সেই মতো গাড়িতে বস্তা তুলে দেন তিনি। টুলুকে খামারবাড়িতে আসতে দেখেছেন কি না প্রশ্নে সুজিত বলেন, 'গাড়িতে চেপে মাঝে মাঝে আসতে দেখেছি।'

টুলুর ম্যানেজার পার্থসারথি ঠাকুর স্বীকার করেছেন, মালিকের নির্দেশেই গাড়িতে চাপিয়ে ফাইলগুলি নিয়ে যাচ্ছিলেন তিনি। তাঁর কথায়, 'সকালে ফোন আসে। বস্ বলেন, তোমার কাছে অফিসের কাগজ রয়েছে? ওগুলো সরিয়ে দাও। গাড়িতে রেখে দাও।' কোথায় সেগুলি সরানো হচ্ছিল, তা নিয়ে মুখ খোলেননি তিনি। পার্থসারথি বলেন, 'কোথায় সরাতে হবে, তার নির্দেশ আসেনি।' তিনি জানিয়েছেন, ওই ফাইলে ট্রাকের কাগজ, চালান, খাতা, যাদের পাথর বিক্রি করা হয়েছে, তার কাগজপত্র রয়েছে। বৃহস্পতিবার সিউড়ির আদালতে সরকারি আইনজীবী বিভাস চট্টোপাধ্যায় জানিয়েছেন, টুলু ইতিমধ্যেই দেশের বাইরে পালিয়েছেন। মনে করা হচ্ছে, সেখান থেকেই ম্যানেজারকে নির্দেশ দিয়েছেন তিনি।

# শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

### নাম-পদবী পরিবর্তন

আমার সঠিক নাম **SAHIM ALI SEKH** এবং আমার পিতার সঠিক নাম **AJIT ALI SEKH**, ভাঙ্গি পাড়া, আর.কে. পল্লী, জগন্নাথপুর, রাজপুর সোনারপুর (এম), দক্ষিণ ২৪ পরগণা, পিন-৭০০১৫০, পশ্চিমবঙ্গ এর স্থায়ী বাসিন্দা। ভুলবশত আমার মাধ্যমিক পরীক্ষার নথিপত্রে আমার নাম **SAHIM ALI SK.** এবং আমার পিতার নাম **AJIT ALI SK.** লিপিবদ্ধ হয়ে যাওয়ায় গত ২৯/০৭/২০২৬ তারিখে শিয়ালদহ প্রথম শ্রেণীর জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে ১৭০০৯ নং এফিডেভিট বলে আমি **SAHIM ALI SEKH** ও **SAHIM ALI SK.** এবং আমার পিতা **AJIT ALI SEKH** ও **AJIT ALI SK.** এক ও অভিন্ন ব্যক্তি হিসাবে পরিচিত হলাম।

### Change of Name

I, Sk. Sahamat, S/o. Sk. Sadeque, Vill.- Chowmondalpur, P.O.- Mongaldihi, P.S.- Panrui, Dist.- Birbhum, West Bengal on 17/04/2026 before Bolpur Court under Ld. Judicial Magistrate, 1st Class vide affidavit (No. 3276) that Sk. Sadeque, Mahammad Sadek, Sekh Sadek Ali, Sk. Sadek Mahammad, Sadek Ali Sk is same one and identical person.

### Change of Name

I, Mahammad Sadek, S/o. Late Sk Sobed Ali, Vill.- Choumandalpur, P.O.- Mongaldihi, P.S.- Panrui, Dist.- Birbhum on 03/02/2026 before Bolpur Court under Ld. Judicial Magistrate, 1st Class vide affidavit (No. 603) that Mahammad Sadek, Sekh Sadek Ali, Sadek Ali Sekh is same one and identical person.

I, Anisur Rahaman, s/o - Late Abubakkar Siddiki, resident of Vill- Saorabera Jalpai. P.O. - Jalpai, P.S.-Nandakumar, Dist.-Purba Medinipur, Pin-721652 (W.B.), do hereby declare that I have changed my name from Anisur Rahaman to Sk Anisur Rahaman and henceforth I shall be known as Sk Anisur Rahaman in all purpose vide affidavit no. 12741 sworn before the Ld. Chief Judicial Magistrate (1st class) Purba Medinipur at Tamluk on 15/07/2026 That Sk Anisur Rahaman and Anisur Rahaman, s/o - Late Abubakkar Siddiki both are the same & one identical Person.

### আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

আমার মক্কেল, ১। **শ্রী সুমন কুমার ঘোষ**, পিতা- প্রয়াত ফনীন্দ্র নাথ ঘোষ, ২। **শ্রীমতী অর্পিতা ঘোষ** মন্ডল, স্বামী-শ্রী সুমন কুমার ঘোষ, উভয়ের সাকিম-কালিয়াগড়, পোঃ ও থানা- বলাগড়, জেলা- হুগলী। গত ইংরাজী ২০২২ সালে হুগলী ডি.এস.আর.-১ অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত I-১২৯৪৯/২০২২ নং আমমোক্তারনামা দলিল মূলে জেলা হুগলী, থানা- চুঁচুড়ার সামিল, জে. এল. নং ২২, খামারপাড়া মৌজায় হাল ২১৭১ ও ২১৭২ নং খতিয়ানভুক্ত আর.এস. ৮২৩ নং দাগে তথা হাল ৯৫৮ নং দাগে কমবেশী ০.০৫ একর সম্পত্তি জেলা-হুগলী, থানা-বলাগড়, সার্কিম-কালিয়াগড় নিবাসী **শ্রী অসিত কুমার মন্ডল**, পিতা প্রয়াত গিরীশ চন্দ্র মন্ডল, মহাশয়কে আমমোক্তার নিযুক্ত করিয়াছেন। তাহার পর উক্ত **অসিত কুমার মন্ডল** বিগত ইংরাজী ২৯/০৫/২০২৬ তারিখে হুগলী ডি.এস.আর -২ অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত ১৩১৫ নম্বর সাফ বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে **শ্রীমতী সুপর্না মিত্র**, পিতা- শ্রী সুকুমার মিত্র, মহাশয়াকে বিক্রয় করেন। উক্ত **সুপর্না মিত্র** মহাশয়া বর্তমানে তাহা মগরা চুঁচুড়া বি.এল.অ্যান্ড.এল.আর.ও. অফিসে মিউটেশনের আবেদন করিয়াছেন যাহার নং- MN/2026/0601/3979, ইহাতে কাহারো আপত্তি থাকিলে অদ্য হইতে আগামী ৩০ দিনের মধ্যে মগরা চুঁচুড়া বি.এল.এ্যান্ড .এল.আর.ও. অফিসে যোগাযোগ করিবেন।

**শঙ্কর দাস (এ্যাডভোকেট),**
**চুঁচুড়া জাজেস কোর্ট, হুগলী**

### নাম-পদবী পরিবর্তন

আমি **Bela Mala** W/O -Ashwini Mala, resident at Vill- Parannagar, P.O.- Benapur P.S.- Kharagpur Local , Dist.- Paschim Medinipur, W.B, PIN-721301 1st class judicial Magistrate, Paschim Medinipur, affidavit no.7800, dt.19.06.26 এই মর্মে ঘোষণা করছি যে আমার নাম **Beli Paint** ভুলবশত আমার আধার কার্ডে (649864319040) নথিভুক্ত হইয়াছে। আমার ভোটার কার্ড (YNG1783034) অনুযায়ী আমার আসল নাম **Bela Mala** এবং সর্বক্ষেত্রে এক ও অভিন্ন ব্যক্তি রূপে পরিচিত হইলাম।

### নাম-পদবী পরিবর্তন

আমি **CHANDRIMA GANGULY**, স্বামী Prasun Ganguly, পিতা Sanku Das, মাতা Asima Das Sil, নিবাস- D/31/1, Purba Ananda Pally, Purba Putiary, P.S Regent Park, Kol - 93. বিবাহ পূর্বে আমার নাম ছিল CHANDIMA DAS. ভুলবশত কিছু নথিতে আমার নাম আছে **SAYBA DAS.** গত 2.12.2025 ফার্স্ট ক্লাস জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট কোর্ট আলিপুরের এফিডেভিটে (73335) আমি **SAYBA DAS, CHANDRIMA DAS** এবং **CHANDRIMA GANGULY** এক ও অভিন্ন ব্যক্তি বলে পরিচিত হলাম।

### নাম-পদবী

আমি সুপ্রিতি মুর্মু, পিতা- নন্দু মুর্মু, গ্রাম- সিন্দ্রিসোল, পোঃ- বালিদিহ, থানা- পাকুড়িয়া, জেলা- পাকুর। বর্তমান ঠিকানা- গ্রাম ও পোঃ- পাথরচাপুড়ী, থানা- সিউড়ী, জেলা- বীরভূম, ২৯-০৭-২৬ তারিখে সিউড়ি কোর্টের নোটারি এফিডেভিট এর মাধ্যমে সুপ্রিতি মুর্মু সুপ্রিতি বিবি নামে একব্যক্তি নামে পরিচিত হলাম।

Monalisa B.Ed College
Affiliated to BSAEU & WBBPE
Recognised by NCTE
Duttapukur, N 24 Pgs.
Recruitment for Lecturer for the Dept. of D.El.Ed.
Subject: Mathematics
As per NCTE norms.
Send CV within 7 days to carriermonalisab.ed college@gmail.com

### সাধারণ বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে, **শ্রী সুরজিৎ চক্রবর্তী এবং শ্রীমতি সিপ্রা চক্রবর্তী -আইডিএফসি ফার্স্ট ব্যাঙ্ক লি** কলকাতা সংশ্লিষ্ট সম্পত্তি ক্রয় ক্ষেত্রে বন্ধক দিতে আগ্রহী সংশ্লিষ্ট সকল অংশ ফ্ল্যাট নং ২এ, পরিমাপ ৭৮৪ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া, দোতলা, উত্তর দিকে ভবনের নাম শেফালিকা অ্যাপার্টমেন্ট, অবস্থিত হোল্ডিং নং ১০৬/১, বি আর বি জি টি রোড, পিন - ৭১২২৩২, থানা : উত্তরপাড়া, মৌজা - ভদ্রকালী, ওয়ার্ড নং ১৩, উত্তরপাড়া -কোৎরঙ পুরসভা অধীন, অধিকারী মালিক নাম মলয় পাল এর কাছ থেকে যিনি বিক্রয় দলিল নং ০৬২১০০২২২ -২০২৪ সালের, রেজিস্ট্রিকৃত এডিএসআর উত্তরপাড়া- অধিকারী পূর্ব মালিক শ্রী রণেন্দ্র মোহন কর এর কাছ থেকে -যিনি তাঁর স্ত্রী নমিতা কর এবং শ্রী কুন্তল কল এবং সাবর্ণী কর এর কাছ থেকে যারা উত্তরাধিকারী সূত্রে ২/৩ অংশ তাদের মাতা নমিতা কর এর কাছ থেকে প্রাপ্ত হন এবং এক মূল দলিল ঘোষণা উক্ত জমি রেজিস্ট্রিকৃত এডিএসআর শ্রীরামপুর এবং নথিভুক্ত বুক নং ১, ভল্যুম নং ৮৪, পৃষ্ঠা ৪৫১ থেকে ৪৫৪, দলিল নং ৫১৬২ -১৯৯২ সালের, স্থানান্তরিত/হারিয়ে গিয়েছে। উক্ত দলিল স্থানান্তর/হারিয়ে যাওয়ার বিষয়ে উত্তরপাড়া থানায় এক জেনারেল ডায়েরি উল্লেখ্য জিডিই নং ১৬৪৮ তারিখ ২৩.০৭.২০২৬ দায়ের করা হয়েছে। কোনও ব্যক্তি বা পক্ষ বা ব্যাঙ্ক/আর্থিক প্রতিষ্ঠানের উক্ত সম্পত্তি সম্পর্কে কোনও দাবি, অধিকার, স্বত্ব এবং/বা স্বার্থ থাকলে বিজ্ঞপ্তির তারিখ থেকে ৭ দিনের মধ্যে দাবি জানাতে অনুরোধ করা হচ্ছে অন্যথায় ব্যর্থ হলে কোনও দাবি গ্রাহ্য হবে না।

**সুপ্রিয় বসু এলএলপি**
'টেম্পল চেম্বার'
রুম নং ৪৮, একতলা
৬, ওল্ড পোস্ট অফিস স্ট্রিট, কলকাতা -৭০০০০১
ফোন : ০৩৩ ৪৫০১ ৪৮৪৯/৪৬০১/৪৮৫৪
ই-মেল : supriyobasu.llp@gmail.com
partho.adhikary@sbalaw.in

### AFFIDAVIT

I, **Khoyaish Mallick** S/O Takuruddin Mallick Vill: Hatihalka, PS: Kotwali, Dist: Paschim Medinipur declare before 1st Class JM Medinipur vide affidavit NO 19455 dtd 27.07.26 that Khoyaish Mallick & Khayis Mallick both are same, one & identical Person.

### AFFIDAVIT

I, **Ranita Lahiri (Saha)** W/O Ranjit Saha, D/O Niren Lahiri residing at 21, Jogendra Bhaban, B.T. College East Lane, P.O. & P.S.- Berhampore, Dist.- Murshidabad, PIN- 752101, W.B. do hereby declare vide affidavit before the Notary Public at Berhampore, Murshidabad dated 21.07.2026 that my actual name is Ranita Lahiri (Saha) which is recorded in my Aadhaar Card but my name has been recorded as Ranita Lahiri in my PAN and Voter Card and my daughter namely Shibanshi Saha 's CBSE Mark sheet being Roll No. 12214136. My name has been written as Ranita Saha (Lahiri) in my marriage certificate being no. H.M. case no. 100/2000 dated 01/02/2000. Ranita Lahiri (Saha), Ranita Lahiri and Ranita Saha (Lahiri) i.e. myself am the same and one identical person.

### সাধারণ বিজ্ঞপ্তি

আমাদের মক্কেল **শ্রীমতি ইলা দে এবং শ্রী শুভেন্দু দে** সংশ্লিষ্ট সকল অংশ প্লট অবিভক্ত সম্পত্তির ভাগ অংশ জমির পরিমাপ ৪ কাঠা ৭ ছটাক ৩০ বর্গফুট প্রেমিসেস নং ১৪৭জি/১, বোস পুকুর রোড, কলকাতা - ৭০০০৩৯, থানা : কসবা, দুইটি মূল **বিক্রয় দলিল নং ৩৮৯৫, রেজিস্ট্রিকৃত** ০৯.০৮.১৯৯৬ এবং **বিক্রয় দলিল নং ৪৯৫৩, রেজিস্ট্রিকৃত ২৭.০৯.১৯৯৬** তারিখে উভয় রেজিস্ট্রিকৃত এআরএ কলকাতা উক্ত প্রেমিসেস সম্পর্কিত যা রেজিস্ট্রি অফিস থেকে সংগ্রহ করা হয়নি। যদিও মূল আইজিআর রসিদ উপলব্ধ এবং বার বার প্রচেষ্টা সত্ত্বেও সংশ্লিষ্ট রেজিস্ট্রি অফিস থেকে উদ্ধারের চেষ্টা সফল হয়নি, এখন তা খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। উক্ত দলিল স্থানান্তর/হারিয়ে যাওয়ার বিষয়ে আমহার্স্ট স্ট্রিট থানায় এক জেনারেল ডায়েরি উল্লেখ্য জিডিই নং ৫৩৬ তারিখ ০৭.০৭.২০২৬ দায়ের করা হয়েছে। কোনও ব্যক্তি বা পক্ষ বা ব্যাঙ্ক/ আর্থিক প্রতিষ্ঠান এর উক্ত সম্পত্তি সম্পর্কে কোনও দাবি, অধিকার, স্বত্ব এবং/বা স্বার্থ থাকলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ থেকে ১৫ দিনের মধ্যে দাবি দাখিল করতে অনুরোধ করা হচ্ছে, অন্যথায় ব্যর্থ হলে কোনও দাবি গ্রাহ্য হবে না।

সুপ্রিয় বসু এলএলপি
টেম্পল চেম্বার
রুম নং ৪৮, একতলা
৬, ওল্ড পোস্ট অফিস স্ট্রিট, কলকাতা- ৭০০০০১
ফোন : ০৩৩ ৪৬০১ ৪৮৪৯/৪৬০১/৪৮৫৪
ই-মেল : supriyobasu.llp@gmail.com
partho.adhikary@sbalaw.in

## আজকের দিনটি কেমন যাবে?

**আজ ৩১শে জুলাই, ১৪ই শ্রাবণ। শুক্রবার। দ্বিতীয়া তিথী। জন্মে মকর রাশি। অষ্টোত্তরী রাহু র মহাদশা বিংশোত্তোরী মঙ্গল র মহাদশা কাল। মৃতে একপাদ দোষ।**

**মেষ রাশি :** সাধারণ মানের দিন। গ্রহ অবস্থান একপ্রকার। বিদ্যার্থীদের জন্য সুখ বর আছে, তবে ধৈর্য রাখতে হবে। গৃহবধূদের নিজস্ব সঞ্চয় বৃদ্ধির সম্ভাবনা। ব্যবসা-বাণিজ্যে এক প্রকার ধৈর্য রাখতে হবে। জমি বাড়ি বাস্তু সম্পর্কেও মধ্যাবস্তা, শুভ অশুভ মিশে থাকবে। কোন ইলেকট্রিক্যাল দ্রব্য বিষয়ে দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি হবে। মা তারার নাম করুন এবং হলুদ দান করুন তারা মায়ের চরণে। শুভ নিশ্চিত।

**বৃষ রাশি :** শারীরিক দিক থেকে সুস্থতার লক্ষণ প্রবীণ নাগরিকদের। সুযোগ বৃদ্ধি হবে যারা মাছের ব্যবসা করেন, যারা কাগজ-বস্ত্র বিক্রয় করেন তাদের। সুযোগ বৃদ্ধি হবে প্রতিবেশীর দ্বারা, সম্মান প্রাপ্তি যোগ বিদ্যমান। গৃহবধূ রা নতুন বাণিজ্যের পরিকল্পনা করলে, আজকের দিনটি অত্যন্ত শুভ। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ। দুশ্চিন্তা শুধু যারা যানবাহনের ব্যবসা করেন তাদের। ধৈর্য রাখুন ভগবান শিবের চরণে ১০৮ বিল্লোপত্র দিন প্রদীপ জ্বালুন নিশ্চয়ই শুভ হবে।

**মিথুন রাশি :** R/S নামের মানুষের থেকে সাবধানে থাকা উচিত। জ্ঞান বর্ধক দিন। পরিবারে শান্তির বাতাবরণ। পুরাতন কোন মামলা-মোকদ্দমায় জয়ের ইঙ্গিত। বাড়ি বাস্তু জমিতে শুভ। ব্যবসায়িক যে যোগাযোগ হাতের বাইরে চলে গিয়েছিলে, আবার তা পুনরায় প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পূর্ণ সম্ভাবনা। নারীর বুদ্ধিতে এগিয়ে যাওয়ার শুভ লক্ষণ। ধৈর্য ধরে চিন্তা করে মানুষের সঙ্গে আচার ব্যবহার করুন নিশ্চয়ই আজ নতুন কোন পথের সন্ধান পাওয়া যাবে। বিদ্যার জন্য শুভ প্রেমিক যুগল শান্তির বাতাবরণ। দেবী মা দুর্গার চরণে ১০৮ রক্ত জবা নিবেদন করুন নিজের নাম গোত্র সহ।

**কর্কট রাশি :** সিনিয়র সিটিজেন থেকে লাভ প্রাপ্তি।অত্যন্ত শুভ দিন। যারা বিদ্যার্থী যারা উচ্চ বিদ্যায় আছেন, গবেষণায় আছেন, তাদের নতুন কোন সূত্র পাওয়া যাবে। লেখালেখি যারা করেন তাদের সম্মান বৃদ্ধি যোগ। অভিনয় শিল্পকলার মধ্যে যারা আছেন তাদেরও সম্মান প্রাপ্তি যোগ। বান্ধবী বান্ধব দ্বারা ছোট ভ্রমণ। ভগবান শ্রীবিষ্ণুর চরণে ১০৮ তুলসীপত্র নিবেদন করুন শুভ হবে।

**সিংহ রাশি :** সতর্ক থাকতে হবে। যে প্রবীণ নাগরিককে দায়িত্ব দিয়েছিলেন, তিনি তা পালন করার জন্য আজ শুভত্ত বৃদ্ধি হবে। যে বন্ধুর দ্বারা আপনি উপকৃত হবার কথা ভেবেছিলেন, আজ নিশ্চয়ই তা পাওয়া যাবে। বাণিজ্যে অর্থবৃদ্ধির সম্ভাবনা। বাণিজ্যে নতুন পথের সহযোগিতা। প্রবীণ নাগরিকদের শরীর সুস্থ হয়ে উঠবে। ভগবান গণেশের চরণে ১০৮ দুর্বা প্রদান করুন নিশ্চিত শুভ বৃদ্ধি হবে।

**কন্যা রাশি :** D/ T নামের মানুষের থেকে সাবধানে থাকা উচিত।যারা বস্ত্রের ব্যবসা করেন, যারা খাদ্যদ্রব্যের দোকান পরিচালনা করেন, তাদের ব্যবসা বৃদ্ধির নতুন পথের সন্ধান। আয় বৃদ্ধি অর্থবৃদ্ধি সম্পদ বৃদ্ধির এক যোগ। নিশ্চিত দূর ভ্রমণ হতে পারে প্রতিবেশী দ্বারা সম্মান প্রাপ্তি। বিদ্যার্থীদের অতীব শুভ। ভগবান শ্রী বিষ্ণুর চরণে ১০৮ তুলসী পত্র প্রদান করুন।

**তুলা রাশি :** প্রেমে সফলতা নিশ্চিত। পরিবারে শান্তির বাতাবরণ। পিতা-মাতাকে প্রণাম করে বাড়ি থেকে বেরোন। আজ কর্মে শুভ যোগাযোগ। ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ আপনাকে যে ভুল বুঝেছিল, তা নিজে থেকেই শুধরে নেবেন। আজ ব্যবসা-বাণিজ্য, অর্থবৃদ্ধির সম্ভাবনা। বিদ্যার্থীদের শুভ। তবে প্রতিবেশী থেকে সতর্ক থাকা ভালো। । দেব দেব মহাদেবের শিবলিঙ্গের উপর মধু দুগ্ধ ঘৃত শর্করা দধি এই পঞ্চামৃত নিবেদন করুন। শুভ হবে।

**বৃশ্চিক রাশি :** S/G নামের মানুষের থেকে সাবধানে থাকা উচিত। আজ খুব ছোট বিষয়কে কেন্দ্র করে বান্ধব এবং পরিবারে তর্ক-বিতর্ক। যানবাহন নিয়ে বিপদ বাড়বে। নৌ ভ্রমণ জল ভ্রমণ না করা ভালো। প্রতিবেশীর সাথে বিবাদ এর সম্ভাবনা প্রবল। জমি বাড়ি বাস্তুকে কেন্দ্র করে বিবাদ। প্রবীণ নাগরিক যিনি আপনাকে উপদেশ দেন। তার কথা অমান্য করা শুভ নয়। আজ ভগবান শ্রীবিষ্ণুর চরণে ১০৮ তুলসী পত্র প্রদানে মহাসুখ।

**ধনু রাশি :** K/R নামের মানুষের থেকে সাবধানে থাকা উচিত। আজকের দিনটা সতর্ক থাকতে হবে, দুপুর ১২ টা পর্যন্ত গ্রহ সংস্থান আপনার পক্ষে থাকবে। দুপুর ১ টার পরে দুর্বল গ্রহ যুগে বিবাদ বিতর্কের সম্ভাবনা প্রবল ফ্ল্যোটে বাড়িতে বাস্তুতে যেখানে থাকেন তার আশেপাশে, গুপ্ত শত্রু আজ মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে পারে। বিদ্যার্থীদের জন্য অশুভ। ব্যবসায়ীদের ধৈর্য ধরতে হবে।। ২১ টি প্রদীপ জ্বালিয়ে দিন, বাড়ির গৃহ মন্দিরে।

**মকর রাশি :** প্রবীণ মানুষের সহযোগিতায় নতুন বাণিজ্যের পথ পাওয়া যাবে। A/K নামের মানুষের থেকে সাবধানে থাকা উচিত। যারা সোশ্যাল মিডিয়ায় কাজ করেন, তাদের শুভ বৃদ্ধি হবে। যারা কুটির শিল্প বা বাড়িতে কোন রকম কাজকর্মে আছেন, যেখানে লোহা আছে, অর্থ প্রাপ্তির সম্ভাবনা। বিদ্যার্থীদের একপ্রকার। প্রেমিক যুগলের জন্য অত্যন্ত শুভ দিন। আজ বুদ্ধ পূর্ণিমা। দেব-দেব মহাদেবের চরণে ১০৮ বিশ্ব পত্র প্রদানে মহাসুখ প্রাপ্তি।

**কুম্ভ রাশি :** শুভ দিন। বিবাদ বিতর্কের সম্ভাবনা নেই। অর্থ প্রাপ্তির সম্ভাবনা প্রবল। P/T নামের মানুষের থেকে সাবধানে থাকা উচিত।বাণিজ্যে লাভ প্রাপ্তি। সম্মান প্রাপ্তির যোগ। এক প্রভাবশালী মানুষের দ্বারা বিশেষ সহযোগিতা প্রাপ্ত করা যাবে। গৃহ মন্দিরে নটি প্রদীপ জালুন। শুভ হবে।

**মীন রাশি :** ভয়-ভীতি যোগ রয়েছে গ্রহ সংস্থানে। মনের মধ্যে অহেতুক ভয় আসবে। D/G নামের মানুষের থেকে বিপদ।মানসিকভাবে দুর্বলতা দেখা যাবে। গৃহ মন্দিরে একুশ টি প্রদীপ প্রজ্বলন করুন শুভ হবে। বিদ্যার্থীদের জন্য দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি। যানবাহন নিয়ে বিশেষ বিবাদ বিতর্ক। সতর্ক থাকা ভালো।

### নাম -পদবী পরিবর্তন

গত 28/07/2026 তারিখে জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী, কোর্টে 18225 নং এফিডেভিট বলে আমি Mohammad Mostakin Shaikh S/o. Shaikh Abbas Ali (old name) R/o. Balighara, P.O. Bhandarhati, P.S. Dhaniakhali, Hooghly-712301, W.B., ঘোষণা করিয়াছি যে, আমি Mohammad Mostakin Shaikh S/o. Shaikh Abbas Ali নাম পরিবর্তন করিয়া সর্বত্র Sk Md Mostakin, S/o. Sk Abbas Ali (new name) নামে পরিচিত হইয়াছি। আমি Sk Md Mostakin, S/o. Sk Abbas Ali & Mohammad Mostakin Shaikh S/o. Shaikh Abbas Ali সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

আমি Sahil Ali, S/o. Abbas Ali, Vill Aima, P.O. Dabra, P.S. Pandua, Dist. Hooghly, Pin 712152, W.B., ফার্স্ট ক্লাস জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী আদালতে ১৮৪৪৫ নং এফিডেভিট বলে ২৯/০৭/২০২৬ তারিখে ঘোষণা করিয়াছি যে, আমি Sahil Ali and Sahil Abbas Ali সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

আমি Sekh Mohammad Samim, S/o. Sekh Mohammad Amin, Vill Paira, P.O. Hatni, P.S. Pandua, Dist. Hooghly, Pin 712134, W.B., ফার্স্ট ক্লাস জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী আদালতে ১৮৪৪৬ নং এফিডেভিট বলে ২৯/০৭/২০২৬ তারিখে ঘোষণা করিয়াছি যে, আমি Sekh Mohammad Samim and Md Samim সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

আমি Shikha Moulik, W/o. Ashok Moulick, Vill Bantika, P.O. Boinchi, P.S. Pandua, Dist. Hooghly, Pin 712134, W.B., ফার্স্ট ক্লাস জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী আদালতে ১৮৪৪৭ নং এফিডেভিট বলে ২৯/০৭/২০২৬ তারিখে ঘোষণা করিয়াছি যে, আমি Shikha Moulik and Shikha Moulick সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

গত 28.07.2026, S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে 13114 নং এফিডেভিট বলে আমি Charanlal Mahto S/o. Magru Mahto ও Charan Lal Mahato S/o. Mangru Mahato ও Charanlal Mahato S/o. Mangaru Mahato সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

গত 23/06/2026, জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, চন্দননগর, হুগলী, কোর্টে 5396 নং এফিডেভিড বলে আমি Swapan Das S/o. Kalipada Das ও Swapan Kumar Das S/o. Lt. K. P. Das সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

গত 15/07/2026, S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে 27 নং এফিডেভিট বলে আমি Sk Mofijul Rahaman ও Sk Mafijul Rahaman S/o. Lt. Sk Abdul Kayum সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

গত 08/07/2026, S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে 232 নং এফিডেভিট বলে আমি Sheikh Najir Mondal S/o. Sk Golam Kader Mondal ও Sk Nazir Mondal S/o. G. K. Mondal, Sheikh Golam Kader Mondal সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

গত 09/06/2026, S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে 9539 নং এফিডেভিট বলে আমি Niranjan Ghosh S/o. Jotish Ghosh ও Niranjan Kr Ghosh S/o. Lt J Ghosh সাং পাটুলিগ্রাম, বলাগড়, হুগলী সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

### বিজ্ঞপ্তি

**জেলা- নদীয়া, মোকাম নবদ্বীপের সিভিল জজ (জুঃ ডিঃ) ডিস্ট্রিক্ট ডেলিগেট আদালত**
**Misc. Succession certificate case no. 05/2025**

**দরখাস্তকারী : রেনুকা রায়,** স্বামী- মৃত মাধব রায় সাং- চরমাজদিয়া চরব্রহ্মনগর, পোঃ- চরব্রহ্মনগর, থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া, পিন-৭৪১৩০১। এতদ্বারা সকলকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, দরখাস্তকারী মাননীয় আদালতে মিঠু রায়, পিতা- স্বর্গীয় মাধব রায়, সাং- চরমাজদিয়া, পোঃ- চরব্রহ্মনগর, থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া, কর্তৃক নিম্ন তপশীল বর্ণিত সম্পত্তি লইয়া সাকসেশন পাইবার জন্য অত্র মোকর্দ্দমা দায়ের করিয়াছেন। কাহারো কোনো আপত্তি থাকিলে এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ হইতে ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে আদালতে তাহাদের বক্তব্য পেশ করিবেন অন্যথায় আইন মোতাবেক আদেশ হইবে। **তপশীল** ১) পোস্টাল সেভিংস অ্যাকাউন্ট নং- ৪৮৮৬৮ ১৬৪১০, মূল্য- ১,৩১,৩৭৮/- তৎসহ সুদ। ২) ১০ বৎসরের ন্যাশনাল সেভিংস সার্টিফিকেট মূল্য ১০,০০০/- টাকা, অ্যাকাউন্ট নং-০২ এন.এ. ৫০৯৮২০, ৩) ১০ বৎসরের ন্যাশনাল সেভিংস সার্টিফিকেট মূল্য ১০,০০০/- টাকা, অ্যাকাউন্ট নং-০২ এন.এ. ৫০৯৮২১, ৪) ১০ বৎসরের ন্যাশনাল সেভিংস সার্টিফিকেট মূল্য ১০,০০০/- টাকা, অ্যাকাউন্ট নং-০২ এন.এ. ৫০৯৮২২, ৫) ১০ বৎসরের ন্যাশনাল সেভিংস সার্টিফিকেট মূল্য ১০,০০০/- টাকা, অ্যাকাউন্ট নং- ০২ এন.এ. ৫০৯৮২৩, ৬) ১০ বৎসরের ন্যাশনাল সেভিংস সার্টিফিকেট মূল্য ১০,০০০/- টাকা, অ্যাকাউন্ট নং- ০২ এন.এ. ৫০৯৮২৪,

**আদালতের আদেশানুসারে**
**রাজনারায়ণ ব্যানার্জ্জী**
**সেরেস্তাদার, নবদ্বীপ কোর্ট**

### আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

আমার মক্কেল **শ্রী হরিপ্রিয় দাস ব্রহ্মচারী**, পিতা- স্বর্গীয় ভক্তিবেদান্ত বামন গোস্বামী মহারাজ, সাং- দেয়ারাপাড়া রোড, পোঃ ও থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া, পিন- ৭৪১৩০২, গত ইং ০২/০৭/২০২৬ তারিখে নদীয়া ডি.এস.আর. অফিস হইতে রেজিষ্ট্রীকৃত ৬৩৮১/২০০৬ নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে **শ্রী জগন্নাথ দাস**, পিতা- মৃত হরিপদ দাস, এর নিকট হইতে ১১.৪৬ শতক সম্পত্তি খরিদ করিয়া মালিক ও ভোগদখলীকার হয়েন, যাহা ১৭নং গাদিগাছা মৌজার অন্তর্গত এল. আর. ৭৯১৭ নং খতিয়ানে লিপিবদ্ধকৃত আর.এস. ও এল.আর. ১/১৪৯৩ নং দাগস্থ ৮.০৫ শতক বাড়ী বর্তমানে ভিটি সম্পত্তি এবং একই মৌজাস্থিত একই খতিয়ানে লিপিবদ্ধকৃক্ত আর.এস. ও এল.আর. ১/১৮০৫ নং দাগস্থ ৩.৪১ শতক বাড়ী বর্তমানে ভিটি, একুনে ১১.৪৬ শতক সম্পত্তি। উক্ত সম্পত্তির পূর্বতন মালিক ও দখলীকার ছিলেন **অন্নপূর্ণা দাস,** দীং মহাশয়া। তিনি উক্ত সম্পত্তি উত্তম স্বত্বে ভোগদখলে বিদ্যমান থাকাকালে বিগত ইং ০৪/০৫/২০১৭ তারিখে এ.ডি.এস.আর. নবদ্বীপ অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত ৯৮৪ নং কোবালা দলিল মূলে **শ্রী জগন্নাথ দাস** এর বরাবর সাফ বিক্রয় করিয়া দেন। অতঃপর তিনি উক্ত সম্পত্তির মালিক ও স্বত্ত্ববান হইয়া বর্তমান এল. আর. সেটেলমেন্টে ৭৯১৭ নং খতিয়ানে নাম পত্তন পূর্বক ভোগদখলে বিদ্যমান থাকাকালে কৃষ্ণনগর ডি.এস.আর. অফিসের ০১নং বহির ৫৩৯৮ নং রেজিষ্ট্রীকৃক্ত আমমোক্তার নামা দলিল বলে **শ্রী পিন্টু দেবনাথ,** পিতা- যোগেন্দ্র দেবনাথ এবং **শ্রী উত্তম দেবনাথ,** পিতা- স্বর্গীয় সুকুমার দেবনাথ, এর বরাবর ক্ষমতা প্রদান করেন। অতঃপর উক্ত **শ্রী পিন্টু দেবনাথ,** পিতা- যোগেন্দ্র দেবনাথ এবং **শ্রী উত্তম দেবনাথ,** পিতা- স্বর্গীয় সুকুমার দেবনাথ, মহাশয়দ্বয় উক্ত আমমোক্তারনামা দলিল বলে বিগত ইং ০২/০৭/২০২৬ তারিখে নবদ্বীপ সাব-রেজিষ্ট্রী অফিস হইতে রেজিষ্ট্রীকৃত ৬৩৮১/২৬ নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে ১১.৪৬ শতক সম্পত্তি আমার মক্কেল **শ্রী হরিপ্রিয় দাস ব্রহ্মচারী,** পিতা- স্বর্গীয় ভক্তিবেদান্ত বামন গোস্বামী মহারাজ, সাং- দেয়ারাপাড়া রোড, পোঃ ও থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া, পিন- ৭৪১৩০২, বরাবর সাফ বিক্রয় করিয়া দেন। বর্তমানে আমার মক্কেল উক্ত ১১.৪৬ শতক সম্পত্তির নাম পত্তনের জন্য আবেদন করিয়াছেন। উক্ত আমমোক্তার নামা'র বিরুদ্ধে যদি কাহারো কোন আপত্তি থাকে, তাহা হইলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের দিন হইতে ৩০ ত্রিশ দিনের মধ্যে নবদ্বীপ বি.এল.এ্যান্ড.এল.আর. অফিসে আপত্তি জানাইবেন। ধন্যবাদান্তে ,

**Sujata Biswas, Advocate**
তাং:- 30/07/2026 Nabadwip Court

### আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

আমার মক্কেল **শ্রীমতি পূজা সরদার,** স্বামী- দিলীপ কুমার সরদার, সাং- আনন্দপুর বকুলতলা, পোঃ মায়াহাউড়ী, থানা- জয়নগর, হাল বকুলতলা, জেলা- দক্ষিণ ২৪ পরগণা, পিন- ৭৪৩৩৩৭, গত ইং ০৫/০৬/২০২৩ তারিখে নবদ্বীপ এ.ডি.এস.আর. অফিস হইতে রেজিষ্ট্রিকৃত ১৩০৭/২০২৩ নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে **(১) শ্রী সুব্রত** গড়াং, পিতা- রাধারমণ গড়াং ও **(২) শ্রী মিন্টু মালাকার,** পিতা- মাখন মালাকার, এর নিকট হইতে ৫.৭৭৫ শতক সম্পত্তি খরিদ করিয়া মালিক ও ভোগদখলীকার হয়েন, যাহা ২২নং ব্রহ্মনগর মৌজার অন্তর্গত সাবেক এল.আর. ৬৬৯, হাল এল.আর. ১৩০০ নং খতিয়ানে লিপিবদ্ধকৃত আর.এস. ও এল.আর. ৮১/৩৯১ নং দাগস্থ ৩.৩০ শতক আউশ বর্তমানে বাড়ী সম্পত্তি এবং একই মৌজাস্থিত এল.আর. ৬৬৯ নং খতিয়ানে লিপিবদ্ধকৃত আর.এস. ও এল.আর. ৮১/৩৯১ নং দাগস্থ ২.৪৭৫ শতক আউশ বর্তমানে বাড়ী সম্পত্তি। উক্ত দাগের ৩৬ শতক সম্পত্তির পূর্বতন মালিক ও দখলীকার ছিলেন **শ্যাম সুন্দর মজুমদার,** পিতা- স্বর্গীয় কালিপদ মজুমদার মহাশয়। তিনি উক্ত সম্পত্তি বিগত ইং ২০০১ সালে ডি.এস.আর. নদীয়া অফিস হইতে রেজিষ্ট্রিকৃত ৮২৬ নং দানপত্র দলিল মুলে তাহার পিতা কালিপদ মজুমদারের নিকট হইতে দানসূত্রে প্রাপ্ত হইয়া উত্তম স্বত্বে ভোগদখলে বিদ্যমান থাকাকালে বিগত ইং ০৫/০২/২০১৮ তারিখে নবদ্বীপ এ.ডি.এস.আর. অফিসের বুক নং ০৪, ভলিউম নং ১৩১৫-২০১৮, পৃষ্ঠা ১৪-২৬নং পাতায় লিপিবদ্ধকৃত ০২/২০১৮ নং রেজিষ্ট্রিকৃত আমমোক্তার নামা দলিল বলে শ্রী অমিত রায়, পিতা- মৃত বিষ্ণুপদ রায়, মহাশয়কে ক্ষমতা প্রদান করেন। অতঃপর উক্ত **শ্রী অমিত রায়,** পিতা- মৃত বিষ্ণুপদ রায়, মহাশয় উক্ত আমমোক্তারনামা দলিল বলে বিগত ইং ২৫/০৯/২০১৮ তারিখে নদীয়া ডি.এস.আর. অফিস হইতে রেজিষ্ট্রিকৃত ৭০৮২/১৮ নং বিক্রয় কোবালা দলিল মুলে ২.৪৭৫ শতক সম্পত্তি **শ্রী দেবাশীষ রায়,** পিতা- শ্রী সুশীল রায় এর বরাবর সাফ বিক্রয় করিয়া দেন। অতঃপর **শ্রী দেবাশীষ রায়,** পিতা- শ্রী সুশীল রায়, মহাশয় উক্তরূপ ভাবে খরিদা সূত্রে প্রাপ্ত সম্পত্তির একায়েক মালিক ও স্বত্বান হইয়া উত্তম স্বত্বে ভোগদখলে বিদ্যমান থাকাকালে বিগত ইং ০৭/০১/২০২২ তারিখে নবদ্বীপ এ.ডি.এস.আর. অফিস হইতে রেজিষ্ট্রিকৃত ০৩/২০২২ নং আমমোক্তার নামা দলিল মূলে শ্রী যতীন দেবনাথ, পিতা- মৃত যোগেশ দেবনাথ, এর বরাবর ক্ষমতা প্রদান করেন। অতঃপর উক্ত **শ্রী যতীন দেবনাথ,** পিতা-মৃত যোগেশ দেবনাথ, উক্ত আমমোক্তারনামা দলিল বলে ২.৪৭৫ শতক সম্পত্তি বিগত ইং ০৪/০৪/২০২২ তারিখে নবদ্বীপ এ.ডি.এস.আর. অফিস হইতে রেজিষ্ট্রিকৃত ১১৯৩/২০২২ নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে **শ্রী মিন্টু মালাকার,** পিতা- স্বর্গীয় মাখন মালাকার এর বরাবর সাফ বিক্রয় করিয়া দেন। পরবর্তীতে উক্ত **(১) শ্রী সুব্রত গড়াং,** পিতা- রাধারমণ গড়াং ও **(২) শ্রী মিন্টু মালাকার,** পিতা- মাখন মালাকার, ২২নং ব্রহ্মনগর মৌজার অন্তর্গত সাবেক এল.আর. ৬৬৯, হাল এল.আর. ১৩০০ নং খতিয়ানে লিপিবদ্ধকৃত আর.এস. ও এল.আর. ৮১/৩৯১ নং দাগস্থ ৩.৩০ শতক আউশ বর্তমানে বাড়ী সম্পত্তি এবং একই মৌজাস্থিত এল.আর. ৬৬৯ নং খতিয়ানে লিপিবদ্ধকৃত আর.এস. ও এল.আর. ৮১/৩৯১ নং দাগস্থ ২.৪৭৫ শতক আউশ বর্তমানে বাড়ী সম্পত্তি, একুনে ৫.৭৭৫ শতক সম্পত্তি বিগত ইং ০৫/০৬/২০২৩ তারিখে নবদ্বীপ এ.ডি.এস.আর. অফিস হইতে রেজিষ্ট্রিকৃত ১৩০৭/২০২৩ নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে আমার মক্কেলের বরাবর বিক্রয় করিয়া দেন। বর্তমানে আমার মক্কেল উক্ত ৫.৭৭৫ শতক সম্পত্তির নাম পত্তনের জন্য আবেদন করিয়াছেন। উক্ত আমমোক্তার নামা'র বিরুদ্ধে যদি কাহারো কোন আপত্তি থাকে, তাহা হইলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের দিন হইতে ৩০ ত্রিশ দিনের মধ্যে নবদ্বীপ বি.এল.এ্যান্ড.এল.আর. অফিসে আপত্তি জানাইবেন।

ধন্যবাদান্তে , **Sujata Biswas, Advocate**
তাং:- 30/07/2026 Nabadwip Court

### বিজ্ঞপ্তি

**আমি অনিল অধিকারী, পিতা- মৃত শুকলাল অধিকারী, সাং ও পোঃ বরনবেড়িয়া, থানা- ধানতলা, জেলা- নদীয়া এই মর্মে জানাইতেছি যে, আমার পিতা- মৃত শুকলাল অধিকারীর চার পুত্র যথাক্রমে (১) অনিল অধিকারী, (২) কালীপদ অধিকারী, (৩) সুনীল অধিকারী ও (৪) সুবল অধিকারী। আমি অনিল অধিকারী আমার দুই পুত্র যথাক্রমে (১) দেবনাথ অধিকারী ও (২) নির্মল অধিকারী যাহা গত ইংরাজী ০৭-০৭-২০২৬ তারিখের রানাঘাট ১ম শ্রেণী জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটের ২৫৯৫৩ নং এফিডেভিট দ্বারা প্রমাণিত।**

## শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

**উত্তর ২৪ পরগনা**

**অ্যাড কানেক্সন**
**সন্তোষ কুমার সিং**
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা, **ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১**
ইমেইল- **adconnexon@gmail.com**

**এ.এন. বিজ্ঞাপন গ্রহনকেন্দ্র**
**সেখ আজাহার উদ্দিন,** বারাসাত, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০১২৪, **মোঃ- ৯৭৩৩৬৫২৬৩৬**

**হুগলি**

**মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার,**
**সর্বাণী চ্যাটার্জি,** ঠিকানা কোর্টের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, **মোঃ ৯৪৩৩১৬৮৯১৮।**

**জিৎ অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি,**
**প্রসেনজিৎ সামন্ত,** ঠিকানা- দলুইগাছা, সিঙ্গুর, বন্ধন ব্যাঙ্কের পাশে, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, **মোঃ ৯৮৩১৬৯৯২৪৪**

**নদিয়া**

**টাইপ কর্ণার,**
**নিরঞ্জন পাল,** ঠিকানা : কালেক্টরি মোড়, এসপি বাংলোর বিপরীতে, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেলাঃ নদিয়া, পিন: ৭৪১১০১, **মোঃ ৯৪৭৪৩৩৪৯৭৮**

**রাজ টেলিকম,**
**অমিতাভ বিশ্বাস,** ঠিকানা: করিমপুর, জেলা নদিয়া, **মোঃ ৯৪৩৪৪২০৬৮৬/ ৯০৯৩৬৮৮৫৩০।**

**সুজয়া উদ্যোগ সমূহ,**
**শ্রীধর অঙ্গন,** বাজার রোড, নবদ্বীপ, নদিয়া-৭৪১৩২, **মোঃ ৯৩৩৩২২০৬৫৯।**

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

# প্রথম দিনেই নবান্নের হেল্পলাইনে প্রায় ২ হাজার অভিযোগ

## অন্নপূর্ণা ভাণ্ডার নিয়েও একাধিক ফোন

**নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা:** রাজ্যে দুর্নীতি, কাটমানি, সিন্ডিকেট রাজ, বেআইনি টোল আদায় ও অবৈধ মদের বিরুদ্ধে অভিযোগ জানানোর জন্য চালু হওয়া রাজ্য সরকারের টোল-ফ্রি হেল্পলাইনে প্রথম দিনেই ব্যাপক সাড়া মিলল। নবান্ন সূত্রে খবর, পরিষেবা চালুর প্রথম দিনেই প্রায় ২ হাজার অভিযোগ জমা পড়েছে। শুধু দুর্নীতি নয়, অন্নপূর্ণা ভাণ্ডার, ভাতা, জমি-বাড়ি, রাস্তার অবস্থা, নিকাশি ব্যবস্থা ও জল জমার মতো বিভিন্ন বিষয়েও বহু মানুষ ফোন করেছেন।

রাজ্য সরকার সম্প্রতি চারটি পৃথক টোল-ফ্রি নম্বর চালু করেছে। নির্দিষ্ট বিষয়ভিত্তিক অভিযোগ গ্রহণের জন্যই এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। কাটমানির অভিযোগ জানাতে ১৫৫৩৩৪, সিন্ডিকেট সংক্রান্ত অভিযোগের জন্য ১৫৫৩৩৫, বেআইনি টোল আদায়ের জন্য ১৫৫৩৩৭ এবং অবৈধ মদের বিরুদ্ধে অভিযোগ জানাতে ১৫৫৩৩৯ নম্বর চালু করা হয়েছে।

সরকারি সূত্রের দাবি, এই হেল্পলাইনের মাধ্যমে মূলত কাটমানি, বালি-পাথর-সিমেন্টের সিন্ডিকেট, বেআইনি টোল আদায় এবং অবৈধ মদের কারবার সংক্রান্ত অভিযোগকে অগ্রাধিকার দিয়ে দেখা হবে। তবে সাধারণ মানুষের অন্যান্য সমস্যার অভিযোগও নথিভুক্ত করা হচ্ছে। এই প্রসঙ্গে রাজ্যের মুখ্যসচিব মনোজ আগরওয়াল জানিয়েছেন, প্রত্যেকটি ফোন কল রেকর্ড করা হবে। প্রয়োজন হলে ভবিষ্যতে সেই রেকর্ডিং ব্যবহার করা হতে পারে। প্রতিটি অভিযোগ পুলিশ আধিকারিকরা আলাদাভাবে খতিয়ে দেখে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবেন। তিনি আরও স্পষ্ট করে বলেন, হেল্পলাইনের অপব্যবহার করা হলে বা কেউ ইচ্ছাকৃতভাবে ভুল তথ্য দিলে তার বিরুদ্ধেও ব্যবস্থা নেওয়া হবে। সরকারি ঘোষণা অনুযায়ী, প্রতিদিন সকাল ৮টা থেকে রাত ১০টা পর্যন্ত এই টোল-ফ্রি নম্বরগুলিতে অভিযোগ জানানো যাবে। নবান্নের আশা, এই ব্যবস্থার মাধ্যমে দুর্নীতির অভিযোগ দ্রুত চিহ্নিত করে প্রশাসনিক পদক্ষেপ নেওয়া আরও সহজ হবে।

# কয়লা পাচার মামলায় বড় সাফল্য ইডির

**নিজস্ব প্রতিবেদন, ধানবাদ:** ধানবাদে কয়লা পাচার মামলায় বড় সাফল্য পেল কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট। বেআইনি কয়লা পাচার এবং কালো টাকা কারবারের অভিযোগে ধানবাদের ৩১টি জায়গায় অভিযান চালায় কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। ইডি সূত্রে খবর, এই অভিযানে প্রায় ৫০০ কোটির সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। উদ্ধার হয়েছে কোটি কোটি টাকার নগদ। কয়লা পাচার মামলায় এটিই এ যাবৎকালে সবচেয়ে বড় তল্লাশি ইডির। তদন্ত এগোচ্ছে যে, এই চক্রের সঙ্গে আরও কারা জড়িত এবং উদ্ধার হওয়া সম্পত্তির উৎস কী, তা খতিয়ে দেখছে ইডি।

পাশাপাশি ইডি সূত্রে এও জানানো হয়েছে, ঝাড়খণ্ড ও পুলিশের দায়ের করা একাধিক এফআইআর এবং চার্জশিটের ভিত্তিতে কয়লা পাচার মামলায় আর্থিক দুর্নীতির তদন্ত শুরু করে ইডি। অর্থ তছরুপ প্রতিরোধ আইন, ২০০২-এর আওতায় অনিল গোয়েল, এলবি সিং, হরেন্দ্র চৌহান এবং তাদের ঘনিষ্ঠ সহযোগী ও পরিচালক গণেশ যাদব, পাপ্পু মন্ডল, রোহিত যাদব ও মাধো সিং সহ একাধিক ব্যক্তির আবাসন ও সংস্থায় এই অভিযান চালানো হয়েছে।

তদন্তে জানা গিয়েছে, বেআইনিভাবে কয়লা তুলে এবং তা পাচার করে বিপুল পরিমাণ কালো টাকা সংগ্রহ করেছেন অভিযুক্তরা। অভিযোগ, সেই টাকা বিভিন্ন ভুয়ো সংস্থার মাধ্যমে ঘুরিয়ে সাদা করার চেষ্টা করা হয়েছিল এবং পরবর্তীতে তা দিয়ে স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি কেনা হয়। তল্লাশিতে ইডি ব্যাপক সাফল্য পেয়েছে। অভিযানের সময় এক অভিযুক্তের প্রায় ১৬০ কোটি টাকার মিউচুয়াল ফান্ড বিনিয়োগ বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। পাশাপাশি নগদ ১.০২ কোটি টাকা উদ্ধার করেছেন আধিকারিকেরা। তল্লাশিতে ২০০টিরও বেশি সন্দেহভাজন স্থাবর সম্পত্তির দলিল, একাধিক ডিজিটাল ডিভাইস এবং হিসাবের খাতা সহ গুরুত্বপূর্ণ বেআইনি নথি উদ্ধার করা হয়েছে বলেও জানান ইডির আধিকারিকেরা।

এই প্রসঙ্গে বলে রাখা শ্রেয়, এর আগে, নভেম্বর ২০২৫-এও এই চক্রের সঙ্গে জড়িত অনিল গোয়েল ও এলবি সিংয়ের ডেরায় তল্লাশি চালিয়েছিল ইডি। এই কয়লা কেলেঙ্কারির শিকড় কতদূর বিস্তৃত, তা জানতে তদন্ত প্রক্রিয়া আরও জোরদার করা হয়েছে।

# ১৭ বছরের অপেক্ষার পর পিঙ্ক লাইনে সমীক্ষার দায়িত্ব আইআইটি খড়গপুরের হাতে

**নিজস্ব প্রতিবেদন, খড়গপুর:** দীর্ঘদিন ধরে কার্যত স্থবির হয়ে থাকা কলকাতা মেট্রোর পিঙ্ক লাইন প্রকল্পে ফের গতি আনার উদ্যোগ শুরু হয়েছে। এর মধ্যে বরানগর থেকে ব্যারাকপুর পর্যন্ত প্রস্তাবিত এই মেট্রো করিডরের জন্য দরপত্র প্রকাশ করা হয়েছে। প্রাথমিক সমীক্ষার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে আইআইটি খড়গপুরকে। মেট্রোর পরিকল্পনা অনুযায়ী, সব কিছু ঠিক থাকলে সাড়ে তিন বছরের মধ্যে নির্মাণকাজ শেষ করার লক্ষ্য নেওয়া হয়েছে। এই প্রকল্প ২০০৯ সালে কেন্দ্রীয় অনুমোদন পেলেও নানা প্রযুক্তিগত জটিলতায় প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হয়নি। তবে প্রকল্প বাতিলও করা হয়নি। প্রতি বছর বাজেটে বরাদ্দ রেখে সেটিকে কার্যকর অবস্থায় রাখা হয়েছিল। সাম্প্রতিক রাজ্যের প্রশাসনিক উদ্যোগে সেই প্রতিশ্রুতি পরিকল্পনা আবার বাস্তব রূপ পাওয়ার পথে এগোতে শুরু করেছে। এই প্রকল্পে সবচেয়ে বড় বাধা ছিল বিটি রোডের নীচে থাকা শহরের প্রধান জল সরবরাহ ব্যবস্থা। একাধিক বৃহৎ ব্যাসের পাইপলাইনের মাধ্যমে প্রতিদিন বিপুল পরিমাণ জল টালা ট্যাঙ্কে পৌঁছয়। সেই পরিকাঠামো অক্ষত রেখেই মেট্রো নির্মাণ কীভাবে সম্ভব হবে, সেটাই ছিল মূল চ্যালেঞ্জ। যদিও এই রুটে বিকল্প হিসেবে কল্যাণী এক্সপ্রেসওয়ে বরাবর রুট পরিবর্তনের প্রস্তাব উঠলেও তাতে প্রকল্পের দৈর্ঘ্য ও ব্যয়, দুই-ই বেড়ে যাওয়ার আশঙ্কা ছিল।

এই পরিস্থিতিতে সম্প্রতি রেল বিকাশ নিগম লিমিটেড (আরভিএনএল) নতুন সমাধানের প্রস্তাব দেয়। এই প্রকল্পে মাইক্রো-টানেলিং প্রযুক্তি ব্যবহার করে নতুন জলবাহী পাইপলাইন বসানোর পরিকল্পনা করা হয়েছে। এছাড়াও দ্বিতীয় ধাপে পুরনো ব্যবস্থার সঙ্গে নতুন লাইন যুক্ত করে জল সরবরাহ সচল রাখার পাশাপাশি মেট্রো নির্মাণের পথও প্রশস্ত করার চেষ্টা হবে।

এই প্রকল্পটি দু'টি ধাপে বাস্তবায়নের পরিকল্পনা রয়েছে। প্রথম পর্যায়ে বরানগর থেকে সোদপুর পর্যন্ত এবং দ্বিতীয় পর্যায়ে সোদপুর থেকে ব্যারাকপুর অংশের কাজ সম্পন্ন করার লক্ষ্য নেওয়া হয়েছে। এই ক্ষেত্রে পরিবহণ বিশেষজ্ঞদের একাংশের মতে, উত্তর শহরতলির দ্রুত জনসংখ্যা বৃদ্ধি এবং প্রতিদিনের যাতায়াতের চাপের কথা বিবেচনা করলে এই করিডর অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে ব্যারাকপুর শিল্পাঞ্চল, বরাহনগর এবং কলকাতার মধ্যে যোগাযোগ হবে দ্রুত ও নির্ভরযোগ্য হবে। একই সঙ্গে বিটি রোডের দীর্ঘদিনের যানজট সমস্যা কমাতেও এই মেট্রো উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিতে পারে।

# 'দুর্গা সুরক্ষা স্কোয়াড'-এর জন্য নতুন ইউনিফর্ম চালু

**নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা:** নারী নিরাপত্তাকে আরও দৃশ্যমান ও জনমুখী করতে 'দুর্গা সুরক্ষা স্কোয়াড'-এর জন্য নতুন ইউনিফর্ম চালু করতে চলেছে কলকাতা পুলিশ। গোলাপি ও কমলা রঙের এই বিশেষ ইউনিফর্মে ফুটে উঠবে মা দুর্গার খড়্গ, ত্রিশূল ও ত্রিনয়নের প্রতীক। লালবাজারের দাবি, নতুন এই পোশাকের মাধ্যমে একদিকে যেমন শক্তির প্রতীক তুলে ধরা হবে, অন্যদিকে সাধারণ মানুষের প্রতি সহমর্মিতা ও নারীদের নিরাপত্তার বার্তাও পৌঁছে দেওয়া হবে।

নতুন ইউনিফর্মের প্রধান রং গোলাপি ও কমলা। ইউনিফর্মের সামনের অংশে থাকবে ত্রিশূলের নকশা এবং পিছনের বড় অক্ষরে লেখা থাকবে 'দুর্গা সুরক্ষা স্কোয়াড'। এর সঙ্গে থাকবে বিশেষ গোলাপি-কমলা রঙের ওয়েস্টকোট এবং গোলাপি রঙের হেলমেট। হেলমেটে থাকবে উন্নত সুরক্ষা ব্যবস্থা, ফ্ল্যাশ- রেজিস্ট্যান্ট ভিজর, পর্যাপ্ত বায়ু চলাচলের সুবিধা এবং কলকাতা পুলিশের লোগো। লালবাজারের তরফে জানান হয়েছে যে, গোলাপি রং সহানুভূতি প্রতীক, আর কমলা রং শক্তির প্রতীক। অর্থাৎ এই ইউনিফর্ম একদিকে যেমন সাধারণ মানুষের পাশে থাকার বার্তা দেবে, তেমনই নারীদের বিরুদ্ধে অপরাধের ক্ষেত্রে কঠোর পদক্ষেপ নেওয়ার প্রতিশ্রুতিও তুলে ধরবে।

উল্লেখ্য, আগে 'উইনার্স' নামে পরিচিত মহিলা বাইক প্যাট্রোল ইউনিটের নাম পরিবর্তন করে 'দুর্গা সুরক্ষা

স্কোয়াড' করা হয়েছে। এই বাহিনী মূলত শহরে নারী ও শিশুদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা, উৎসব ও জনসমাগমের ক্ষেত্রে সাড়া দেওয়া এবং নারীদের বিরুদ্ধে অপরাধ প্রতিরোধের কাজ করছে। প্রথম পর্যায়ে ১১০টি নতুন ইউনিফর্ম তৈরির জন্য প্রায় ২.৭৫ লক্ষ টাকা এবং ৮০টি বিশেষ হেলমেট তৈরির জন্য প্রায় ১.০৮ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। এ সংক্রান্ত টেন্ডারও জারি করেছে কলকাতা পুলিশ।

# গোয়েঙ্কা স্বীকৃতি পুরস্কারের মনোনয়ন শুরু, সেপ্টেম্বরে রাজস্থানে স্বীকৃতি প্রদান

**কলকাতা:** নিজেদের সাত শতকের ঐতিহ্যকে নতুন প্রজন্মের সামনে তুলে ধরতে এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে কৃতী ব্যক্তিদের স্বীকৃতি দিতে গোয়েঙ্কা রিকগনিশন অ্যাওয়ার্ডস ২০২৬-এর প্রস্তুতি শুরু হল। বৃহস্পতিবার কলকাতার হিন্দুস্তান ক্লাবে আয়োজিত সাংবাদিক বৈঠকে আয়োজকদের তরফে জানানো হয়, এই উদ্যোগ শুধু সম্মান প্রদানের অনুষ্ঠান নয়, সমাজসেবা, শিল্প, শিক্ষা, প্রযুক্তি ও জনকল্যাণে গোয়েঙ্কা পরিবারের দীর্ঘ অবদানের ধারাবাহিকতাকেও তুলে ধরবে।

বৃহস্পতিবার ট্রাস্টের ম্যানেজিং ট্রাস্টি সুশীল গোয়েঙ্কা বলেন, সাতশো বছরের ঐতিহ্য আগামী প্রজন্মের কাছে পৌঁছে দেওয়াই আমাদের লক্ষ্য। পুরস্কার কমিটির চেয়ারম্যান সিও অরুণ গোয়েঙ্কা জানান, যোগ্য ব্যক্তিরা নিজে অথবা অন্যের মাধ্যমে ৩১ জুলাইয়ের মধ্যে অনলাইনে মনোনয়ন জমা দিতে পারবেন। এই বছরের মনোনয়ন যাচাই পর্ব শেষে আগস্টে বিজয়ীদের নাম ঘোষণা হবে। এই পর্বের পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠান ১০ সেপ্টেম্বর রাজস্থানের ফতেহপুরের গোয়েঙ্কা মন্দিরে। এদিন আয়োজকরা দাবি করেন, শুধু ঐতিহ্য নয়, বরং সমাজে ইতিবাচক অবদান রাখা মানুষদের সামনে আনার ক্ষেত্রেও এই উদ্যোগ বিশেষভাবে তাৎপর্যপূর্ণ।

একদিন

আমার শহর

কলকাতা ৩১ জুলাই ২০২৬, ১৪ শ্রাবণ ১৪৩৩ শুক্রবার

# দুই বছর পরও মেলেনি বিচার, জনতার দরবারে মুখ্যমন্ত্রীর দ্বারস্থ নির্যাতিতার মা

**নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা:** কৃষ্ণনগরে এক ছাত্রীর ধর্ষণ ও হত্যার ঘটনায় দুই বছর কেটে গেলেও বিচার না পাওয়ার অভিযোগ তুলে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর জনতার দরবারে হাজির হলেন নির্যাতিতার মা। বৃহস্পতিবার সমস্ত নথিপত্র নিয়ে তিনি মুখ্যমন্ত্রীর কাছে ন্যায়বিচারের আবেদন জানান। তার অভিযোগ, ২০২৪ সালের ১৬ অক্টোবর, লদীপুজোর পরের দিন কৃষ্ণনগর কোতোয়ালি এলাকায় ওই ছাত্রীর দেহ উদ্ধার হয়। মৃতের পরিবারের দাবি, মেয়েকে ধর্ষণের পর খুন করা হয়। যদিও তদন্তের শুরুতেই পুলিশ ঘটনাটিকে অন্য খাতে চালিত করার চেষ্টা করে। বৃহস্পতিবার নির্যাতিতার মায়ের অভিযোগ, প্রথমে পুলিশ খুনের ঘটনা বললেও পরে আচমকাই এটিকে আত্মহত্যা বলে দাবি করতে শুরু করে। আমরা বারবার ধর্ষণ ও খুনের অভিযোগ দায়ের করতে চাইলেও তা গ্রহণ করা হয়নি। পরে আইনজীবীর সাহায্যে অভিযোগ নথিভুক্ত করা সম্ভব হলেও তদন্তে কোনও অগ্রগতি হয়নি। তিনি আরও অভিযোগ করেন, তৎকালীন কৃষ্ণনগরের সাংসদ মহুয়া মৈত্র টাকার বিনিময়ে ঘটনাটি ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন। যদিও এই অভিযোগের বিষয়ে মহুয়া মৈত্রের কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।

এদিন নির্যাতিতার পরিবারের দাবি, ঘটনার সময় তৎকালীন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী তাঁদের বাড়িতে গিয়ে পাশে থাকার আশ্বাস দিয়েছিলেন। এখন তিনি মুখ্যমন্ত্রী হওয়ায় নতুন করে সুবিচারের আশা দেখছেন পরিবার। নির্যাতিতার মায়ের কথায়, মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে এখন শুভেন্দু অধিকারীর কাছে এসেছি। আমার বিশ্বাস, এবার আমার মেয়ের মৃত্যুর সঠিক তদন্ত হবে এবং আমরা বিচার পাব। উল্লেখ্য, মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার পর থেকেই সাধারণ মানুষের অভিযোগ ও সমস্যা সরাসরি শোনার জন্য নিয়মিত 'জনতার দরবার' কর্মসূচি চালু করেছেন শুভেন্দু অধিকারী। প্রতি সপ্তাহে নির্দিষ্ট দিনে সেখানে উপস্থিত হয়ে বিভিন্ন অভিযোগের শুনানি করেন তিনি।

# সেবাশ্রয় কর্মসূচিতে ব্যবহার হয়েছে কোটি কোটি টাকার সরকারি ওষুধ

**নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা:** সেবাশ্রয় কর্মসূচিতে ব্যবহার করা হয়েছে কোটি কোটি টাকার সরকারি ওষুধ। প্রাথমিক তদন্তে এমনটাই জানান তদন্তকারী আধিকারিকেরা আর এমন এক বিস্ফোরক তথ্য এসেছে সরকারি আধিকারিকদের কাছেও। সরকারি কর্মসূচি না হওয়া সত্ত্বেও কীভাবে সরকারি ওষুধের ব্যবহার হয়েছে, তা নিয়ে বিস্ময় প্রকাশ করতে দেখা গেছে স্বাস্থ্য দপ্তরের আধিকারিকদের। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে রাজ্য প্রশাসনের শীর্ষ পর্যায়ের আধিকারিকদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে কত টাকার সরকারি ওষুধের ব্যবহার হচ্ছে তা নিয়ে ইতিমধ্যেই আধিকারিকদের বিশ্লেষণ করার নির্দেশও দেওয়া হয়েছে। এদিকে সূত্রে খবর, সরকারি ওষুধের ব্যবহার করার অনুমোদন দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা প্রশাসনের তরফে কে দিল তাও ইতিমধ্যেই চিহ্নিতকরণের কাজ শেষ। সেইসব আধিকারিকদের বিরুদ্ধে এবার চূড়ান্ত শাস্তিমূলক পদক্ষেপ নেওয়ার পথেই হাঁটছে রাজ্য।

প্রসঙ্গত, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে সম্প্রতি ফের অভিযোগ দায়ের হয়েছে ডায়মন্ড হারবারে। করোনার সময় মানুষের কোভিড পরীক্ষার নামে ডায়মন্ড হারবারে অনিয়ম হয়েছে বলে অভিযোগ। বিজেপি নেতা অভিজিৎ দাস (ববি)-এর দাবি, সাংসদ অভিষেকের প্রত্যক্ষ নেতৃত্বে ওই কোভিড পরীক্ষার কর্মসূচি আয়োজিত হয়েছিল। এ নিয়ে দক্ষিণ ২৪ পরগনার বিষ্ণুপুর থানায় লিখিত অভিযোগ জানিয়েছেন তিনি। অভিযোগপত্রে বিজেপি নেতা লিখেছেন, ২০২২ সালের জানুয়ারিতে 'মেগা কোভিড-১৯ টেস্টিং ড্রাইভ'-এর পরিকল্পনা করা হয়েছিল। ওই কর্মসূচির জন্য জিনিসপত্র কেনাকাটা, সরকারি সম্পত্তির ব্যবহার-সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে পদ্ধতিগত এবং আর্থিক অনিয়মের ইঙ্গিত রয়েছে বলে মনে করছেন তিনি। পুলিশের কাছে অভিজিতের আর্জি, এই ঘটনায় এফআইআর রুজু করে তদন্ত শুরু করা হোক। এই প্রসঙ্গে বলে রাখা শ্রেয়, অভিষেকের তত্ত্বাবধানে ডায়মন্ড হারবারে সেবাশ্রয় স্বাস্থ্যশিবির ঘিরে আগেই বিস্তর অনিয়মের অভিযোগ উঠেছে। আর এই ঘটনায় থানাতেও অভিযোগ দায়ের হয়েছে। হয়েছে এফআইআরও। পাশাপাশি স্বাস্থ্য দপ্তরও অনুসন্ধান শুরু করেছে।

# রসায়ন প্রকল্পে বাংলার জন্য সিঙ্গুরে কেমিক্যাল পার্কের দাবি জানিয়ে মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি

**নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা:** কেন্দ্রের 'ভব্য রসায়ন' প্রকল্পের আওতায় পশ্চিমবঙ্গে একটি কেমিক্যাল পার্ক আনার দাবিতে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীকে চিঠি দিলেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি তথা রাজ্যসভার সাংসদ শমীক ভট্টাচার্য। ওই চিঠিতে তিনি দাবি করে লেখেন, এই সুযোগ হাতছাড়া হলে শিল্পায়নের দৌড়ে বাংলা পিছিয়ে পড়তে পারে। তাই দ্রুত উপযুক্ত জমি চিহ্নিত করে কেন্দ্রের কাছে রাজ্যের প্রস্তাব পাঠানোর উদ্যোগ নেওয়া উচিত।

ওই চিঠিতে শমীক ভট্টাচার্য আরও উল্লেখ করেন, ২৪ জুলাই ২০২৬ কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা ৩,০৩০ কোটি টাকার 'ভব্য রসায়ন' প্রকল্পে অনুমোদন দিয়েছে। এই প্রকল্পে সারা দেশে মাত্র তিনটি কেমিক্যাল পার্ক গড়ে তোলা হবে। প্রতিটি পার্কের জন্য কেন্দ্র সর্বাধিক ১,০০০ কোটি টাকা পর্যন্ত অনুদান দেবে। তবে রাজ্যকে অন্তত ৫০০ কোটি টাকা দিতে হবে এবং ন্যূনতম ২,০০০ একর একটানা, জটিলতামুক্ত জমি দিতে হবে।

চিঠিতে শমীক ভট্টাচার্যের দাবি, এটি পশ্চিমবঙ্গের সামনে একটি বিরল সুযোগ। এই প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে কেন্দ্র ও রাজ্যের যৌথ পরিকাঠামো বিনিয়োগের পাশাপাশি বিপুল বেসরকারি বিনিয়োগ, কর্মসংস্থান এবং রাসায়নিক শিল্পের বিস্তারের পথ খুলে যাবে। তিনি আরও বলেন, কেমিক্যাল পার্ক গড়ে উঠলে নির্মাণ, উৎপাদন, পরিবহণ এবং ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পে বহু কর্মসংস্থান তৈরি হবে। একই সঙ্গে কৃষি, বস্ত্র, ওষুধ, গাড়ি এবং ইলেকট্রনিক্সের মতো শিল্পও এর সুফল পাবে। এদিনের চিঠিতে তাঁর আরও দাবি, এই ধরনের জাতীয় প্রকল্পে যে রাজ্যগুলি প্রথম এগিয়ে আসে, তারা পরবর্তী সময়ে আরও বেশি বেসরকারি বিনিয়োগ আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়। এই প্রকল্প পশ্চিমবঙ্গকে দেশের রাসায়নিক ও বিশেষায়িত রাসায়নিক শিল্পের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তুলতে পারে, বলেও মন্তব্য করেন তিনি।

এই প্রকল্পের জন্য সম্ভাব্য স্থান হিসেবে শমীক ভট্টাচার্য সিঙ্গুর, হলদিয়া, রঘুনাথপুর এবং দুর্গাপুরের নাম উল্লেখ করেন। পাশাপাশি রাজ্য সরকারের উপযুক্ত মনে হলে অন্য কোনও এলাকাও বিবেচনা করার আহ্বান জানিয়েছেন। ওই চিঠিতে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে তিনি চারটি পদক্ষেপ দ্রুত গ্রহণের আবেদন করেছেন। শিল্প দপ্তর ও ডব্লিউবিআইডিসিকে নিয়ে একটি বিশেষ টাস্ক ফোর্স গঠন, সম্ভাব্য জমির নথি ও পরিকাঠামোগত প্রস্তুতির রিপোর্ট তৈরি, কেন্দ্রের রাসায়নিক ও পেট্রোরসায়ন দপ্তরের সঙ্গে আগাম সমন্বয় এবং রাজ্যের আর্থিক অংশীদারির জন্য বাজেটে প্রয়োজনীয় বরাদ্দ রাখার পরামর্শ দিয়েছেন।

চিঠির শেষে শমীক ভট্টাচার্য লিখেছেন, এই উদ্যোগ সফল করতে প্রয়োজন হলে আমি কেন্দ্রের সঙ্গে সমন্বয়-সহ সব ধরনের সহযোগিতা করতে প্রস্তুত। বিষয়টির গুরুত্ব বিবেচনা করে রাজ্য সরকার দ্রুত পদক্ষেপ নেবে বলেই আশা করছি।

# যাদবপুরে রাতের অন্ধকারে দোকান দখলের অভিযোগ, কাঠগড়ায় বিজেপি নেত্রী

**নিজস্ব প্রতিবেদন, যাদবপুর:** রাতের অন্ধকারে আশপাশের দোকান তুলে নিয়ে জবরদখল করার অভিযোগ উঠেছে যাদবপুরে। ত্রিশ বছর ধরে চলা এক বস্ত্র বিপণি গায়ের জোরে ভেঙে গুঁড়িয়ে দেওয়ার বিস্ফোরক অভিযোগ উঠল বিজেপি নেত্রী শর্বরী মুখোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে। বৃহস্পতিবার নবান্নে আয়োজিত 'জনতার দরবার'-এ সরাসরি উপস্থিত হয়ে এই মর্মে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর কাছে লিখিত অভিযোগ জানান স্থানীয় ব্যবসায়ী প্রতিমা রায়।

স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, যাদবপুর অঞ্চলের বাসিন্দা প্রতিমা দেবী গত তিন দশক ধরে ওই এলাকায় একটি জামাকাপড়ের দোকান চালিয়ে আসছিলেন। তাঁর অভিযোগ, গত ১২ জুন মাঝরাতে একদল দুষ্কৃতী তাঁর দোকানে চড়াও হয়ে ভাঙচুর চালায় এবং দোকানটি বেআইনিভাবে দখল করে নেয়। ঘটনার নেপথ্যে স্থানীয় বিজেপি নেত্রী শর্বরী মুখোপাধ্যায়ের প্রত্যক্ষ মদত রয়েছে বলে দাবিও করেন প্রতিমা দেবী। নবান্ন থেকে বেরিয়ে সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে প্রতিমাদেবী তীব্র ক্ষোভ উগরে দিয়ে তিনি জানান, 'ঘটনার সময় ওই বিজেপি নেত্রী নিজে উপস্থিত না থাকলেও তাঁর দুই ঘনিষ্ঠ অনুগামী

অয়ন পাল ও রাজা রায় এই পুরো কাণ্ডটি ঘটিয়েছে। ওরা যা বলে, ওই নেত্রী তা-ই শোনেন। সম্পূর্ণ বেআইনিভাবে আমার রুজিরুটি কেড়ে নেওয়া হয়েছে।' পাশাপাশি তাঁর সংযোজন, এর আগে রাজ্য পরিচালনা করা দলগুলির স্থানীয় নেতৃত্বের তরফ থেকেও তাঁর এই দোকানটি হস্তগত করার চেষ্টা চালানো হয়েছিল। বর্তমানে রাজনৈতিক প্রভাব খাটিয়ে জোরজুলুম চালানো হচ্ছে। এদিন জনতার দরবারে নিজের দাবির সপক্ষে দোকান সংক্রান্ত যাবতীয় আইনি নথিপত্র ও দলিল মুখ্যমন্ত্রীর হাতে তুলে দেন প্রতিমাদেবী।

নথি খতিয়ে দেখে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ঘটনার নিরপেক্ষ তদন্তের আশ্বাস দিয়েছেন। সূত্রের খবর, মুখ্যমন্ত্রী স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন যে, ক্ষমতার অপব্যবহার করে এমন জবরদখল কোনোভাবেই বরদাস্ত করা হবে না। বেআইনি দখলদারদের হাত থেকে দোকান উদ্ধার করে উপযুক্ত বিচার পাইয়ে দেওয়ার আশ্বাসও দিয়েছেন তিনি। ঘটনাকে কেন্দ্র করে বঙ্গ রাজনীতিতে শুরু হয়েছে জোর রাজনৈতিক তরজা। প্রসঙ্গত, ২৬-এর বিধানসভা ভোটে যাদবপুরে শর্বরী মুখোপাধ্যায়ের প্রতিপক্ষ ছিলেন বামফ্রন্ট মনোনীত সিপিআই প্রার্থী আইনজীবি বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য, তৃণমূল প্রার্থী দেবব্রত মজুমদার, কংগ্রেস প্রার্থী শ্যামলী মণ্ডল। সকলকে পিছনে ফেলে শেষ জয়ের হাসি হাসেন অভিনেত্রী শর্বরী মুখোপাধ্যায়। ২৪ রাউন্ড গণনার শেষে ২৫ হাজার ৭৭৩ ব্যবধানে যাদবপুরে পদ্ম ফোটান শর্বরী।

# সল্টলেকের এ-ই ব্লকের বাড়ি থেকে উদ্ধার দম্পতির দেহ

**নিজস্ব প্রতিবেদন, সল্টলেক:** সল্টলেকের এই ব্লকের একটি বাড়ি থেকে উদ্ধার হল দম্পতির জোড়া দেহ। বৃহস্পতিবার সকালে ঘরের ভিতর থেকে সজলকুমার কুণ্ডু এবং তাঁর স্ত্রী রঞ্জনার দেহ উদ্ধার করা হয় বলে জানানো হয়েছে বিধাননগর পুলিশের তরফ থেকে। পাশাপাশি পুলিশ এবং স্থানীয় সূত্রে খবর, দম্পতির এক ছেলে রয়েছেন। তিনি গাড়ি চালান। বাবা-মায়ের খবর নিতে সকালে বাড়িতে ফোন করেছিলেন যুবক। কিন্তু তাঁদের কেউই ফোন তুলছিলেন না। দু'জনের কারও সঙ্গে যোগাযোগ করতে না পেরে পাশের বাড়ির একজনকে ফোন করে বাবা-মায়ের খোঁজ নিতে বলেন। দম্পতির বাড়ি গিয়ে ডাকাডাকি করেন ওই প্রতিবেশী। কিন্তু কেউই সাড়া দিচ্ছিলেন না। গেটও খোলেননি কেউ। সন্দেহ হওয়ায় তিনি আশপাশের লোকজনকে বিষয়টি জানান। দম্পতির ছেলেকেও জানানো হয়। খবর দেওয়া হয় পুলিশে। খবর পেয়ে পুলিশ আসে। দম্পতির ছেলেও চলে আসেন। দরজা ভিতর থেকে বন্ধ ছিল। দম্পতির ছেলের কাছে আলাদা একটি চাবি ছিল। ঘরের দরজা খুলতেই দেখা যায় খাটের উপরে পড়ে আছে দু'জনের দেহ। স্থানীয় সূত্রের দাবি, মহিলা ক্যানসারে আক্রান্ত ছিলেন। কিন্তু দু'জনের কীভাবে মৃত্যু হল, তা ঘিরে রহস্য বাড়ছে। সব কিছু খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

প্রাথমিক ভাবে পুলিশ জানতে পেরেছে, বুধবার স্ত্রীকে নিয়ে উল্টোডাঙায় শ্বশুরবাড়িতে গিয়েছিলেন দম্পতির ছেলে। ওই দিন রাত ১০টা নাগাদ বাবা-মায়ের সঙ্গে শেষবার ফোনে কথা হয়েছিল তাঁর। বৃহস্পতিবার সকালে আবার ফোন করেন তিনি। কিন্তু দু'টি ফোনই বন্ধ থাকায় প্রতিবেশীকে ফোন করেন। এদিকে ঘটনার তদন্তে নেমে ঘর থেকে একটি বিষের বোতল উদ্ধার হয়েছে। সেই সূত্র ধরেই পুলিশের প্রাথমিক অনুমান, দম্পতি বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করে থাকতে পারেন। তবে ময়নাতদন্তের রিপোর্ট হাতে না পাওয়া পর্যন্ত মৃত্যুর সঠিক কারণ সম্পর্কে নিশ্চিত ভাবে কিছু বলতে নারাজ তদন্তকারীরা। ঘর থেকে কোনও সুইসাইড নোটও পাওয়া যায়নি।

এদিকে স্থানীয়দের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, রঞ্জনাদেবী ক্যানসারে আক্রান্ত ছিলেন। বহুদিন ধরে ভুগছিলেনও তিনি। ফলে পরিবারের কোনও আর্থিক সমস্যা ছিল কি না, অথবা অন্য কোনও কারণ এই মৃত্যুর পিছনে রয়েছে কি না, তাও খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

# সাইবার অপরাধ থেকে পাওয়া নগদ দিয়ে সোনা কেনার অভিযাগ

**নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা:** সাইবার অপরাধের নগদ টাকা হাতে না রেখে তা দিয়ে বিপুল সোনা কিনল জালিয়াতরা। শহরের একটি নামী সোনার দোকানের অ্যাকাউন্টের লেনদেন পুলিশ বন্ধ করে দিতেই বিষয়টি জানতে পারেন ওই সোনার দোকানের মালিকরা। পুলিশের কাছে প্রায় ৫০ লাখ টাকার ওই সোনা ফেরতের আবেদন জানিয়েছেন তাঁরা। দুই সাইবার জালিয়াতের বিরুদ্ধে পূর্ব কলকাতার ফুলবাগান থানায় অভিযোগ দায়ের করেছে ওই সোনার দোকান কর্তৃপক্ষ।

পুলিশ জানিয়েছে, গত মাসে এই ঘটনার সূত্রপাত। ফুলবাগানের কাঁকুড়গাছি এলাকার ওই সোনার শোরুমে আশিস শাহ পরিচয় দিয়ে এক ব্যক্তি আসে। সে ১০৪ গ্রাম সোনার কয়েন, ২৩৪ গ্রাম সোনার বাট, প্রায় ৩০ গ্রাম সোনার বালা কেনে। প্রায় ৫০ লাখ টাকা দামের সোনা কেনার জন্য পার্থ দেবেন্দ্র রোট্রেল্লু নামে এক ব্যক্তির অ্যাকাউন্ট থেকে আরটিজিএস-এ ওই সোনার দাম মেটানো হয়। দাম মেটানোর পাশাপাশি রোট্রেল্লু মেল পাঠিয়ে আশিসের হাতে ওই সোনার সামগ্রী তুলে দিতে বলে। দু'জনের পরিচয়পত্র খতিয়ে দেখে সোনার দোকান কর্তৃপক্ষ সেই সোনা তুলে দেয় ক্রেতার হাতে। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যে সাইবার গোয়েন্দাদের পক্ষ থেকে ওই সোনার দোকানের অ্যাকাউন্ট বন্ধ করে দিয়ে তাঁদের জানানো হয় যে, ওই সোনা যারা কিনেছে, তারা আসলে সাইবার জালিয়াত। সাইবার জালিয়াতির নগদ টাকা তারা নিজেদের কাছে না রেখে তার বদলে সোনা কিনে রেখে দিচ্ছে। বেশ কিছু মামলার তদন্তের পর সাইবার গোয়েন্দারা জানতে পারেন যে, ওই বিপুল টাকা দিয়ে কাঁকুড়গাছির দোকান থেকে সোনা কেনা হয়েছে।

বৃষ্টির মধ্যে ফুটবল খেলায় মশগুল একদল কিশোর। ময়দানে অদিতি সাহার তোলা ছবি।

# নবান্নের পর বিকাশ ভবনেও বদল, নামফলকে গেরুয়া রং ঘিরে নতুন জল্পনা

**নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা:** নবান্নের নামের ফলকের রং বদলের ছাপ এবার পৌঁছল বিকাশ ভবনেও। বৃহস্পতিবার ভবনের নামফলকে দীর্ঘদিনের সাদা অক্ষরের পরিবর্তে গেরুয়া রঙে লেখা নতুন ফলক বসানো হয়েছে। রাজ্য সরকারের এই পদক্ষেপ ঘিরে প্রশাসনিক মহল থেকে রাজনৈতিক মহল, সর্বত্রই শুরু হয়েছে নতুন করে আলোচনা।

কিছুদিন আগেই নবান্নের নামফলক এবং আলোকসজ্জায় পরিবর্তন আনা হয়েছিল। সেই ধারাবাহিকতায় এবার শিক্ষা দপ্তরের সদর দপ্তর বিকাশ ভবনের নামফলকের রংও বদলে গেল। তবে আপাতত শুধু নামফলকই পরিবর্তন করা হয়েছে। গোটা ভবনের রং বদলানো হবে কি না, সে বিষয়ে সরকার এখনও কোনও আনুষ্ঠানিক ঘোষণা করেনি।

যদিও রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের একাংশের মতে, নতুন সরকারের আমলে প্রশাসনিক পরিচয়ের ক্ষেত্রেও নতুন প্রতীক ও রঙের ব্যবহার ধীরে ধীরে গুরুত্ব পাচ্ছে। ফলে এই পরিবর্তনকে শুধু নান্দনিক সিদ্ধান্ত হিসেবে নয়, সরকারের নতুন প্রশাসনিক পরিচয়ের অংশ হিসেবেও দেখা হচ্ছে।

এদিকে শিক্ষা ক্ষেত্রেও রঙের প্রশ্নে নতুন অবস্থান স্পষ্ট করেছে রাজ্য সরকার। বৃহস্পতিবার শিক্ষামন্ত্রী দীপক বর্মণ বলেন, আগের সরকারের সিদ্ধান্তে সব সরকারি স্কুলে নীল-সাদা রং করা হয়েছিল। এখন কোনও স্কুল চাইলে নিজেদের পছন্দের রং ব্যবহার করতে পারবে। আবার কেউ চাইলে আগের নীল-সাদা রংও রাখতে পারে। সরকার আগেই জানিয়েছে, ২০২৭-২৮ শিক্ষাবর্ষ থেকে সরকারি স্কুলগুলিতে ২০২২ সালের আগে প্রচলিত নিজস্ব ইউনিফর্ম ফিরিয়ে আনার পরিকল্পনা রয়েছে। সেই সিদ্ধান্তের পাশাপাশি ভবন ও নামফলকের রং পরিবর্তনের ঘটনাও প্রশাসনিক নীতিতে নতুন দৃষ্টিভঙ্গির ইঙ্গিত দিচ্ছে বলে মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল। সব মিলিয়ে, নবান্নের পর বিকাশ ভবনের নামফলকের রং বদল রাজ্যের প্রশাসনিক পরিসরে পরিবর্তনের আরও একটি নতুন অধ্যায় হিসেবে সামনে এল।

# টিএমসিপির প্রতিষ্ঠা দিবস ঘিরে নতুন সংঘাত

## ২৮ অগস্টের কর্মসূচি নিয়ে মেয়ো রোডে নজর দুই শিবিরের

**নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা:** তৃণমূল ছাত্র পরিষদের (টিএমসিপি) প্রতিষ্ঠা দিবসকে কেন্দ্র করে ফের তৃণমূলের দুই গোষ্ঠীর মধ্যে রাজনৈতিক টানাপোড়েন শুরু হতে চলেছে। আগামী ২৮ অগস্টের কর্মসূচির জন্য কলকাতা পুলিশের কাছে অনুমতি চেয়েছে ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বাধীন শিবির। দলীয় সূত্রের খবর, নির্দিষ্ট একটি জায়গার বদলে একাধিক সম্ভাব্য স্থানের কথা উল্লেখ করে আবেদন করা হয়েছে। অন্যদিকে, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বাধীন শিবিরও আগের মতো মেয়ো রোডে গান্ধি মূর্তির সামনে প্রতিষ্ঠা দিবস পালন করতে আগ্রহী। ফলে একই দিনে একই ধরনের কর্মসূচিকে ঘিরে কোন পক্ষ অনুমতি পাবে, তা নিয়ে জল্পনা শুরু হয়েছে। যদিও এইক্ষেত্রে ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের শিবিরের নেতারা জানিয়েছেন, কর্মসূচির স্থান নিয়ে তাঁদের কোনও অনড় অবস্থান নেই। পুলিশের অনুমতি অনুযায়ী আইন মেনেই সভা করা হবে। তবে প্রতিষ্ঠা দিবসের অনুষ্ঠান যে হবে, সে বিষয়ে তাঁরা নিশ্চিত।

ইতিমধ্যেই এই দলীয় কর্মসূচির প্রস্তুতি শুরু করেছে ওই শিবির। বিভিন্ন জেলার ছাত্রনেতাদের সঙ্গে ধারাবাহিক বৈঠক চলছে। বিশেষ করে উত্তরবঙ্গ থেকে বেশি সংখ্যক কর্মী-সমর্থক আনার লক্ষ্যে সেখানে আলাদা করে সাংগঠনিক তৎপরতা বাড়ানো হয়েছে বলে দলীয় সূত্রে জানা গিয়েছে। ছাত্র সংগঠনের

সভাপতি সুদীপ রাহা প্রস্তুতির দায়িত্বে রয়েছেন বলেও খবর।

অপরদিকে, কালীঘাট শিবিরের নেতা ও দলের আইনজীবী বৈশ্বানর চট্টোপাধ্যায় বলেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় একা দাঁড়িয়ে গেলেও সেখানে মানুষের ভিড় হবে। যতই অনুমতি বাতিল করা হোক, ততই বেশি মানুষ দিদির পাশে দাঁড়াবেন। বিজেপি ছাত্র-যুবদের উপর যে অত্যাচার করেছে, তার প্রতিবাদে বাংলার ছাত্র-যুবরাই দিদির কর্মসূচিতে যোগ দেবেন। কারণ, তাঁদের বিশ্বাস প্রতিবাদের মুখ একমাত্র দিদিই।

গত বছর পর্যন্ত মেয়ো রোডে টিএমসিপির প্রতিষ্ঠা দিবসের কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। যদিও রাজনৈতিক পরিস্থিতির পরিবর্তনের পর এ বছর একই কর্মসূচিকে কেন্দ্র করে দুই শিবিরের মধ্যে আলাদা প্রস্তুতি শুরু হওয়ায় নতুন করে রাজনৈতিক সংঘাতের সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে।

## সম্পাদকীয়

# রাষ্ট্রের নয়, নাগরিকত্ব প্রমাণের দায় আবেদনকারীর, বলছে দেশের আইন

কাউকে বিদেশি বলে সন্দেহ করা হলে তিনি যে এই দেশের নাগরিক, এর প্রমাণ তাঁকেই দিতে হবে। নাগরিকত্ব প্রমাণে রাষ্ট্রের কোনও দায় নেই। এই সংক্রান্ত এক মামলায় সম্প্রতি আরও একবার তা স্পষ্ট জানিয়ে দিল কলকাতা হাইকোর্ট। হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ বলছে, ভোটার, আধার, প্যান বা জমির দলির বা অন্য নথি দিয়ে ভারতীয় নাগরিকত্ব প্রমাণ হয় না। বেঞ্চের মতে, জমির মালিকানা বা রাজস্বের নথি দিয়েও নাগরিকত্ব প্রমাণ হয় না। ভোটার, আধার, প্যান, ব্যাঙ্ক রেকর্ড, জমির দলিল এককভাবে নাগরিকত্বের প্রমাণ নয়। এগুলি শুধুই পরিচয়পত্র। আদালত জানিয়েছে, নাগরিকত্ব নির্ধারিত হয় সিটিজেনশিপ অ্যাক্ট, ১৯৫৫ অনুযায়ী ও ফরেনার্স অ্যাক্ট, ১৯৪৬-এর ৯ নং ধারা মেনে। এই আইনে সন্দেহ হলে তা প্রমাণের দায় আবেদনকারীরই। এই রায়ের পর আইনি বিশেষজ্ঞরা বলছেন, এর ফলে এসআইআরের সময় নাম বাদ পড়া অনেক পরিবারের কাছেই নাগরিকত্ব প্রমাণ আরও কঠিন হয়ে গেল। মুর্শিদাবাদের এক ব্যক্তির নিখোঁজের ঘটনায় মামলা দায়ের হয়েছিল কলকাতা হাইকোর্টে। অভিযোগ, তাঁর ভাইপোকে জোর করে ডিটেনশন ক্যাম্পে আটক করেছে পুলিশ। ভাইপোর নাগরিকত্ব প্রমাণে মামলাকারী তাঁর ভোটার কার্ড, আধার কার্ড, প্যান কার্ড, ব্যাঙ্কের পাসবুক, ঠাকুরদার আমলের জমির নথি আদালতে পেশ করে। কিন্তু আদালত জানিয়ে দিয়েছে, এই সমস্ত নথির কোনওটিই তাঁর নাগরিকত্ব প্রমাণ করছে না। ২০২৫ সালের অভিবাসন এবং বিদেশি আইন উল্লেখ করে আদালত জানিয়েছে, সন্দেহ দূর করার দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির। মামলায় রাজ্যের বক্তব্য, ক্যাম্পে আটক থাকা ব্যক্তি বাংলাদেশি নাগরিক। তার প্রমাণও রয়েছে। ফলে এখন ওই ব্যক্তিকে ডিটেনশন ক্যাম্পেই থাকতে হবে। এই ঘটনায় একটা বিষয় ফের প্রমাণিত নাগরিকত্ব নিয়ে যারা বিজেপির বিরুদ্ধে সকাল-সন্ধে তোপ দাগছেন, তারা অধিকাংশই দেশের আইন না জেনেই করছেন। মানুষকে ভুল বোঝাচ্ছেন। নাগরিকত্ব নিয়ে এই বিভ্রান্ত করা এবার বন্ধ হোক।

## শব্দছক ২৩০

রবি দাস

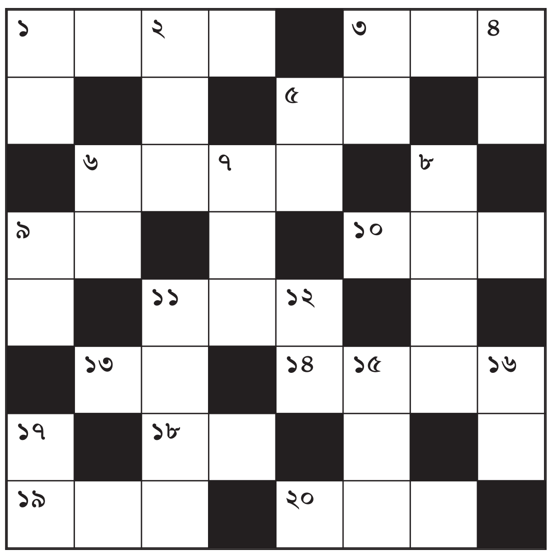


**পাশাপাশি:** ১. সম্বন্ধ ৩. আমাদের এই দেশ ৫. শ্রেণী ৬. ফন্দি ৯. আজ ১০. শুষ্ক ১১. উপযুক্ত ১৩. চিত্তের অন্ধতা ১৪. এক ঘোড়ায় টানা গাড়ি ১৮. চেহারা ১৯. সমুদ্র ২০ জঙ্গল

**ওপর-নিচ:** ১. শতদল ২. আলোচিত ৩. অন্ন ৪. নৌকা ৫. জলে ভেজানো গো-খাদ্য ৬. দারু ৭. গরমমশলার একটি পদ ৮. বিনা কপটতায় ৯. পুজার উপকরণ ১১. আম্রবৃক্ষ ১২. তীর ১৫. গঙ্গাদেবীর বাহন ১৬. মতি ১৭. উপবেশন করা

**সমাধান ২২৯ — পাশাপাশি:** ১. প্রচলিত ৩. দাব ৫. জমা ৬. রুজি ৮ ক্ষমা ১০. বরদ ১২. জনমত ১৪. নগ ১৫. জেতা ১৬. আভরণ ১৮. কোলবা ১৯. ঘর ২০. নভো ২২. দান ২৩. লক্ষ ২৪. রক্তক্ষয়ী

**ওপর-নিচ:** ১. প্রমা ২. তরু ৪. বলদ ৫. জমজ ৭. জিবনভর ৮. ক্ষমতাবান ৯. সাত ১১. রগর ১৩. নজেল ১৬. আখ ১৭. নবীন ১৮. কোমল ২১. ভোর ২২. দায়ী

## আজকের দিন

- ১৯৪০ — জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডের প্রতিশোধে ভারতীয় বিপ্লবী শহীদ উধম সিংকে লন্ডনে ফাঁসি দেওয়া হয়েছিল
- ১৯৯১ — জর্জ বুশ এবং গর্বাচেভ অস্ত্র হ্রাস চুক্তি স্বাক্ষর করেন।
- ২০১২ — মাইকেল ফেলপস সর্বাধিক পদকজয়ী অলিম্পিয়ান হন।

## জন্মদিন

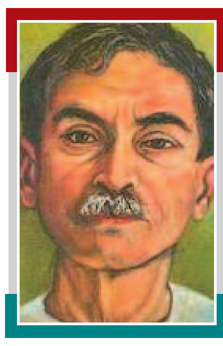

**১৮৮০** *বিশিষ্ট হিন্দি ভাষার সাহিত্যিক মুন্সি প্রেমচাঁদের জন্মদিন।*

**১৯১৯** *বিশিষ্ট ক্রিকেট খেলোয়াড় হেমু অধিকারীর জন্মদিন।*

**১৯৪৬** *বিশিষ্ট জাদুকর জুনিয়র পিসি সরকারের জন্মদিন।*

মুন্সী প্রেমচাঁদ

১৯৩৬ সালে প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্র সেবিকা সমিতি সমাজসেবা, নেতৃত্ব এবং জাতি গঠনের মাধ্যমে নারীদের ক্ষমতায়নের উপর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। ৪,০০০-এরও বেশি শাখা এবং ১,৮০০ প্রকল্পের মাধ্যমে এটি আরএসএস-এর সঙ্গে যৌথভাবে আত্মোপলব্ধি, পারিবারিক মূল্যবোধ, সামাজিক সম্প্রীতি এবং নাগরিক দায়িত্ববোধের প্রসারে কাজ করে আসছে।

# রাষ্ট্র সেবিকা সমিতির প্রতিষ্ঠাতা প্রমুখ সঞ্চালিকা শ্রদ্ধেয় মৌসিজির (লক্ষ্মীবাঈ কেলকর) ১২১তম জন্মবার্ষিকী উদযাপিত হল দেশজুড়ে

**সোমা মুখোপাধ্যায়**

২০২৬ সালে রাষ্ট্র সেবিকা সমিতির প্রতিষ্ঠাতা প্রমুখ সঞ্চালিকা শ্রদ্ধেয় মৌসিজি (লক্ষ্মীবাঈ কেলকর)-এর ১২১তম জন্মবার্ষিকী উদযাপন হচ্ছে দেশ জুড়ে। এই দিনটিকে সংকল্পের দিন হিসেবে পালিত হয় যা সমিতির কাজের জন্য নতুন বছরের সূচনা করে।

১৯৩৬ সালের ২৫শে অক্টোবর, শ্রদ্ধেয় মৌসিজি মাতৃশক্তিকে জাগ্রত করেন। হিন্দুধর্ম, সংস্কৃতি, জীবনধারা, জাতীয় মূল্যবোধ এবং ত্রাষ্ট্র দেবো ভবদ এই মূলমন্ত্রকে ধারণ করে, তিনি নারী জাতিকে আত্মরক্ষায় সক্ষম করে তোলেন, হৃদয়ে দেশপ্রেমের শিখা প্রজ্বলিত করেন এবং সংগঠিত মাতৃশক্তির মাধ্যমে দেশের উন্নয়নে অবদান রাখতে শুরু করেন। তিনি ভগব ধ্বজকে (গেরুয়া পতাকা) গুরু হিসেবে গ্রহণ করে শাখার দৈনন্দিন শৃঙ্খলার মাধ্যমে মাতৃশক্তিকে রূপদান করতে শুরু করেন। ত্চরাইবেতি চরাইবেতিদ (এগিয়ে চলো) এই মন্ত্র অনুসারে, রাষ্ট্র সেবিকা সমিতি আজ তার চিন্তা, শিক্ষা এবং পদ্ধতির মাধ্যমে ব্যক্তিগত জীবন থেকে শুরু করে জাতীয় ক্ষেত্র পর্যন্ত জাতীয় উন্নয়নের বিভিন্ন ক্ষেত্রে ব্যাপক ও সর্বব্যাপীভাবে সফলভাবে কাজ করে চলেছে।

১৯০৫ সালের ৬ই জুলাই, আষাঢ় শুদ্ধ দশমীতে শ্রদ্ধেয় মৌসিজির জন্ম হয়েছিল। তিনি প্রতিভার দ্যুতি নিয়ে এই পৃথিবীতে এসেছিলেন। তাঁর পিত্রালয়, দাতে পরিবার, দেশপ্রেমিক মূল্যবোধ ও চিন্তাধারায় গভীরভাবে অনুপ্রাণিত ছিল এবং 'কেশরী' পত্রিকায় প্রকাশিত লোকমান্য তিলকের ভাবনা দ্বারা ব্যাপকভাবে প্রভাবিত ছিল। মৌসিজির বাড়িও এই প্রভাবের ব্যতিক্রম ছিল না। যেহেতু তাঁর বাবা সরকারি চাকরি করতেন, তাই 'কেশরী' পত্রিকাটি তাঁর মা শ্রীমতী যশোদাবাইয়ের নামে তাঁদের বাড়িতে আসত। গৃহকর্মে ব্যস্ত থাকা বোনেদের দেশের পরিস্থিতি সম্পর্কে সচেতন করার জন্য, যশোদাবাই তাঁদের একত্রিত করে 'কেশরী' পড়ে শোনাতেন। এটি শ্রদ্ধেয় মৌসিজির মধ্যে সামাজিক সচেতনতা এবং সংগঠনের মূল নীতিগুলি সঞ্চারিত করেছিল, যা তিনি তাঁর পিতামাতার কাছ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছিলেন। এই কাজটি সহজ করার জন্য, যশোদাবাই তখন 'ভগিনী সমাজ' প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

মৌসিজির মনে দেশপ্রেমের প্রথম পাঠ শৈশবেই প্রোথিত হয়েছিল। তিনি দাদিবাই হিন্দু বালিকা বিদ্যালয়ে পড়াশোনা করেন। অল্প বয়স থেকেই কমল (মৌসিজি) অত্যন্ত সাহসী, তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্ন এবং একজন দৃঢ় দেশপ্রেমী ছিলেন। এমনকি মিশনারি বিদ্যালয়েও তাঁর আচরণে বারবার দেশপ্রেম ও সততার প্রতিফলন ঘটেছে। ১৯১৯ সালে তিনি ওয়ার্ধার আইনজীবী শ্রী পুরুষোত্তমরাও কেলকরের সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন। তাঁর পরিবার ছিল সম্ভ্রান্ত। স্ত্রীর ভূমিকার পাশাপাশি মৌসিজি পুরুষোত্তমরাওয়ের প্রথম বিবাহের দুই কন্যার প্রতিও মাতৃত্বের দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং শেষ পর্যন্ত তিনি পরম স্নেহ, ভালোবাসা ও নিষ্ঠার সঙ্গে এই ভূমিকা পালন করে গেছেন।

অসংখ্য ভৃত্যসহ একটি বিশাল সংসার ও রাজকীয় পরিবার সামলাতে গিয়ে মৌসিজিকে দক্ষতার সঙ্গে দুই কন্যার মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করতে হয়েছিল, কারণ তাঁর এবং তাঁর স্বামীর মধ্যে মতের অমিল ছিল। তবে, শ্রদ্ধেয় মৌসিজি পরম ভালোবাসা, দক্ষতা এবং কর্তব্যবোধের সঙ্গে তাঁর সমস্ত গার্হস্থ্য দায়িত্ব পালন করে গেছেন। তার ছয়টি সন্তান ছিল, কিন্তু যখন তার কনিষ্ঠ সন্তান আনন্দের বয়স মাত্র চার মাস, তখন তাকে স্বামীর মৃত্যুশোক সহ্য করতে হয়েছিল।

পরবর্তীকালে, তাকে সংসারে অনেক অসুবিধা ও প্রতিকূলতার সম্মুখীন হতে হয়। এই সমস্ত প্রতিকূলতা সত্ত্বেও, তিনি একটি অনুপ্রেরণামূলক শ্লোকে শক্তি খুঁজে পেয়েছিলেন অর্থ , ত্যে পথে তুমি হাঁটছ তা যদি ভুল মনে হয়, এবং দিক নিয়ে বিভ্রান্তি দেখা দেয়, তবুও ধ্রুবতারার মতো তোমার লক্ষ্যের পথ অনুসরণ করো, দৃঢ় সংকল্প নিয়ে অবিচলভাবে এগিয়ে চলো।দ এই অনুপ্রেরণামূলক উক্তিটি অনুসরণ করে, তিনি নিজেকে এবং তার সংসারকে স্থিতিশীল করতে সক্ষম হয়েছিলেন। সেই সময়, যখন তিনি জানতে পারলেন যে শ্রদ্ধেয় ডঃ হেডগেওয়ার সমগ্র হিন্দু সমাজকে একত্রিত করার মহৎ ও উচ্চ লক্ষ্য নিয়ে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ (আরএসএস) প্রতিষ্ঠা করেছেন, তখন তিনি কিছুটা স্বস্তি পেলেন। দেশের পরিবর্তনশীল রাজনৈতিক পরিস্থিতির কারণে সাধারণ মানুষ বিভ্রান্ত ছিল। শ্রদ্ধেয় মৌসিজির ইতিমধ্যেই জাতীয়তাবাদী চিন্তাভাবনা সম্পর্কে ধারণা ছিল। ১৯৩০ সালে, মহাত্মা গান্ধী নারীদের দৃষ্টিভঙ্গিতে এক বিরাট বিপ্লব নিয়ে আসেন। সরোজিনী নাইডুর নেতৃত্বে অনেক মহিলা তাঁর ডান্ডি মার্চে অংশগ্রহণ করেছিলেন এবং তাঁদের মধ্যে একজন ছিলেন মৌসিজির বৌদি। তবে মৌসিজি জাতীয় সেবা এবং সংসারে মগ্ন থাকলেও, তিনি তাঁর হৃদয়ের দেশপ্রেমের স্ফুলিঙ্গকে কখনও নিভতে দেননি। কিন্তু গার্হস্থ্য জীবনের দুঃখ, সংকট এবং সমস্যা তাঁকে ছেড়ে যায়নি।

স্বামীর মৃত্যুর পর, ছয় সন্তানসহ একটি বড় পরিবার, জমি, সম্পত্তি এবং আইনি বিষয় সামলানো সত্যিই এক দড়ির উপর ভারসাম্য রক্ষার মতো ছিল। তবে, তাঁর ননদ উমাবাইয়ের স্নেহপূর্ণ সমর্থনে, মৌসিজি অসীম সাহস ও দৃঢ় সংকল্পের সঙ্গে তাঁর সংসারকে একত্রিত রাখতে সক্ষম হয়েছিলেন। একই সঙ্গে তিনি সমাজের বহু কুসংস্কারপূর্ণ ও ক্ষতিকর প্রথাকে একটি নতুন দৃষ্টিকোণ ও দিকনির্দেশনা দিয়েছিলেন এবং সম্প্রদায়ের মধ্যে সেবা ও সম্প্রীতির বোধ জাগিয়ে তুলেছিলেন।

১৯৩৬ সালের জুলাই মাসে, মেয়েদের উচ্চশিক্ষা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে, তিনি দুটি মেয়ের জন্য একটি বিদ্যালয় শুরু করেন।

আদ্যক্ষরের মহিলা সংগঠন 'রাষ্ট্র সেবিকা সমিতি' প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। প্রাথমিকভাবে, সেবিকাদের আত্মরক্ষামূলক শারীরিক প্রশিক্ষণের প্রয়োজন ছিল, যা ডঃ হেডগেওয়ার জির সম্মতিতে সম্পন্ন হয়েছিল এবং মৌসিজির সন্তানেরা এতে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছিলেন।

সমিতির প্রতিষ্ঠা ও সম্প্রসারণ একটি শিশুর জন্ম ও বেড়ে ওঠার মতো, যা প্রাথমিক প্রসব বেদনা ও অনুভূতিতে পরিপূর্ণ। সমিতির সেবার যাত্রা, এর কার্যকর্তা/সেবিকাদের নিষ্ঠা এবং তাদের পারস্পরিক সহযোগিতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সমিতির কাজের সম্প্রসারণ বিশ্বাস, নিষ্ঠা এবং অবিচল প্রতিশ্রুতির উপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত। সমিতির কাজের প্রতীক হিসেবে নিত্যদিনের আরাধনা হলো নিত্য শাখা, এবং এর অনুপ্রেরণা দেবী অষ্টভুজের মধ্যে মূর্ত। গুরুরূপে বিজয়ী ভগব ধ্বজ (গেরুয়া পতাকা) ইতিহাসের সাক্ষ্য বহন করে, আর লক্ষ্য হলো এক উজ্জ্বল হিন্দু রাষ্ট্রের পুনরুজ্জীবন, যা 'চরৈবেতি চরৈবেতি' (এগিয়ে চলো) দ্বারা প্রতীকায়িত নিরন্তর প্রচেষ্টার মাধ্যমে অর্জিত হয়। এই মানসিকতা ও মূল্যবোধ নিয়েই মৌসিজি প্রথমে নিজেকে রূপান্তরিত করেন, এই বিশ্বাসে যে নারী, পরিবার এবং সমাজই জাতির শক্তির উৎস। এই বিশ্বাস থেকে এবং নিত্যদিনের শাখা, বৈঠক ও অভয়বর্গের মাধ্যমে নারীরা 'রাষ্ট্র দেবো ভব' (জাতি দিব্য হোক) এর অনুপ্রেরণায় একনিষ্ঠ কার্যকর্তা হিসেবে বিকশিত হতে শুরু করেন। বহু বাধা অতিক্রম করে সমিতির কাজ এখন বিশ্বব্যাপী সক্রিয়।

### রাষ্ট্র সেবিকা সমিতির ভাবনা

অর্থ, আমরা যে সংকল্প গ্রহণ করেছি তা অন্ধ নয়। আমরা ইতিহাস ও প্রকৃতি থেকে প্রাপ্ত বোধি লাভের উপর নির্ভর করেছি। এক প্রতিশ্রুতিবদ্ধ নারীর অঙ্গীকার বহন করে, আমরা প্রজ্ঞার সাথে এই নিবিড় ও আলোকসঞ্চারী কর্মকে বরণ করে নিয়েছি। সমিতি গঠনের ধারণাটি অনেকটা একটি বীজ থেকে বিশ্বাস জন্মানোর মতো, এবং সেই বিশ্বাস থেকেই এক বিশাল কর্মপ্রচেষ্টার জন্ম হয়। সমিতির প্রতিষ্ঠা ও সম্প্রসারণ একটি শিশুর জন্ম ও বেড়ে ওঠার মতো, যা প্রাথমিক প্রসব বেদনা ও অনুভূতিতে পরিপূর্ণ। সমিতির সেবার যাত্রা, এর কার্যকর্তা/সেবিকাদের নিষ্ঠা এবং তাদের পারস্পরিক সহযোগিতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সমিতির কাজের সম্প্রসারণ বিশ্বাস, নিষ্ঠা এবং অবিচল প্রতিশ্রুতির উপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত। সমিতির কাজের প্রতীক হিসেবে নিত্যদিনের আরাধনা হলো নিত্য শাখা, এবং এর অনুপ্রেরণা দেবী অষ্টভুজের মধ্যে মূর্ত। গুরুরূপে বিজয়ী ভগব ধ্বজ (গেরুয়া পতাকা) ইতিহাসের সাক্ষ্য বহন করে, আর লক্ষ্য হলো এক উজ্জ্বল হিন্দু রাষ্ট্রের পুনরুজ্জীবন, যা 'চরৈবেতি চরৈবেতি' (এগিয়ে চলো) দ্বারা প্রতীকায়িত নিরন্তর প্রচেষ্টার মাধ্যমে অর্জিত হয়। এই মানসিকতা ও মূল্যবোধ নিয়েই মৌসিজি প্রথমে নিজেকে রূপান্তরিত করেন, এই বিশ্বাসে যে নারী, পরিবার এবং সমাজই জাতির শক্তির উৎস। এই বিশ্বাস থেকে এবং নিত্যদিনের শাখা, বৈঠক ও অভয়বর্গের মাধ্যমে নারীরা 'রাষ্ট্র দেবো ভব' (জাতি দিব্য হোক) এর অনুপ্রেরণায় একনিষ্ঠ কার্যকর্তা হিসেবে বিকশিত হতে শুরু করেন। বহু বাধা অতিক্রম করে সমিতির কাজ এখন বিশ্বব্যাপী সক্রিয়।

ডঃ হেডগেওয়ারের নেতৃত্বে আরএসএস থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে ভান্ডারার মান নানি কোলতে, পুনের ভান তাই আপ্তে এবং সাংলির মাই লিমায়ের মতো স্থানীয় নেতারাও স্থানীয়ভাবে নারী ক্ষমতায়নের কার্যক্রম শুরু করেন এবং নিঃস্বার্থভাবে জাতীয় স্বার্থে নিজেদের কাজ উৎসর্গ করেন। লক্ষ্মীবাঈ জি দ্বারা প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্র সেবিকা সমিতিতে নিজেদের গোষ্ঠীগুলিকে একীভূত করার মাধ্যমে তাঁরা ভবিষ্যতের জন্য নিষ্ঠা ও কর্মের এক নতুন দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন।

এই মহীয়সী নারীর (মাউসিজি) নানা রূপ পর্যবেক্ষণ করলে তাঁর অসাধারণ ব্যক্তিত্বের ঔজ্জ্বল্য, শৈশবের দেশপ্রেম, দৃঢ়তা, চৌদ্দ বছর বয়সে স্ত্রী ও মা হওয়ার দায়িত্ব, সাতাশ বছর বয়সে স্বামীর বিয়োগ, পরিবারের প্রতি তাঁর অবিচল নিষ্ঠা, নারীদের প্রতি হওয়া অবিচারের প্রতি তাঁর সংবেদনশীলতা ও আবেগপূর্ণ প্রতিক্রিয়া এবং সীতা ও রাষ্ট্রপুরুষ শ্রীরামের প্রতি তাঁর অন্বেষণ প্রকাশ পায়। মাউসিজি নারীদের দৃঢ় থাকতে শিখিয়েছেন, বুদ্ধিবৃত্তিক আন্দোলনের মাধ্যমে জাতীয় আদর্শ ও নারী সহ-ক্ষমতা সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি করেছেন এবং বিশ্বব্যাপী তাৎপর্যপূর্ণ রাষ্ট্র সেবিকা সমিতি প্রতিষ্ঠা করেছেন। তিনি প্রতিষ্ঠাতা আদ্য প্রমুখ সঞ্চালিকা হিসেবে সংকটকালে দৃঢ় ও সাহসী নেতৃত্ব প্রদান করেছেন।

দেশভাগের সময় তিনি করাচিতে গিয়ে সেখানকার সেবিকাদের মানসিক শক্তি জুগিয়েছেন এবং স্নেহময়ী মায়ের প্রতিমূর্তি হয়ে উঠেছেন। তিনি ছিলেন খুঁতখুঁতে, কঠোর এবং তাঁর প্রতিটি কাজেই মাতৃত্বের প্রকাশ ঘটত। রাষ্ট্র সেবিকা সমিতির মাধ্যমে মূর্ত জাতির প্রতি তাঁর নিষ্ঠা হলো ভারত মাতার চরণে প্রজ্বলিত এক অগ্নিশিখা।

সংঘের স্বেচ্ছাসেবকদের 'স্বয়ংসেবক' বলা হলেও, সমিতির স্বেচ্ছাসেবকরা 'সেবিকা' নামে পরিচিত।

সমিতিটির বর্তমান সাংগঠনিক পরিধি চিত্তাকর্ষক। এটি তার সাংগঠনিক পরিকল্পনা অনুযায়ী দেশকে ১২টি ক্ষেত্র (অঞ্চল), ৩৮টি প্রান্ত (প্রদেশ) এবং ১০৪২টি জেলায় বিভক্ত করেছে।

### কোট-আনকোট

নির্বাসন আমাকে লেখক করেনি। নির্বাসনের আগেই আমি লেখক ছিলাম। নির্বাসন আমার লেখায় বিষয়, ভাষা ও দৃষ্টিকে প্রভাবিত করেছে।

*তসলিমা নাসরিন*

### লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

# সারের কালোবাজারির বিরুদ্ধে কড়া বার্তা কৃষিমন্ত্রীর

## আরামবাগে স্টিং অপারেশন

**নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ:** কৃষকদের স্বার্থে গোপনে রাসায়নিক সারের দোকানে হানা রাজ্যের কৃষি মন্ত্রী দুধ কুমার মণ্ডলের। তিনি অভিযোগ পেয়েই দ্রুত আরামবাগের কালিপুরের মেসার্স ধর্মদাস রায় নামে একটি রাসায়নিক সারের দোকানে হানা দেন। কোনও সরকারি আমলা ও পুলিশকে না জানিয়েই এই স্টিং অপারেশন করেন। তবে এই স্টিং অপারেশন চলাকালীন খবর পেয়ে আরামবাগ মহকুমার সংশ্লিষ্ট দপ্তরের আধিকারিক-সহ বেশ কয়েক জন যান। মন্ত্রী তাদের প্রকাশ্যে ভর্ৎসনা করেন। বর্ষার সময়ে আমন ধানের চাষ হয়। কৃষকদের সারের প্রয়োজনীতা থাকে প্রবল ভাবে। তাই তারা খোলা বাজারে সারের দাম চার গুণ থাকলেও, বাধ্য হয়ে রাসায়নিক সার কিনতে হয়। কৃষকদের সার কেনার বাধ্যবাধকতা থাকে বলে অসাধু ব্যবসায়ীরা সুযোগ নেয়। অভিযোগ কালিপুরের মৃত সার ব্যবসায়ীর ধর্মদাস রায়ের স্ত্রী কাকলি রায় ব্যবসা চালাচ্ছেন। পশ্চিমবঙ্গে সরকারি ভর্তুকিযুক্ত ইউরিয়া সারের দাম প্রতি বস্তায় (৪৫ থেকে ৫০ কেজি) প্রায় ২৬৬ থেকে ২৬৮ টাকা নির্ধারিত রয়েছে। খুচরা বাজারে প্রতি কেজি ইউরিয়ার সরকারি দাম প্রায় ৫ থেকে ৬ টাকার মধ্যে পড়ে। কিন্তু তিনি এই সার ৪২০ টাকা বেশি দামে কৃষকদের বিক্রি করতেন বলে অভিযোগ। অপরদিকে পশ্চিমবঙ্গে সরকারি ভর্তুকিযুক্ত ৫০ কেজি ডিএপি সারের নির্ধারিত সর্বোচ্চ খুচরো মূল্য বা দাম প্রতি ব্যাগ ১,৩৫০ টাকা। কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের ভর্তুকি নিয়মের কারণে এই দাম সব জেলাতেই এক থাকে কিন্তু ওই অসাধু ব্যবসায়ী ১৮০০ টাকা দামে বিক্রি করছেন। বহু হাজার টাকা বেশি দামে কৃষকদের ঠকিয়ে বিক্রি করছেন। ওই ব্যবসায়ীর বিরুদ্ধে আরও অভিযোগ তিনি হোলসেলার হিসাবে লাইসেন্স পেলেও খোলা বাজারে বেশি দামে খুচরো সার বিক্রি করছেন। তাছাড়া তাঁর দোকানের কোনও রেজিস্টার খাতা থেকে শুরু করে গোডাউনে কত কুইন্টাল সার আছে তার কোনও তথ্য নেই। উনি যেখান থেকে সার কেনেন তার বিলিও নেই বলে অভিযোগ। এই দুর্নীতির র‌্যাকেট ভাঙতে রাজ্যের কৃষি মন্ত্রী আরামবাগের পাশাপাশি বিভিন্ন জায়গায় সারের দোকানে হানা দেন। প্রসঙ্গত, এই স্টিং অপারেশনের প্রয়োজন হল কেন? আসলে দীর্ঘ ১৫ বছর ধরে সারা পশ্চিমবঙ্গ জুড়েই তৃণমূল সরকারের আমলে একটা দুর্নীতির রেকেট চলছিল। সরকারি আমলারা এসি ঘরে বসে সময় কাটাতেন আর সরকারি বেতন নিতেন। কৃষকদের স্বার্থে কোনও কাজ করেনি। তারা যদি সম্পর্ক রাখতেন অথবা এই সমস্ত অসাধু দোকানের বিরুদ্ধে আইনত ব্যবস্থা নিতেন তাহলে রাজ্যের মন্ত্রীকে স্টিং অপারেশন করতে হতো না। রাজ্যের কৃষি মন্ত্রী দুধকুমার মণ্ডল বলেন, 'চাষিরা যাতে এমআরপি রেটে সার পায় সেই জন্য রাজ্যব্যাপী অভিযান চালাচ্ছি। কৃষকরা অভিযোগ করছে, ন্যায্য মূল্যে সার পাওয়ার কথা বলা হলেও বাস্তবে হচ্ছিল না। আসলে আগের সরকার দুর্নীতির রেকেট করে রেখেছে। এই দোকানের মালিক একজন হোলসেলার ডিলার। তিনি খোলা বাজারে খুচরো সার বেশি দামে বিক্রি করছেন। সরকারি আইনকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে ব্যবসা করা এবং চাষীদের পকেট থেকে পয়সাটা কেড়ে নেওয়া। এর বিরুদ্ধে কঠোর আইনত ব্যবস্থা নেওয়া হবে। সরকারি আধিকারিকরা কতটা যত্নশীল তাও দেখা হবে।' অসাধু ব্যবসায়ী কাকুলি রায় বলেন, 'আমার হোলসেলের দোকান। কিন্তু বহু টাকা বাজারে বাকি পড়ে রয়েছে। তা আদায় করার জন্য দোকান খোলা রয়েছে। খুব কম বিক্রি হচ্ছে।' সব মিলিয়ে দুর্নীতির রেকেটকে ভাঙতে কৃষকদের ন্যায্য মূল্যে রাসায়নিক সার পৌঁছে দিতে রাজ্যের মন্ত্রী দুধকুমার মন্ডলের এই প্রয়াসকে সাধুবাদ জানায় এলাকার মানুষ।

## শিল্পাঞ্চলে বিনিয়োগে জোর

# মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে উদ্যোগপতিদের নিয়ে বৈঠকে শিল্প ও পূর্তমন্ত্রী

**নিজস্ব প্রতিবেদন, দুর্গাপুর:** রাজ্যে বিজেপি সরকার গঠনের পর থেকেই শিল্পায়নকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। একের পর এক শিল্প প্রকল্পের ঘোষণা, নতুন বিনিয়োগ টানতে জেলায় জেলায় উদ্যোগপতিদের সঙ্গে ধারাবাহিক বৈঠক করছে রাজ্য সরকার। ইতিমধ্যেই শ্যাম স্টিলের নতুন কারখানার ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। পাশাপাশি, রাজ্যে আমুলের কারখানা স্থাপনের কাজও এগোচ্ছে। এবার লক্ষ্য, প্রতিটি জেলায় নতুন শিল্প গড়ে তুলে কর্মসংস্থানের নতুন দিগন্ত খুলে দেওয়া। বৃহস্পতিবার পশ্চিম বর্ধমান জেলার শিল্পপতি, উদ্যোগপতি ও নবীন উদ্যোক্তাদের নিয়ে দুর্গাপুরের সিটি সেন্টারের একটি বেসরকারি হোটেলে বৈঠক করেন রাজ্যের শিল্পমন্ত্রী তাপস রায় এবং পূর্ত মন্ত্রী ডা. অজয় পোদ্দার, মন্ত্রী মৌমিতা বিশ্বাস, বিধায়ক চন্দ্রশেখর ব্যানার্জী। মন্ত্রী তাপস রায় জানান, 'দুর্গাপুরকে কেন্দ্র করে শিল্পপতি, উদ্যোগপতি ও নতুন উদ্যোক্তাদের সঙ্গে ধারাবাহিক আলোচনা চলছে। শুধু নতুন শিল্প নয়, দীর্ঘদিন ধরে বন্ধ হয়ে থাকা রাষ্ট্রায়ত্ত কারখানাগুলি পুনরুজ্জীবিত করতেও কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গেও আলোচনা হবে।'

# মদের দোকানে ভাঙচুর-বিক্ষোভ বাগদা ব্লক মতুয়া মহাসংঘের

**নিজস্ব প্রতিবেদন, বাগদা:** সরকার অনুমোদিত মদের দোকান সরানোর প্রতিবাদের মদের দোকানে ভাঙচুর বিক্ষোভ বাগদা ব্লক মতুয়া মহাসংঘের। দীর্ঘ সময় অবরুদ্ধ হেলেঞ্চা দত্তফুলিয়া সড়ক।ঘটনাস্থলে বাগদা থানার পুলিশ। উত্তর ২৪ পরগনার বাগদা ব্লকের হেলেঞ্চা গ্রাম পঞ্চায়েত অফিসের পাশে থাকা একটি সরকার অনুমোদিত মদের দোকান সরানোর প্রতিবাদে পথে নেমেছে বাগদা ব্লক মতুয়া মহাসঙ্ঘ। বৃহস্পতিবার দুপুরে হেলেঞ্চা উচ্চ বিদ্যালয়ের মাঠ থেকে হাতে প্ল্যাকার্ড ফেস্টুন নিয়ে প্রতিবাদ মিছিল শুরু করে মদের দোকানের সামনে উপস্থিত হয় আন্দোলনকারীরা। ভাঙচুর চালায় মদের দোকানের বাইরে। ঘটনাস্থলে বাগদা থানার পুলিশ কর্মীরা সহ বাগদা থানার ওসি পৌঁছে পরিস্থিতি সামাল দেয়।

# চুরি বন্ধ হতেই সরকারের আয় বেড়ে গেছে: দিলীপ ঘোষ

সেক্ষেত্রে পঞ্চায়েত ব্যবস্থার দুর্নীতির পাহাড় প্রকাশ্যে আসতে চলেছে। এদিন দিলীপ ঘোষ স্বভাব সিদ্ধ ভঙ্গিতে দুর্নীতি প্রকাশের যে ইঙ্গিত দিয়েছেন তাতে পঞ্চায়েত থেকে জেলা পরিষদের রাঘব-বোয়ালেরা যে আগামীতে জালে জড়াতে চলেছে সেটা প্রায় নিশ্চিত হতে চলেছে।

**নিজস্ব প্রতিবেদন, বারাসাত:** 'চুরি বন্ধ হতেই সরকারের আয় বেড়ে গেছে।' পঞ্চায়েতের ট্যাক্স কালেকশান নিয়ে বিগত তৃণমূল সরকারের দুর্নীতি ও বর্তমান বিজেপি সরকারের সাফল্য নিয়ে খুল্লামখুল্লা মন্তব্য পঞ্চায়েত মন্ত্রী দিলীপ ঘোষের। বৃহস্পতিবার বারাসাত রবীন্দ্রভবনে একটি অনুষ্ঠানে এসে এমনই মন্তব্য করেন তিনি। এদিন সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে পশ্চিমবঙ্গের পঞ্চায়েত, কৃষি বিপণন ও প্রাণীসম্পদ বিকাশ দপ্তরের মন্ত্রী বলেন, 'বিগত তৃণমূল সরকারের আমলে কর আদায় ঠিক ছিল না। সেক্ষেত্রে ঢিলেমী ছিল। চুরি করতো সবাই মিলে। মানুষ দিতে চেতনা, কারণ তারা হেরাজ হত। লোক ট্যাক্স দিচ্ছে বলে এখন সরকারের আয় বেড়ে গেছে। কর আদায়ের ক্ষেত্রে সরকারের ঘাটতি ছিল। সরকারের দালালরা খেয়ে নিত, পার্টির লোক খেয়ে নিত। মানুষকে কখনও বলা হয়নি ট্যাক্স দাও। সবাই চুরি করতো। চুরি বন্ধ করেছি, সরকারের আয় বেড়ে গেছে। স্বচ্ছতা আনতে সেল্ফহেল্প গ্রুপের অডিট হবে। পঞ্চায়েতে স্পেশাল অডিট শুরু হয়ে গেছে। সরকারি পয়সা যেখানে যেখানে গেছে সব অডিট হবে।' মন্ত্রী আরও বলেন, 'আগে এসব কিছুই হতো না, নেতারা মিলে সব চুরি করে খেত।' বলে কড়া মন্তব্য করেন দিলীপ ঘোষ। তার এদিনের মন্তব্য থেকে পরিস্কার যেখানে যেখানে দুর্নীতি হয়েছে তার পুঙ্খানুপুঙ্খ হিসাব জানতে চাইছেন পঞ্চায়েত মন্ত্রী। আগামীতে তিনি রাজ্যের সব পঞ্চায়েত থেকে জেলা পরিষদ সর্বক্ষেত্রেই যে যে দুর্নীতি হয়েছে তা প্রকাশ্যে আনতে চাইছেন। রাজনৈতিক মহলের দাবি,

**নীলাচল মিনারেলস লিমিটেড**
CIN: L10400WB1907PLC001722
রেজিঃ অফিস : ১৭, রয় স্ট্রিট, একতলা, কলকাতা-৭০০ ০২০
টেলি. নং ০৩৩ ৪০৬২ ৯১২৭
ই-মেল: neelachalkolkata@gmail.com
ওয়েবসাইট: www.neelachal.co.in

**বিজ্ঞপ্তি**

সেবি (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫ -এর রেগুলেশন ২৯ অনুসারে এতদ্দ্বারা আপনাদের জানানো হচ্ছে যে, কোম্পানির পরিচালন পর্ষদের সভা ১৪ অগস্ট, ২০২৬ তারিখ শুক্রবার সকাল ১১:০০টায় ১৭, রয় স্ট্রিট, একতলা, কলকাতা-৭০০০২০ -তে অবস্থিত কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিসে অনুষ্ঠিত হবে যেখানে অন্যান্য সবকিছুর মধ্যে ৩০ জুন, ২০২৬ -এ সমাপ্ত প্রথম ত্রৈমাসিকের কোম্পানির স্ট্যান্ডঅ্যালোন অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফল বিবেচনা এবং অনুমোদন করা হবে।

**নীলাচল মিনারেলস লিমিটেড**-এর পক্ষে
**স্বা/-**
তেজস দোশী
ডিরেক্টর

**স্থান: কলকাতা**
**তারিখ: ৩০ জুলাই, ২০২৬**

# গাজোলে তৃণমূল প্রধানের বিরুদ্ধে আর্থিক তছরুপের অভিযোগ

**নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা:** রাজ্যের পালাবদল হতেই একের পর এক দুর্নীতির ঘটনায় জড়িত হয়ে পড়ছেন তৃণমূলের নেতা ও কিছু জনপ্রতিনিধিরা। এবারে গাজোল ব্লকের করকচ গ্রাম পঞ্চায়েতের তৃণমূল দলের প্রধান ও এক ঠিকাদারের বিরুদ্ধে বিভিন্ন প্রকল্পের সরকারি প্রকল্পের টাকা আত্মসাৎ করার অভিযোগ উঠল। গত ৮ জুলাই এব্যাপারে স্থানীয় বিজেপি নেতৃত্ব গাজোল ব্লক প্রশাসনের কাছে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন। ইতিমধ্যে পুরো বিষয়টি নিয়ে তদন্ত চালানোর কথা জানিয়েছে প্রশাসন। যদিও অভিযোগ অস্বীকার করেছেন করকচ গ্রাম পঞ্চায়েতের তৃণমূল দলের প্রধান হবিবুর রহমান। পুলিশ ও প্রশাসনকে অভিযোগ পত্রে উল্লেখ হয়েছে, ওই ফান্ড থেকে ২০২৪ - ২০২৫ অর্থ বর্ষে প্রায় ৫০ লক্ষ টাকা আত্মসাৎ করেছে প্রধান এবং এক ঠিকাদার। এরা কোনও কাজ না করেই ভুয়ো বিল বানিয়েছে। অথবা কোথাও সামান্য কাজ করে নিজেদের প্রভাব খাটিয়ে অঞ্চল অফিসকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে। এতে করেই সরকারি অর্থ প্রায় ৫০ লক্ষ টাকা আত্মসাৎ করে নেওয়া হয়েছে। গাজোল ব্লক নেতা তথা উত্তর মালদার সাংগঠনিক সাধারণ সম্পাদক মনোতোষ মণ্ডলের অভিযোগ, তৃণমূল যে চোর বার বার প্রমাণিত হচ্ছে। ওই গ্রাম পঞ্চায়েতের মেনটেন এবং টিউবল রিপিয়ারিং খরচা দেখিয়ে, একাংশ সরকারি কর্মীদের চাপ দিয়ে টাকা আত্মসাৎ করে সংশ্লিষ্ট পঞ্চায়েত প্রধান এবং তার এক নিকট পরিচিত ঠিকাদার। ইতিমধ্যে প্রশাসনকে অভিযোগ জানানো হয়েছে। যদিও অভিযোগ অস্বীকার করেছে প্রধান। করকচ গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান হবিবুর রহমান বলেন, 'এই পঞ্চায়েত গঠন হওয়ার পর আমি প্রথম থেকে প্রধান ছিলাম না। কত দেড় বছর আগে প্রধানের দায়িত্ব পেয়েছি। এক বছরে পঞ্চদশ কমিশন ফান্ডে ৭০ থেকে ৮০ লক্ষ টাকা পাওয়া যায়। কিভাবে ৫০ লক্ষ টাকা তছরুপের অভিযোগ বিজেপি করেছে তা বলতে পারব না। তবে এটি সম্পূর্ণ উদ্দেশ্য প্রণোদিত। শুধুমাত্র পঞ্চায়েত প্রধানের বদনাম করতেই এই ধরনের পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। গাজোল ব্লক প্রশাসন জানিয়েছে, অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে পুরো বিষয়টি তদন্ত করে দেখা হচ্ছে।

## বৃক্ষরোপণ কর্মসূচির নতুন অধ্যায়

# আসানসোলের একাধিক স্কুলে 'সিড বল' নির্মাণ পড়ুয়াদের

**নিজস্ব প্রতিবেদন, আসানসোল:** দেশব্যাপী যখন বৃক্ষ রোপণ কর্মসূচি চলছে, তখন আসানসোলের কয়েকটি স্কুলের পড়ুয়ারা যৌথভাবে অভিনব উপায়ে, মাটির গোলক (সিড বল)-এর মাধ্যমে গাছের বীজ রোপন করার উদ্যোগ নিল। বৃহস্পতিবার আসানসোল দক্ষিণ বিধানসভার অন্তর্গত মহিসিলায় ননীগোপাল স্কুলে, বিভিন্ন স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে সিড বল ক্যাম্পের আয়োজন করা হয়।

এই ক্যাম্পের উদ্বোধন করেন রাজ্যের পৌর ও নগর উন্নয়ন মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পল। উল্লেখ্য, বিভিন্ন গাছের বীজ সংগ্রহ করে স্কুল পড়ুয়ারা সেই বীজ মাটির গোলকের মধ্যে ভরে তারা তৈরি করেছে সিড বল। এই বল যে এলাকায় পড়বে সেই এলাকায় গজিয়ে উঠবে রকমারি বৃক্ষ। এই বল বিভিন্ন এলাকায় ছড়িয়ে দিতে এগিয়ে এসেছে এক স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা। এই সংস্থার স্বেচ্ছাসেবকরা ছাত্র-ছাত্রীদের কাছ থেকে স্কুলের মাধ্যমে সিড বল সংগ্রহ করে, আসানসোল-বর্ধমান ও আসানসোল-ধানবাদ রুটের ট্রেনে চেপে যাত্রা পথে রেল লাইনের পার্শ্ববর্তী এলাকায় ছড়িয়ে দেবে। এবং এই ছড়িয়ে পড়া মাটির গোলক থেকে জন্ম নেবে বিভিন্ন প্রজাতির বৃক্ষ। অগ্নিমিত্রা পল বলেন, 'সারা দেশের মানুষ সমাজ সচেতন হয়ে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি আয়োজন করছে। কিন্তু বিভিন্ন স্কুলের বিশেষ করে প্রাথমিক স্তরে পাঠ্যরত ছাত্র-ছাত্রীরা সিড বলের মাধ্যমে নতুন উদ্ভিদ রোপন করার যে উদ্যোগ নিয়েছে তা সত্যি অকল্পনীয়। এবং তাদের এই উদ্যোগ সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষের কাছে এক নতুন বার্তা পৌঁছে দেবে।'

**GOVERNMENT OF WEST BENGAL**
**INFORMATION WANTED**

This is the Photograph of **Nandini Maity,** Father's Name -**Siddheshwar Maity**, of Vill- Haripur, PS- Namkhana, Dist.- South 24-Parganas, WB, who has been missing Since 25.03.2026 at about 15.00hrs, Residence under Namkhana PS, Description of this missing person is: **Age -** 17 Years, **Sex** - Female, **Complexion** - Fair, **Height** - 4 Feet, 6 Inch, **Language** - Bengali. Please Contact Officer in Charge, Missing Persons Bureau, C.I.D., West Bengal, Bhabani Bhaban, Kolkata-700027, Ph.No.-033-2450-6120.

**ICA- D1124(3)/2026**

**হরেরামপুর বানিয়াখালী সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিমিটেড**
**রেজি নং : ৮ & তারিখ : ২৮/০২/১৯৫৮**
**ঠিকানা গ্রাম: নাজিরপুর পো: ইসলামপুর ব্লক : ডোমকল জেলা : মুর্শিদাবাদ পিন : ৭৪২৩০৪**
**নির্বাচন বিজ্ঞপ্তি**

মাননীয় D.R.C.S মুর্শিদাবাদ রেঞ্জ মহাশয়ের আদেশ নামা 327 তা: 28/04/2026 অনুসারে আমি A.R.O এর দায়িত্বপ্রাপ্ত হয়েছি সমিতির বাইল (Bye-Law) অনুসারে নির্বাচনে মোট 9 জন ডিরেক্টর নির্বাচিত হবে। (তার মধ্যে সাধারণ : 6 জন, মহিলা : 2 জন ও ST/SC 1 জন)
চূড়ান্ত ভোটের তালিকায় ইতিমধ্যে প্রকাশিত হয়েছে। এই উদ্দেশ্যের নিম্নলিখিত সূচী অনুসারে আমাদের হরেরামপুর বানিয়াখালি সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতিতে আগামী 23/08/2026 তারিখের সমিতির নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। প্রত্যেক সদস্যকে উক্ত নির্বাচনে অংশগ্রহণ করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

| ক্র. নং | বিষয় | তারিখ | সময় | স্থান | ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক |
|---|---|---|---|---|---|
| ১. | মনোনায়ন পত্র গ্রহণ | 10/08/2026 ও 11/08/2026 | 11 টা থেকে 3 টা পর্যন্ত | সমিতির অফিসে | A.R.O. বা ম্যানেজার |
| ২. | মনোনায়ন পত্র পরীক্ষা | 13/08/2026 | 12 টা থেকে | সমিতির অফিসে | A.R.O. |
| ৩. | বৈধ মনোনয়ন পত্রের তালিকা | 13/08/2026 | 2.00 PM | সমিতির অফিসে | A.R.O. |
| ৪. | বৈধ প্রার্থীপদ প্রত্যাহার | 14/08/2026 | বেলা 2 টা পর্যন্ত | সমিতির অফিসে | A.R.O. বা ম্যানেজার |
| ৫. | প্রার্থী তালিকা প্রকাশ | 14/08/2026 | বেলা 2 টা পরে | সমিতির অফিসে | A.R.O. বা ম্যানেজার |
| ৬. | প্রয়োজনে প্রতীক বন্টন | 15/08/2026 | বেলা 12 টার সময় | সমিতির অফিসে | A.R.O. |
| ৭. | ভোট গ্রহণ | 23/08/2026 | 11 টা থেকে 3 টা পর্যন্ত | সমিতির অফিসে | A.R.O. |
| ৮. | ফল প্রকাশ | 23/08/2026 | ভোট শেষ হবার পর | সমিতির ভবন | A.R.O. |

**বি: দ্র:** ভোটের দিন ভোটারকে ভোটার কার্ড / আধার কার্ড বা যে কোন একটা পরিচয় পত্র আনতে হবে।

**A.R.C**
**Harerampur Banikhaly S.K.U.S. Ltd.**

# শ্রাবণী মেলায় পুণ্যার্থীদের কাছে টাকা আদায়ের অভিযোগ

**নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি:** এবার শ্রাবণী মেলাকে আকর্ষণীয় করে তুলতে চেষ্টার কোনও ত্রুটি রাখেনি নতুন সরকার। এর জন্য বরাদ্দ করা হয়েছে ১৫ কোটি টাকা। এবার শ্রাবণী মেলা উপলক্ষে তারকেশ্বর মন্দিরে শিবের মাথায় জল ঢালতে আসা পুণ্যার্থীদের বিশেষ সুবিধা পাইয়ে দেওয়ার নাম করে টাকা আদায়ের অভিযোগ উঠল। শ্রাবণী মেলাকে ঘিরে বিতর্ক কিছুতেই পিছু ছাড়ছে না। এই নিয়ে সরব হয়েছেন বহু শিবভক্ত। কেউ আবার সোশ্যাল মিডিয়ায় ভিডিয়ো (ভিডিয়োর সত্যতা যাচাই করা হয়নি) পোস্ট করে সমালোচনায় মুখর হয়েছেন। তাতে বিড়ম্বনায় পড়তে হচ্ছে শাসকদলের নেতাদের। শ্রাবণী মেলা শুরু হওয়ার আগে খোদ মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ঘোষণা করেছিলেন, ভক্তদের কাছ থেকে কোনও রকম ট্যাক্স কিংবা চাঁদা নেওয়া যাবে না। পুণ্যার্থীদের যাতে কোনও রকম অসুবিধা না হয়, তার ব্যবস্থা করবে সরকার। তার পরেও পুণ্যার্থীদের কাছ থেকে টাকা আদায়ের অভিযোগ ওঠায় বিভিন্ন মহলে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। অভিযোগ, সাধারণ ভক্তদের যেখানে ভগবান শিবের মাথায় জল ঢালার জন্য ঘণ্টার পর ঘণ্টা লাইনে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে হচ্ছে, সেখানে টাকা খরচ করলেই কাউকে দাঁড়াতেই হচ্ছে না। এই বিশেষ সুবিধা পাওয়ার জন্য ২০০-৫০০ টাকার কুপন (হলুদ রঙের) কাটতে হচ্ছে। কিন্তু প্রশ্ন উঠেছে, সেই টাকা কোথায় যাচ্ছে? এ ভাবে ভক্তদের কাছ থেকে টাকা তোলার অনুমতি কে বা কারা দিয়েছে? তা নিয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় সমালোচনার ঝড় উঠেছে। তারকেশ্বর মন্দিরের মোহন্ত সুরেশ্বর আশ্রম দণ্ডীস্বামী মহারাজ অবশ্য জানিয়েছেন, 'এটা প্রতি বছরই নেওয়া হয়। বিশেষ লাইনে দাঁড়ানোর জন্য আলাদা টিকিট কাটতে হয়। বাবার মন্দিরের খরচ-খরচা কোথা থেকে আসবে? মুখ্যমন্ত্রী শ্রাবণী মেলার জন্য ১৫ কোটি টাকা খরচ করেছেন। কিন্তু মন্দির কর্তৃপক্ষ তো কোনও টাকা পায়নি। তা হলে আমরা এই মন্দির কিংবা এস্টেট চালাব কী করে? আগের সরকার বার্ষিক বৃত্তি (বিশেষ অনুদান) বন্ধ করে রেখেছিল। নতুন সরকারও দেয়নি।' বিজেপির আরামবাগ জেলা সাংগঠনিক সভাপতি সুশান্ত বেরা বলেন, 'এরসঙ্গে আমাদের দলের কোনও কর্মী কিংবা প্রশাসনের লোকেরা যুক্ত নয়। এটা পুরোটাই মন্দির কর্তৃপক্ষের ব্যাপার। যাঁরা সরকারকে দোষারোপ করছেন, তাঁরা হয়তো সঠিক তথ্যটা জানেন না।'

# আন্তর্জাতিক সাঁতারুর পাশে রেশমি গ্রুপ

**নিজস্ব প্রতিবেদন, মেদিনীপুর:** আন্তর্জাতিক সাঁতারু আফরিন জাবির ক্যাটালিনা চ্যানেল জয় অভিযানে পাশে দাঁড়াল রেশমি গ্রুপ। অভিযানের জন্য সংস্থার পক্ষ থেকে ৫ লক্ষ টাকা আর্থিক সহায়তা দেওয়া হয়েছে। বৃহস্পতিবার জেলা প্রশাসনের তত্ত্বাবধানে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে আফরিনের হাতে আনুষ্ঠানিকভাবে চেক তুলে দেন রেশমি গ্রুপের কর্ণধার ভাস্কর চৌধুরী এবং জেলাশাসক বিজিন কৃষ্ণ। আফরিন এই সহযোগিতার জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে জানান, ক্যাটালিনা চ্যানেল পাড়ি দেওয়ার জন্য মোট খরচ হবে প্রায় ২৮ লক্ষ টাকা। সেই তুলনায় প্রাপ্ত অর্থ পর্যাপ্ত নয়। স্পন্সরশিপ না পেলে ক্যাটলিনা চ্যানেল পাড়ি দেওয়া সম্ভব নয়। আফরিন জানান, আন্তর্জাতিক এই অভিযানে অংশ নিতে ভ্রমণ, প্রশিক্ষণ, নিরাপত্তা ব্যবস্থা, কোচিং, লজিস্টিকসসহ একাধিক খাতে বিপুল অর্থের প্রয়োজন। তাই স্বপ্নপূরণের লক্ষ্যে তিনি সরকারি ও বেসরকারি সংস্থা, কর্পোরেট প্রতিষ্ঠান এবং শুভানুধ্যায়ীদের কাছে আর্থিক সহায়তার আবেদন জানিয়েছেন। রেশমি গ্রুপের এই উদ্যোগকে ক্রীড়াবিদদের পাশে দাঁড়ানোর একটি ইতিবাচক পদক্ষেপ হিসেবে দেখা হলেও, আফরিনের মতে তাঁর লক্ষ্য পূরণে এখনও বড় অঙ্কের অর্থের প্রয়োজন রয়েছে। পর্যাপ্ত স্পনসরশিপ নিশ্চিত হলেই তিনি বিশ্বের অন্যতম কঠিন ওপেন-ওয়াটার সাঁতারের চ্যালেঞ্জ ক্যাটালিনা চ্যানেল জয়ের লক্ষ্যে এগিয়ে যেতে পারবেন।

**লা ওপালা আরজি লিমিটেড**
CIN : L26101WB1987PLC042512
নিবন্ধিত কার্যালয়: ইকো সেন্টার, ৯ম তল, ইএম-৪, সেক্টর-৫, কলকাতা - ৭০০ ০৯১
ফোন নম্বর: +৯১ ৭৬০৪০ ৮৮৮১৪/৫/৬/৭, ইমেল: info@laopala.in, ওয়েবসাইট: www.laopala.in

**বিজ্ঞপ্তি**
**(ইক্যুইটি শেয়ারহোল্ডারদের অবগতির জন্য)**

এতদ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, **লা ওপালা আরজি লিমিটেড** ('কোম্পানি')-এর **৩৯তম বার্ষিক সাধারণ সভা ('এজিএম')** আগামী **বৃহস্পতিবার, ২৭ আগস্ট, ২০২৬ তারিখে দুপুর ২:০০ ঘটিকায় (আইএসটি) ভিডিও কনফারেন্সিং/আদার অডিও ভিজ্যুয়াল মিনস (ভিসি/ওএভিএম) মাধ্যমে** অনুষ্ঠিত হবে। কোম্পানি আইন, ২০১৩ ('আইন')-এর প্রযোজ্য বিধানাবলী এবং তদধীনে প্রণীত বিধিমালা, এবং কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রণালয় ('এমসিএ') কর্তৃক ৮ জুলাই, ২০২৬ তারিখের এজিএম বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত ব্যবসা পরিচালনার জন্য ২২ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখের সাধারণ সার্কুলার নং ০৩/২০২৫ অনুসারে, ন্যাশনাল সিকিউরিটিজ ডিপোজিটরি লিমিটেড ('এনএসডিএল') কর্তৃক সভাটি অনুষ্ঠিত হবে।

SEBI (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫ ('SEBI লিস্টিং রেগুলেশনস')-এর রেগুলেশন ৩৬(১) অনুযায়ী, বার্ষিক সাধারণ সভার (AGM) নোটিশ এবং বার্ষিক প্রতিবেদনের হার্ড কপি আবশ্যিকতা তুলে নেওয়া হয়েছে। সেই অনুযায়ী, ২০২৫-২৬ অর্থবছরের জন্য কোম্পানির AGM-এর নোটিশ এবং বার্ষিক প্রতিবেদন ইলেকট্রনিক মাধ্যমে (ইমেইলের সাহায্যে) সেইসব শেয়ারহোল্ডারদের কাছে পাঠানো হবে, যাদের ইমেইল ঠিকানা কোম্পানি / রেজিস্ট্রার অ্যান্ড ট্রান্সফার এজেন্ট (RTA) / ডিপোজিটরি পার্টিসিপেন্টস (DPs)-এর কাছে নথিভুক্ত রয়েছে। এছাড়া, SEBI লিস্টিং রেগুলেশনস-এর রেগুলেশন ৩৬(১)(বি) অনুযায়ী, যেসব সদস্যের ইমেইল ঠিকানা কোম্পানি/RTA/DPs-এর কাছে নথিভুক্ত নেই, তাদের কাছে একটি চিঠি পাঠানো হবে। এই চিঠিতে একটি ওয়েব-লিঙ্ক (সঠিক পাথ বা পথ-সহ) দেওয়া থাকবে, যার মাধ্যমে ২০২৫-২৬ অর্থবছরের নোটিশ এবং বার্ষিক প্রতিবেদনের সম্পূর্ণ বিবরণ দেখা বা সংগ্রহ করা যাবে। AGM-এর নোটিশ, ব্যাখ্যাসহ বিবৃতি এবং বার্ষিক প্রতিবেদন কোম্পানির ওয়েবসাইট **www.laopala.in**-এ আপলোড করা হবে; পাশাপাশি এগুলি NSDL-এর ওয়েবসাইট **www.evoting.nsdl.com** এবং যেসব স্টক এক্সচেঞ্জে কোম্পানির শেয়ার তালিকাভুক্ত রয়েছে অর্থাৎ **www.bseindia.com** ও **www.nseindia.com** সেখানেও পাওয়া যাবে। সদস্যরা শুধুমাত্র VC/OAVM মাধ্যম AGM-এ অংশগ্রহণ করতে পারবেন। AGM-এ যোগদানের বিস্তারিত নির্দেশাবলী এবং ই-ভোটিং প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের পদ্ধতি AGM-এর নোটিশেই উল্লেখ করা থাকবে। VC/OAVM-এর মাধ্যমে সভায় অংশগ্রহণকারী সদস্যদের আইনটির ১০৩ নম্বর ধারার অধীনে 'কোরাম' গঠনের ক্ষেত্রে গণ্য করা হবে।

**লভ্যাংশ ও রেকর্ড তারিখ:**

পরিচালনা পর্ষদ ৩০ মে, ২০২৬ তারিখে অনুষ্ঠিত সভায় ৩১ মার্চ, ২০২৬ তারিখে সমাপ্ত অর্থবছরের জন্য প্রতিটি ২ টাকা অভিহিত মূল্যের ইকুইটি শেয়ারের বিপরীতে ৫.০০ টাকা (অর্থাৎ ২৫০%) লভ্যাংশ প্রদানের সুপারিশ করেছে।

কোম্পানি **২০ আগস্ট, ২০২৬ (বৃহস্পতিবার)**-কে **"রেকর্ড তারিখ/কাট-অফ তারিখ"** হিসেবে নির্ধারণ করেছে। এই তারিখটি নির্ধারণ করা হয়েছে বার্ষিক সাধারণ সভায় সদস্যদের অনুমোদনের সাপেক্ষে ২০২৫-২৬ অর্থবছরের লভ্যাংশ প্রাপ্তির যোগ্যতা যাচাইয়ের জন্য এবং ৩৯তম বার্ষিক সাধারণ সভায় ভোটদান ও অংশগ্রহণের যোগ্য সদস্যদের চিহ্নিত করার জন্য। সেই অনুযায়ী, যেসব সদস্যের শেয়ার ফিজিক্যাল বা ভৌত আকারে রয়েছে এবং যাদের নাম ২০ আগস্ট, ২০২৬ তারিখে অফিস সময় শেষ হওয়া পর্যন্ত 'সদস্য রেজিস্টার'-এ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে; এবং যেসব সদস্যের শেয়ার ইলেকট্রনিক আকারে রয়েছে এবং যাদের নাম সংশ্লিষ্ট ডিপোজিটরি (অর্থাৎ NSDL ও CDSL) কর্তৃক প্রদত্ত 'বেনিফিশিয়াল হোল্ডার'-এর তালিকায় ওই একই তারিখে অফিস সময় শেষ হওয়া পর্যন্ত অন্তর্ভুক্ত রয়েছে তারা সবাই কোম্পানির ৩৯তম বার্ষিক সাধারণ সভায় ঘোষিত লভ্যাংশ পাওয়ার যোগ্য বলে বিবেচিত হবেন।

লভ্যাংশ প্রদানের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হারে উৎসস্থলে কর কর্তন করা হবে। বিস্তারিত তথ্যের জন্য অনুগ্রহ করে ১৬ জুলাই, ২০২৬ তারিখে শেয়ারহোল্ডারদের কাছে পাঠানো টিডিএস সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি এবং ৩৯তম বার্ষিক সাধারণ সভার নোটিশের সাথে সংযুক্ত 'নোটস' বা নির্দেশনাবলী দেখুন।

**ই-মেইল ঠিকানা নিবন্ধন:**

যেসব সদস্যের শেয়ার ভৌত আকারে রয়েছে এবং যারা এখনও তাদের ই-মেইল ঠিকানা হালনাগাদ বা নিবন্ধন করেননি, তাদের অনুরোধ করা হচ্ছে যথাযথভাবে পূরণ ও স্বাক্ষরিত 'ফর্ম আইএসআর-১' এর সাথে প্যান কার্ডের স্ব-প্রত্যয়িত অনুলিপি এবং ঠিকানার প্রমাণস্বরূপ যেকোনো একটি নথির (যেমন আধার কার্ড, ড্রাইভিং লাইসেন্স, ভোটার পরিচয়পত্র বা পাসপোর্ট) স্ব-প্রত্যয়িত অনুলিপি সংযুক্ত করে কোম্পানির আরটিএ মেসার্স মহেশ্বরী ডেটামেটিক্স প্রাইভেট লিমিটেড ঠিকানা: ২৩, আর.এন. মুখার্জি রোড, ৬ষ্ঠ তল, কলকাতা-৭০০০০১-এর কাছে জমা দিয়ে তা হালনাগাদ করার জন্য। এর ফলে সংশ্লিষ্ট সদস্যরা বার্ষিক প্রতিবেদন, নোটিশ এবং কোম্পানি কর্তৃক সময়ে সময়ে প্রেরিত অন্যান্য যোগাযোগ ইলেকট্রনিক বা ডিজিটাল মাধ্যমে গ্রহণ করতে পারবেন। যেসব সদস্যের শেয়ার ডিম্যাটেরিয়ালাইজড বা ইলেকট্রনিক আকারে রয়েছে, তাদের নিজ নিজ ডিপি-র কাছে ই-মেইল ঠিকানা নিবন্ধন বা হালনাগাদ করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

**লভ্যাংশ প্রাপ্তির জন্য ব্যাংক-সহ অন্যান্য তথ্য ও কেওয়াইসি নিবন্ধনের পদ্ধতি:**

সেবি-র মাস্টার সার্কুলার তারিখ ৬ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬ এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য সার্কুলার ও সেবি-র তালিকাভুক্তি বিধিমালার ১২ নম্বর প্রবিধান অনুযায়ী, ফিজিক্যাল বা ভৌত আকারে শেয়ার ধারণকারী শেয়ারহোল্ডারদের লভ্যাংশ শুধুমাত্র ইলেকট্রনিক পদ্ধতির মাধ্যমেই প্রদান করা হবে। সেই অনুযায়ী, সংশ্লিষ্ট সদস্যগণ কোম্পানি বা তাদের আরটিএ-র কাছে তাদের ফিজিক্যাল ফোলিও-র জন্য প্যান, যোগাযোগের বিবরণ (পিন কোড-সহ ডাক ঠিকানা ও মোবাইল নম্বর), ব্যাংক অ্যাকাউন্টের বিবরণ এবং নমুনা স্বাক্ষর ইত্যাদি জমা দেওয়ার পরেই এই অর্থ প্রদান করা হবে। এছাড়া, উক্ত আইনের ৭২ নম্বর ধারা এবং সেবি-র মাস্টার সার্কুলার অনুযায়ী, সদস্যদের ধারণ করা শেয়ারের ক্ষেত্রে নমিনেশন বা মনোনীত ব্যক্তি নিয়োগের সুবিধা রয়েছে। যেসব সদস্য এখনও নমিনেশন নিবন্ধন করেননি, তাঁদের 'ফর্ম নং SH-13' জমা দিয়ে তা নিবন্ধন করার অনুরোধ করা হচ্ছে। যেসব সদস্য নমিনেশন সুবিধা নিতে চান না অথবা বিদ্যমান নমিনেশন বাতিল বা পরিবর্তন করতে চান, তাঁরা যথাক্রমে 'ফর্ম ISR-3' বা 'ফর্ম SH-14' জমা দিতে পারেন। ফিজিক্যাল আকারে শেয়ার ধারণকারী সদস্যদের অনুরোধ করা হচ্ছে যেন তাঁরা যথাযথভাবে পূরণ ও স্বাক্ষরিত ফর্ম (যেমন প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ISR-1, ISR-2, ISR-3 বা SH-13) আরটিএ-র কাছে উপরে উল্লিখিত ঠিকানায় পাঠিয়ে অথবা তাঁদের নিবন্ধিত ইমেল আইডি থেকে **contact@mdplcorporate.com**-এ ইমেল করে প্যান, কেওয়াইসি, নমিনেশন এবং ব্যাংক সংক্রান্ত তথ্য জমা দেন।

যাদের শেয়ার 'ডিম্যাটেরিয়ালাইজড' (ইলেকট্রনিক) আকারে রয়েছে, সেইসব শেয়ারহোল্ডারদের অনুরোধ করা হচ্ছে যেন তারা সরাসরি তাদের নিজ নিজ ডিপোজিটরি পার্টিসিপ্যান্টের (DP) কাছে তাদের সম্পূর্ণ ব্যাংক সংক্রান্ত তথ্য হালনাগাদ করেন। অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন, যাদের শেয়ার 'ফিজিক্যাল' আকারে রয়েছে, তাদের ক্ষেত্রে ব্যাংক সংক্রান্ত তথ্যসহ প্রয়োজনীয় কেওয়াইসি তথ্য আরটিএ-র কাছে হালনাগাদ করা না হলে ভবিষ্যতে প্রদেয় লভ্যাংশ আটকে রাখা হতে পারে।

লভ্যাংশ প্রাপ্তিতে বিলম্ব এড়াতে শেয়ারহোল্ডারদের অনুরোধ করা হচ্ছে যেন তারা নিশ্চিত করেন যে শেয়ার 'ডিম্যাটেরিয়ালাইজড' আকারে থাকলে ডিপি-র কাছে এবং 'ফিজিক্যাল' আকারে থাকলে আরটিএ-র কাছে তাদের ব্যাংক সংক্রান্ত তথ্য হালনাগাদ করা হয়েছে।

**ই-ভোটিং সংক্রান্ত তথ্য:**

কোম্পানি তার শেয়ারহোল্ডারদের জন্য এনএসডিএল-এর ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত ইলেকট্রনিক ভোটিং প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে 'রিমোট ই-ভোটিং'-এর সুবিধা প্রদান করবে। এছাড়া, বার্ষিক সাধারণ সভায় অংশগ্রহণকারী যেসব শেয়ারহোল্ডার আগে 'রিমোট ই-ভোটিং'-এর মাধ্যমে ভোট দেননি, তাদের জন্যও ইলেকট্রনিক ভোটিংয়ের ব্যবস্থা থাকবে। এ সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তিতে এবং কোম্পানির ওয়েবসাইট **www.laopala.in**-এ পাওয়া যাবে।

কোম্পানির সকল সদস্যের অবগতি ও সুবিধার্থে এবং এমসিএ-র প্রযোজ্য সার্কুলার ও সেবি-র তালিকাভুক্তি সংক্রান্ত বিধিমালা মেনে এই বিজ্ঞপ্তিটি জারি করা হচ্ছে।

**বোর্ডের আদেশক্রমে,**
**লা ওপালা আরজি লিমিটেড-এর পক্ষে**
**স্বা/-**
**জিৎ রায় চৌধুরী**
**কোম্পানি সেক্রেটারি**

**তারিখ: ৩০ জুলাই, ২০২৬**
**স্থান: কলকাতা**

# রক্তের সংকট মেটাতে উদ্যোগী বাঁকুড়া জেলা পুলিশ

**নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া:** এদিন বাঁকুড়া জেলা পুলিশের পক্ষ থেকে বাঁকুড়া পুলিশ লাইনে রক্তের সংকট মেটাতে রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়। এই শিবিরে পুলিশ কর্মীরা রক্তদান করেন রক্তের সংকট মেটানোর জন্য। এই কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন বাঁকুড়া বিধানসভার বিধায়ক নীলাদ্রি শেখর দানা-সহ বাঁকুড়া জেলা পুলিশের পুলিশ সুপার-সহ অন্যান্য পুলিশের শীর্ষ আধিকারিক এবং অন্যান্য পুলিশ কর্মীরা। বিধায়ক নীলাদ্রি বাবু তাঁর বক্তব্যে বলেন, 'রক্তদান এক মহতি প্রচেষ্টা যেখানে একটি মুমূর্ষু রোগী কেউ বাঁচানো যায়।' জেলা পুলিশের এই কর্মসূচি তিনি সাধুবাদ করেন।

# বাবাকে বামপন্থী-তকমায় বন্ধ ছিল প্রশিক্ষণ সাঁতারু সায়নীকে বিজেপি বিধায়কের আহ্বান

**নিজস্ব প্রতিবেদন, কালনা:** ছয় সমুদ্র পার করা সাঁতারু সায়নী দাস, কালনা পুরসভার সুইমিং পুল ব্যবহার করতে পারে না। কারণ তার বাবা বাম কর্মী। অভিযোগ বাবা বাম কর্মী হওয়ায় তৃণমূল বিধায়ক তার জন্য বন্ধ করে দিয়েছিল সুইমিং পুলের গেট। তবে রাজ্যে সরকার বদলেছে, এবার কালনার বিজেপি বিধায়ক সেই সুইমিং পুলের গেট খুলে সায়নীকে প্যাকটিস করার আহ্বান জানালো। কালনা শহরের বাসিন্দা সায়নী দাস ইতিমধ্যেই ইংলিশ চ্যানেল-সহ ছ'টি চ্যানেল পার করেছে। পেয়েছে জাতীয় পুরস্কার। সেই সায়নীর ২০১৫ সালের পর থেকে কালনা শহরের পুরসভার একমাত্র সুইমিংপুলে ঢোকার উপর নিষেধাজ্ঞা জারি ছিল। তাই বাধ্য হয়েই সায়নিকে কালনা শহরের বিভিন্ন পুকুরে গিয়ে এখনো প্র্যাকটিস করতে হয়। সায়নীর অভিযোগ, তিনি রাজনীতির শিকার। পেশায় প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক সায়নীর বাবা রাধেশ্যাম দাসের বক্তব্য, তিনি সিপিএম ঘরানার কর্মী। সেই কারণেই প্রাক্তন তৃণমূল বিধায়ক দেবপ্রসাদ বাগ সায়নীকে সুইমিংপুলে ঢুকতে বাধা দিত। তাই সায়নীর মতো প্রতিভাবান সাঁতারুকে পুকুরে সাঁতার কাটতে বাধ্য হয়। কালনার বিজেপির বিধায়ক সিদ্ধার্থ মজুমদার সুইমিং পুলে সায়নীর নিষেধাজ্ঞার খবর পেয়েই ছুটে যান তার বাড়িতে। বৃহস্পতিবার সকালে তাকে ডেকে পাঠানো হয় পুরসভার সুইমিংপুলের সামনে। সেখানেই দেখা যায় বিজেপি বিধায়ক সুইমিংপুলের গেট খুলে সায়নীকে আবার নতুন করে প্র্যাকটিস করার জন্য অনুরোধ করেন।

## পাঁচ বছর পরও অধরা পুনর্বাসন

# মন্ত্রীর আশ্বাসেই আনন্দ-হাওয়া হরিশপুরে

**নিজস্ব প্রতিবেদন, অন্ডাল:** ধসের পর রাস্তা অবরোধ, ভোট বয়কট সব আন্দোলনের পরও মেলেনি স্থায়ী সমাধান। ইসিএলের তৈরি ফ্ল্যাট প্রত্যাখ্যান গ্রামবাসীদের, মুখ্যমন্ত্রী ও কয়লামন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনার আশ্বাস অগ্নিমিত্রা পলের।

১৬ জুলাই, ২০২০ পশ্চিম বর্ধমানের অন্ডাল ব্লকের হরিশপুর গ্রামে আচমকা ভূমিধস। মুহূর্তে বদলে যায় কয়েকশো মানুষের জীবন। নিরাপত্তাহীন হয়ে পড়ে গোটা গ্রাম। তারপর কেটে গিয়েছে পাঁচ বছর। এই সময় পুনর্বাসনের দাবিতে একাধিকবার রাস্তা অবরোধ, প্রশাসনের দ্বারস্থ হওয়া থেকে শুরু করে ভোট বয়কটের মতো চরম সিদ্ধান্তও নিয়েছেন গ্রামবাসীরা। তবুও আজও মেলেনি স্থায়ী পুনর্বাসনের নিশ্চয়তা। বৃহস্পতিবার সেই দীর্ঘদিনের অচলাবস্থা কাটানোর চেষ্টা হিসেবে অন্ডালের কাজী নজরুল ইসলাম বিমানবন্দর সংলগ্ন পুনর্বাসন প্রকল্প এলাকায় একটি কমিউনিটি হলে হরিশপুর গ্রামের বাসিন্দাদের নিয়ে বৈঠক করেন রাজ্যের নারী, শিশু ও সমাজকল্যাণ এবং পুর ও নগরোন্নয়ন দপ্তরের মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পল। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন রানিগঞ্জের বিধায়ক পার্থ ঘোষ, এডিডিএ-র আধিকারিক, ইস্টার্ন কোলফিল্ডস লিমিটেড (ইসিএল)-এর শীর্ষ আধিকারিকেরা এবং প্রশাসনের প্রতিনিধিরা। হরিশপুর-সহ ধসপ্রবণ একাধিক গ্রামের পুনর্বাসনের জন্য ইসিএল বিমানবন্দর সংলগ্ন এলাকায় বহুতল আবাসন নির্মাণ করেছে। কিন্তু সেই ফ্ল্যাটই এখন পুনর্বাসনের পথে সবচেয়ে বড় বাধা। গ্রামবাসীদের অভিযোগ, ফ্ল্যাটগুলি অত্যন্ত ছোট, নির্মাণের গুণমানও নিম্নমানের। খোলা পরিবেশে বসবাসে অভ্যস্ত মানুষদের জন্য ওই আবাসন কোনওভাবেই উপযুক্ত নয়। তাই পুনর্বাসনের প্রস্তাব থাকা সত্ত্বেও অধিকাংশ পরিবার সেখানে যেতে রাজি নন। বৈঠকে গ্রামবাসীরা স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দেন, বিমানবন্দর এলাকার ফ্ল্যাট নয়, তারা চান জমি-সহ পুনর্বাসন প্রকল্পের আদলে জমি-সহ বসবাসযোগ্য বাড়ি। তাদের বক্তব্য, শুধু মাথা গোঁজার ঠাঁই নয়, জীবন-জীবিকা ও সামাজিক পরিবেশের বিষয়টিও সমান গুরুত্বপূর্ণ। গ্রামবাসীদের বক্তব্য শোনার পর মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল বলেন, 'এই বিষয়টি নিয়ে আমি ইসিএল কর্তৃপক্ষ, মুখ্যমন্ত্রী এবং কেন্দ্রীয় কয়লামন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনা করব। গ্রামের মানুষ খোলামেলা পরিবেশে থাকতে অভ্যস্ত। যে ধরনের ফ্ল্যাট তৈরি হয়েছে, তা তাঁদের উপযুক্ত নয়। কীভাবে তাঁদের জন্য গ্রহণযোগ্য পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা যায়, তা নিয়ে গুরুত্ব দিয়ে আলোচনা হবে।' তিনি আরও বলেন,'অন্ডালের কাজী নজরুল ইসলাম বিমানবন্দরকে ঘিরে রাজ্য সরকারের দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা রয়েছে। বিমানবন্দরটিকে একটি আন্তর্জাতিক মানের বিমানবন্দর হিসেবে গড়ে তোলার ভাবনা রয়েছে। সেই লক্ষ্য সামনে রেখেই গোটা এলাকার পরিকাঠামোগত উন্নয়ন হবে।' তবে উন্নয়নের স্বার্থে স্থানীয় মানুষের স্বার্থ যাতে ক্ষুণ্ণ না হয়, সেই দিকেও নজর দেওয়া হবে বলে আশ্বাস দেন তিনি। একই সঙ্গে পূর্বতন সরকারের বিরুদ্ধে তোপ দেগে মন্ত্রী বলেন, 'আগের সরকার নানা প্রকল্পে দুর্নীতি করেছে। পুনর্বাসনের ক্ষেত্রেও পরিকল্পনার অভাব ছিল। ফলে আজ মানুষ সমস্যায় পড়ছেন।' তবে বৈঠক শেষে গ্রামবাসীদের প্রতিক্রিয়ায় স্পষ্ট, আশ্বাস মিললেও সংশয় কাটেনি। হরিশপুরের এক বাসিন্দার কথায়, 'বৈঠক পুরোপুরি ব্যর্থ নয়। মন্ত্রী আমাদের কথা শুনেছেন এবং বিষয়টি নিয়ে উদ্যোগের আশ্বাস দিয়েছেন। কিন্তু যতক্ষণ না বাস্তবে গ্রহণযোগ্য পুনর্বাসন হচ্ছে, ততক্ষণ আমরা নিশ্চিন্ত হতে পারছি না।' পাঁচ বছরের অপেক্ষার পরও তাই হরিশপুরের মানুষের সামনে এখনও একই প্রশ্ন; আশ্বাসের পুনর্বাসন, না কি বাস্তবের ঠিকানা? আন্দোলনের পথ পেরিয়ে এ দিনের বৈঠক নতুন করে আশার আলো দেখালেও, স্থায়ী সমাধানের দাবিতে গ্রামবাসীদের দীর্ঘ প্রতীক্ষা যে এখনও শেষ হয়নি, তা স্পষ্ট।

# জুট কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়ার উদ্যোগে জুট দিবস পালন

**নিজস্ব প্রতিবেদন, নদিয়া:** পশ্চিমবঙ্গের নদিয়া জেলার চাকদহের শ্রীনগরে জমকালো অনুষ্ঠানের মাধ্যমে পালিত হল পাট দিবস ২০২৬। প্রথম বছর মুর্শিদাবাদে যে ব্যাপক সাড়া মিলেছিল তার প্রতিচ্ছবি ধরা পড়ল নদিয়ার চাকদহে। এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন টেক্সটাইল মন্ত্রকের যুগ্মসচিব শ্রীমতি পদ্মীনি সিংলা। জুট করপোরেশন অফ ইন্ডিয়া এমডি এস কে পানিগ্রাহী, জে সি আই-য়ের ফিন্যান্স ডিরেক্টর কৌশিক রক্ষিত, জুট কমিশনার নিরাজ কুলহারি এবং ন্যাশনাল জুট বোর্ডের সচিব শশীভূষণ সিং। নদিয়ায় এই অনুষ্ঠানে সংবর্ধিত করা হয় পাঠ চাষিদের। তাদের হাতে তুলে দেওয়া অত্যাধুনিক পাঠের সামগ্রী , বীজ এবং নৃত্যপ্রয়োজনী চাষের সরঞ্জাম। রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তের পাট চাষিরা এদিন যোগ দেন এই পাট দিবসে। কয়েকজন পাট চাষি এই সেমিনারে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বলেন, 'এখনকার দিনে পাট চাষ করতে গিয়ে আমাদের নানা সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। ঠিকমতো জল পাওয়া যায় না এটা বড় সমস্যা। পাট পচানোর জন্য নির্দিষ্ট পুকুর পাওয়া যায় না। অনেক টাকা দিয়ে ভাড়া করে জলাশয় নিতে হয়। খরচও অনেক বেড়ে গিয়েছে লাভ কম। জুট কর্পোরেশনের পক্ষ থেকে কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতিনিধিরা বলেন, কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ থেকে জুট মন্ত্রক সব

সময় পাট চাষিদের পাশে সব সময় আছে। তাঁরা বলেন, যে এলাকায় পাট চাষ হচ্ছে সেখানে কার্বন-ডাই-অক্সাইডকে সরিয়ে দিচ্ছে পাটগাছ এবং অক্সিজেন দিচ্ছে এটা বড় উপকার, কমনওয়েলথ গেমসে পাট জাতো জিনিসপত্র ভারত থেকে অনেক গিয়েছে এখন আধুনিক প্রযুক্তির সাহায্য নেওয়া হয়েছে পাট চাষ করার জন্য। কম খরচে যাতে বেশি লাভ করা যায়। পাটের জিনিসপত্র চটের ব্যাগ, বস্তা বেশি করে উৎপাদন করার দিকে লক্ষ্য রাখা হয়েছে। যেটা সাধারণ মানুষের ক্ষেত্রে উপকার হবে। রাজ্যের নানা জেলা থেকে কৃষকরা এই সেমিনারে আসেন।

# রিষড়ায় প্যান ইন্ডিয়ায় প্রতারণা চক্রের পর্দাফাঁস

**নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি:** ফের চন্দননগর পুলিশ কমিশনারেটের সাফল্য,রিষড়ায় বসে প্যান ইন্ডিয়ায় প্রতারনা চক্র, পর্দাফাঁস করল চন্দননগর পুলিশ। বাংলা বিহার ওড়িশা, অন্ধ্রপ্রদেশ, কর্নাটক একেবারে প্যান ইন্ডিয়ার প্রতারকরা এক জায়গায় জড়ো হয়ে দেশের বিভিন্ন রাজ্যের মানুষকে প্রতারণা করছিল। রিষড়ার ফ্ল্যাট থেকে গ্রেপ্তার করা হল তাদের। ধৃত ৯ জন। তাদের কাছ থেকে উদ্ধার করা হয়েছে ২১টি মোবাইল ফোন, ১৬টি ডেবিট কার্ড, ৩ টে পাশ বই, ৩ টে চেক বই, ১টি মেট্রো কার্ড। বৃহস্পতিবার চন্দননগর পুলিশের ডিসিপি শ্রীরামপুর অর্নব বিশ্বাস রিষড়া থানায় সাংবাদিকদের জানান, 'বেশ কিছুদিন ধরে এই প্রতারকরা রিষড়া তিনটি ফ্ল্যাট ভাড়া নিয়ে থাকছিল। ফোন করে প্যান ইন্ডিয়ায় প্রতারণা চক্র চালাচ্ছিল। রিষড়া থানার ওসি পরমেশ্বর প্রামানিক গোপন সূত্রে খবর পেয়ে পুলিশ নিয়ে ওই তিনটি ফ্ল্যাটে হানা দেয় বুধবার রাতে। দুটি ফ্ল্যাট থেকে নয়জনকে গ্রেপ্তার করে।'

# 'মমতা কি জানতেন না টুলু মণ্ডলের কীর্তি?' বিস্ফোরক অগ্নিমিত্রা পল

**নিজস্ব প্রতিবেদন, আসানসোল:** অনুব্রত ঘনিষ্ঠ টুলু মণ্ডলের আত্মীয় মিনার মণ্ডলের ডেরা থেকে বিপুল পরিমাণ টাকা ও সোনা উদ্ধারের ঘটনায় বিস্ফোরক মন্তব্য করলেন পৌর ও নগর উন্নয়ন মন্ত্রী তথা বিজেপি নেত্রী অগ্নিমিত্রা পল। আসানসোলে এক অনুষ্ঠানে যোগ দিতে এসে টুলু মণ্ডল প্রসঙ্গে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, 'এই চুরির কথা তৃণমূলের শীর্ষ নেতৃত্ব আগে থেকেই জানতেন। বালি, পাথর ও কয়লা পাচারের কোটি কোটি টাকা সরকারি রাজকোষে না গিয়ে, গিয়েছে শাসকদলের নিজস্ব ফান্ডে ও ব্যক্তিস্বার্থে। সাধারণ মানুষকে ধোঁকা দিয়ে রাজ্যকে লুঠ করা হয়েছে।' তিনি আরও বলেন, 'মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাই অনুব্রত মণ্ডল ও কাজল শেখ যারা নিজেদেরকে বীরভূমের বাঘ বলে পরিচয় দিতেন, যারা এখন ইঁদুর হয়ে গেছে, তারা কি জানতেন না টুলু মণ্ডলের এই কীর্তির কথা।' অগ্নিমিত্রা পল বলেন, 'মুখ্যমন্ত্রীর জিরো টলারেন্স নীতিতে কেউ ছাড়া পাবে না। দোষীদের কঠোর থেকে আইনসঙ্গত ভাবে কঠোরতর শাস্তি ভোগ করতে হবে।'

# সমকাজে সমবেতনের দাবিতে বিএমএসের বিক্ষোভ সভা

**নিজস্ব প্রতিবেদন, দুর্গাপুর:** সমকাজের জন্য সমবেতন, শ্রমিকদের ন্যায্য সুযোগ-সুবিধা এবং শ্রম আইন কার্যকর করার দাবিতে বৃহস্পতিবার দুর্গাপুরের এবিএল শিল্পাঞ্চলের একটি বেসরকারি কারখানার গেটের সামনে বিক্ষোভ ও প্রতিবাদ সভার আয়োজন করল ভারতীয় মজদুর সংঘ (বিএমএস)। সভায় উপস্থিত ছিলেন দুর্গাপুর পূর্বের বিধায়ক চন্দ্রশেখর বন্দ্যোপাধ্যায়, বিজেপি ও বিএমএস-এর একাধিক নেতা-কর্মী এবং বিপুল সংখ্যক শ্রমিক। সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে বিধায়ক চন্দ্রশেখর বন্দ্যোপাধ্যায় শ্রমিকদের অধিকার রক্ষার প্রশ্নে সরব হয়ে বলেন, 'শ্রমিকদের ন্যায্য সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করতে হবে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির প্রণীত নতুন শ্রম কোড এই কারখানাতেও কার্যকর করতে হবে। কোনও শ্রমিক যেন বঞ্চিত না হন, তা নিশ্চিত করা কর্তৃপক্ষের দায়িত্ব। সম কাজের জন্য সম বেতন প্রদান বাধ্যতামূলক হওয়া উচিত।' বিএমএস নেতৃত্বের অভিযোগ, একই ধরনের কাজ করেও বহু শ্রমিক বেতন বৈষম্যের শিকার হচ্ছেন। সভা থেকে নেতৃত্বের স্পষ্ট বার্তা দেয়, শ্রমিকদের স্বার্থ রক্ষায় তাদের আন্দোলন ভবিষ্যতেও অব্যাহত থাকবে। প্রয়োজনে বৃহত্তর আন্দোলনের পথেও হাঁটার ইঙ্গিত দেন সংগঠনের নেতারা। শ্রমিকদের দাবি দ্রুত মেনে নিয়ে শিল্পাঞ্চলে সুস্থ কর্মপরিবেশ ও ন্যায্য মজুরি ব্যবস্থা নিশ্চিত করার আহ্বানও জানানো হয়।

*চন্দ্রকোনার শ্রীনগরে মা শুভলা কোল্ড স্টোরেজের উদ্যোগে আয়োজিত রক্তদান শিবিরে উপস্থিত পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার স্পিকার রথীন্দ্রনাথ বসু এবং রাজ্যের কৃষিমন্ত্রী দুধকুমার মণ্ডল। রক্তের সংকট মোকাবিলায় এই মানবিক উদ্যোগের ভূয়সী প্রশংসা করেন তাঁরা।*


**ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া Bank of India BOI — Relationship beyond Banking**
**ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া বারাসাত জোনাল অফিস**
এস্টেট অ্যান্ড প্রেমিসেস ডিপার্টমেন্ট
৩য় তল, ডিডি-২, সল্টলেক, সেক্টর- ১, কলকাতা- ৭০০০৬৪, টেলি- ০৩৩-২৩৩৭০০১৫

**ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, শান্তিপুর শাখার জন্য নতুন প্রেমিসেসের প্রয়োজন**

**ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, বারাসাত অঞ্চল দীর্ঘমেয়াদি ইজারাভিত্তিতে নতুন প্রেমিসেসের জন্য নদিয়া জেলার শান্তিপুর শাখার প্রস্তাব আহ্বান করছে। বিশদ বিজ্ঞপ্তি আমাদের ওয়েবসাইটে www.bankofindia.bank.in উপলব্ধ। দরখাস্ত জমার শেষ তারিখ ০৭.০৮.২০২৬, দিবা ৩ ঘটিকা পর্যন্ত। যে কোনও সংশোধনী/ সংযোজনী/ বিজ্ঞপ্তি কেবলমাত্র উক্ত ওয়েবসাইটে প্রকাশিত হবে।**

তারিখ: ৩১.০৭.২০২৬ — (জোনাল ম্যানেজার) বারাসাত অঞ্চল



**KVB Karur Vysya Bank — Smart way to bank**
কলকাতা-বালিগঞ্জ শাখা
১ম তল, পিএস টাওয়ার্স, ১৩ বন্ডেল রোড, বালিগঞ্জ, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ৭০০০১৯
ইমেল আইডি ballygunge.kvb.bank.in ফোন নং ৯০৮০৯৭৭৭৫৯

**সেফ ডিপোজিট লকার ভেঙে খোলার সাধারণ নোটিশ**

নিম্নোক্ত গণ বালিগঞ্জ শাখায় সেফ ডিপোজিট লকার সুবিধা গ্রহণ করেছিলেন কিন্তু একাধিকবার দ্য কারুর বৈশ্য ব্যাঙ্কের পক্ষে নোটিশ দেওয়া সত্ত্বেও নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে নবীকরণ করতে ব্যর্থ হন গ্রাহক। সংশ্লিষ্ট ভাড়াকারী লকারের বকেয়া ভাড়া দিতে ব্যর্থ হওয়ায় -আমরা ১৮.০৮.২০২৬ তারিখ বেলা ১১ টার সময়ে উক্ত লকার ভেঙে খুলতে বাধ্য হব।
সংশ্লিষ্ট সাধারণ বিজ্ঞপ্তি উত্তরাধিকারী/প্রযোজ্য মতে ভাড়াকারীর আইনি উত্তরাধিকারীগণের প্রতি : আরও অবগত করা হচ্ছে যে দ্য কারুর বৈশ্য ব্যাঙ্ক লি কর্তৃপক্ষ কোনও আগাম নোটিশ না দিয়েই লকার ভেঙে খোলার তারিখ পরিবর্তন করতে পারেন।

| ক্রম নং | শাখার নাম | উত্তরাধিকারীগণের নাম | লকার নং | বকেয়া পরিমাণ(টা) |
|---|---|---|---|---|
| ১. | বালিগঞ্জ | হরদীপ সিং থাকহার | ৩১০৩০০১এ০২৬ | ৭০৮০ |

তারিখ : ৩১.০৭.২০২৬ — অনুমোদিত অফিসার
স্থান : বালিগঞ্জ — দ্য কারুর বৈশ্য ব্যাঙ্ক লি.



**SBI — এসবিআই ইন্দা শাখা (০৫১৫৫)**
ও.টি. রোড, পোঃ- ইন্দা, খড়্গপুর, জেলা-পশ্চিম মেদিনীপুর, পিন-৭২১৩০৫, ই-মেল-sbi.05155@sbi.co.in

**যানবাহন নিলামের বিজ্ঞপ্তি**

**ক্ষমতাপ্রাপ্ত আধিকারিকের বিবরণ: নাম: অমর নাথ নস্কর, মোবাইল: ৮৩৭৩০৫৩৬৪০, ই-মেল: sbi.05155@sbi.co.in**

ব্যাংকের কাছে বন্ধক রাখা পুরনো বাজেয়াপ্ত গাড়ি/যানবাহন আগামী **১০.০৮.২০২৬ (সোমবার)** প্রকাশ্য নিলামে বিক্রি করা হবে। প্রকাশ্য নিলাম অনুষ্ঠিত হবে **সকাল ১১:০০ টা থেকে দুপুর ২:০০ টা পর্যন্ত এসবিআই ইন্দা শাখা, ও.টি. রোড, পোঃ- ইন্দা, খড়্গপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর, পিন-৭২১৩০৫, যোগাযোগ নম্বর- ৮৩৭৩০৫৩৬৪০ / ৯৭৩২৬৪৭০৯৫**-এ।
যানবাহনের বিবরণ:

| ক্রম নং | যানবাহনের বিবরণ | গাড়ি পরিদর্শনের তারিখ সময় ও স্থান | দর বৃদ্ধির পরিমাণ (টাকায়) | সংরক্ষিত মূল্য (টাকায়) |
|---|---|---|---|---|
| ১. | **মেক ও মডেল:** HYUNDAI MOTOR INDIA LTD. **EXTER 1.2MT KAPPA SX। রেজিস্ট্রেশন নং:** WB-32AS2082, **ইঞ্জিন নম্বর:** G4LARM884096, **চ্যাসিস নম্বর:** MALB381CLRM074392, **রেজিস্ট্রেশনের তারিখ:** ২৩.০৮.২০২৪, **মালিকের নাম: শুভাশিস পাল** | **০৫.০৮.২০২৬ (বুধবার) দুপুর ১:০০ টা থেকে বিকেল ৪:০০ টা।** জয় ভারত কর্পোরেশন, রূপনারায়ণপুর (এনএইচ ৬ খড়্গপুর) | ১,০০০.০০ টাকা | **৪,৬৯,০০০ লাখ টাকা (জিএসটি সহ)** |

**বিশেষ দ্রষ্টব্য: প্রযোজ্য হার অনুযায়ী এই মূল্যের মধ্যে জিএসটি (GST) অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।**
সমস্ত গাড়ি **"যেখানে যেমন আছে" এবং "যে অবস্থায় আছে"** শর্তে নিলাম করা হবে।
a) আগ্রহী ক্রেতাদের নির্ধারিত ফর্মে তাঁদের দর এবং সংরক্ষিত মূল্যের ন্যূনতম ১০% সমপরিমাণ বায়ানার অর্থ **(EMD টাকা ৪৬,৯০০.০০) "SBI Inda Branch"-এর অনুকূলে ডিমান্ড ড্রাফটের মাধ্যমে ০৭.০৮.২০২৬ তারিখ দুপুর ৩:০০ টার মধ্যে** ঘটনাস্থলে জমা দিতে হবে। **কোনো নগদ অর্থ গ্রহণ করা হবে না।** তাদের আরও অনুরোধ করা হচ্ছে যে, তারা যেন মূল পরিচয়পত্র এবং প্রয়োজনীয় ফটোকপি "বিড আবেদনপত্র"-এর সাথে জমা দেওয়ার জন্য নিলামস্থলে সঙ্গে নিয়ে আসেন। সফল দরদাতাদের পুরো দর হাঁকার অর্থ প্রদানের পর ব্যাংক থেকে **"বিক্রয় শংসাপত্র"** নেওয়ার সময় দুটি রঙিন পাসপোর্ট সাইজ ছবি সাথে আনার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।
b) সংরক্ষিত মূল্যের নিচে দেওয়া বিড/দর বিবেচনার জন্য গ্রহণ করা হবে না।
c) দর হাঁকা প্রক্রিয়া সম্পন্ন হওয়ার পর, ব্যাংক কেবল যোগ্য ক্ষেত্রগুলিতেই বিক্রয় নিশ্চিত করবে এবং নিলামের তারিখ থেকে ৭ দিনের মধ্যে সফল দরদাতাকে লিখিতভাবে জানানো হবে।
d) ব্যাংক কর্তৃক ঘোষিত সফল দরদাতাকে বিক্রয় নিশ্চিতকরণ চিঠি পাওয়ার **৭ দিনের মধ্যে** বায়ানার অর্থ বাদ দিয়ে অবশিষ্টাংশ পুরো নিলাম মূল্য **ডিমান্ড ড্রাফটের মাধ্যমে** ব্যাংকে জমা দিতে হবে। **যেকোনো সংবিধিবদ্ধ পাওনা যেমন রোড ট্যাক্স, বীমা, আরটিও-র মাধ্যমে মালিকানা পরিবর্তন, পার্কিং চার্জ ইত্যাদি ক্রেতাকে বহন করতে হবে।**
e) কোনো কারণ দর্শানো ছাড়াই যেকোনো বা সমস্ত দর গ্রহণ বা প্রত্যাখ্যান করার অথবা নিলাম স্থগিত/পিছিয়ে দেওয়ার অধিকার ব্যাংকের সংরক্ষিত রয়েছে।
f) গাড়ির রেজিস্ট্রেশন করানোর দায়িত্ব সম্পূর্ণরূপে দরদাতার। দর হাঁকার সম্পূর্ণ অর্থ মেটানোর পর শাখা গাড়ি এবং সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র হস্তান্তর করবে। দরদাতার নামে গাড়ির চূড়ান্ত রেজিস্ট্রেশনের জন্য **"এসবিআই ইন্দা শাখা"** বা কোনো আধিকারিক **কোনোভাবেই দায়ী থাকবেন না।**

তারিখ: ৩১.০৭.২০২৬ — অনুমোদিত আধিকারিক
স্থান: ইন্দা, পশ্চিম মেদিনীপুর — এসবিআই ইন্দা শাখা



**BCL — বার্নপুর সিমেন্ট লিমিটেড**
রেজিস্টার্ড অফিস: ৭/১ আনন্দীলাল পোদ্দার সরণি (রাসেল স্ট্রিট), ৫ম ফ্লোর, ফ্ল্যাট নং : ৫বি, কাঞ্চনা বিল্ডিং, কলকাতা-৭০০০৭১।
ফোন : ০৩৩-৪০০৩ ০২১২, ই-মেল: cs@burnpurcement.com,
ওয়েবসাইট: www.burnpurcement.com, CIN No.: L27104WB1986PLC040831

**৩০ জুন, ২০২৬ তারিখে সমাপ্ত তিন মাসের অনিরীক্ষিত স্ট্যান্ডঅ্যালোন আর্থিক ফলাফলের নির্যাস**

(লক্ষ টাকায়)

| বিবরণ | ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩১.০৬.২০২৬ (অনিরীক্ষিত) | ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩১.০৬.২০২৫ (অনিরীক্ষিত) | বর্ষ সমাপ্ত ৩১.০৩.২০২৬ (নিরীক্ষিত) |
|---|---|---|---|
| কার্যাদি থেকে মোট আয় (নিট) | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ |
| সময়কালের জন্য নিট লাভ/(ক্ষতি) (কর, ব্যতিক্রমী এবং/বা বিশেষ দফা পূর্ব) | (২,১৫৬.৬১) | (১,৮৯৬.২৬) | (৭,৯২৩.৮৬) |
| করপূর্ব সময়কালের জন্য নিট লাভ/(ক্ষতি) (ব্যতিক্রমী এবং/বা বিশেষ দফা পরবর্তী) | (২,১৫৬.৬১) | (১,৮৯৬.২৬) | (৭,৯২৩.৮৬) |
| কর পরবর্তী সময়কালের জন্য নিট লাভ/(ক্ষতি) (ব্যতিক্রমী এবং/বা বিশেষ দফা পরবর্তী) | (২,১৫৬.৬১) | (১,৮৯৬.০৪) | (৭,৯২২.৯৮) |
| সময়কাল [সময়কালের (কর পরবর্তী) লাভ/(ক্ষতি) এবং অন্যান্য ব্যাপক আয় (কর পরবর্তী)-এর অন্তর্গত]-এর জন্য মোট ব্যাপক আয় | (২,১৫৬.৬১) | (১,৮৯৬.০৪) | (৭,৯২১.৬২) |
| ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন (আইএনআর ১০/- টাকা প্রতিটি) | ১৭২২.৪৯ | ১৭২২.৪৯ | ১৭২২.৪৯ |
| মজুত (পুনর্মূল্যায়িত মজুত ব্যতীত) | - | - | (৫৯,৫৪৭.১২) |
| শেয়ার প্রতি আয় (১০/- টাকা প্রতিটি) (চলতি এবং অচলতি কার্যক্রমের জন্য) | | | |
| মৌলিক : | (১২.৫২) | (১১.০১) | (৪৫.৯৯) |
| মিশ্রিত : | (১২.৫২) | (১১.০১) | (৪৫.৯৯) |

**দ্রষ্টব্য**
উপরিউক্ত আর্থিক ফলাফলটি সেবি (লিস্টিং অ্যান্ড আদার ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশন, ২০১৫ -এর রেগুলেশন ৩৩ অধীনে স্টক এক্সচেঞ্জে ফাইল করা ৩০ জুন, ২০২৬ -এ সমাপ্ত ত্রৈমাসিক আর্থিক ফলাফলের বিশদ ফর্ম্যাটের সারাংশ যা অডিট কমিটি দ্বারা পুনরীক্ষিত এবং পরিচালন পর্ষদের ৩০ জুলাই, ২০২৬ তারিখের সভায় অনুমোদিত। স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইটসমূহ বিএসই **(www.bseindia.com)** এবং এনএসই **(www.nseindia.com)** -তে ৩০ জুন, ২০২৬ -এ সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং বার্ষিক আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ ফর্ম্যাট পাওয়া যাবে। কোম্পানির ওয়েবসাইট **(www.burnpurcement.com)** -তেও একই ফলাফল পাওয়া যাবে।

স্থান: কলকাতা
তারিখ: ৩০ জুলাই, ২০২৬
স্বা/- **পবন পারিক** হোলটাইম ডিরেক্টর DIN: 07125401



**বৈঙ্ক আঁফ ইংডিয়া Bank of India BOI — Relationship beyond Banking**
**ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া**
**হাওড়া জোনাল অফিস, রিকভারি ডিপার্টমেন্ট, ৫, বিটিএম সরণি, ৪র্থ ফ্লোর, কলকাতা-৭০০০০১, ফোন- ০৩৩২২৬২৩৫২৮/৩৫৩৩**
**পরিশিষ্ট IV, রুল [৮(১)] দখল বিজ্ঞপ্তি (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)**

যেহেতু, নিম্নস্বাক্ষরকারী ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া-এর অনুমোদিত অফিসার স্বরূপ সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৩ এর সঙ্গে পঠিত সেকশন ১৩(১২) এর অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করে একটি দাবি বিজ্ঞপ্তি জারি করে ঋণগ্রহীতাকে উক্ত বিজ্ঞপ্তি গ্রহণের তারিখ থেকে ৬০ দিনের ভিতর নোটিশে উল্লেখিত বকেয়া পরিশোধ করতে বলেন।
ঋণগ্রহীতা টাকার অঙ্ক ফেরত দিতে ব্যর্থ হওয়ায়, এতদ্বারা ঋণগ্রহীতা এবং সাধারণভাবে জনগণকে বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা হচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী এখানে নীচে বর্ণিত সম্পত্তির দখল নিয়েছেন সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট এনফোর্সমেন্ট রুলস, ২০০২-এর রুল ৮ এর সঙ্গে পঠিত সেকশন ১৩ এর সাব-সেকশন (৪) অধীনে তাঁর উপর অর্পিত ক্ষমতাবলে নীচে উল্লেখিত তারিখে।
বিশেষভাবে ঋণগ্রহীতা এবং সাধারণভাবে জনগণকে এতদ্দ্বারা সতর্ক করা হচ্ছে যে, তাঁরা যেন এই সম্পত্তি নিয়ে কোনওরকম লেনদেন না করেন এবং এই সম্পত্তি নিয়ে যেকোনও প্রকার লেনদেন ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া-এর নীচে উল্লেখিত পরিমাণ এবং তার উপর সুদের ধার্য সাপেক্ষ হবে।
ঋণগ্রহীতার দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে অ্যাক্টের সেকশন ১৩-র সাব-সেকশন (৮) -এর বন্দোবস্তে, সুরক্ষিত পরিসম্পতের দায়মুক্ত হওয়ার প্রাপ্তব্য সময়ের ব্যাপারে।
সুরক্ষিত সম্পত্তি, ঋণগ্রহীতা, বিজ্ঞপ্তি এবং বকেয়া ইত্যাদির সংক্ষিপ্ত বিবরণ

| শাখা / অ্যাকাউন্ট / ঋণগ্রহীতা / জামিনদারদের নাম ও ঠিকানা | স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ | সুরক্ষিত ঋণ/ বকেয়া পরিমাণ | দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ এবং প্রতীকী দখলের তারিখ |
|---|---|---|---|
| **শাখা:- ডোমজুড় ঋণগ্রহীতার নাম: জনাব সেখ রকিবুল এবং জনাব সেখ নাসিমুদ্দিন** | আর.এস. দাগ নং ৪১৩, এল.আর. দাগ নং ৪১৩, এল.আর. খতিয়ান নং ৫০২, কানপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে মৌজা ঘুয়েটেঘড়ি, জে.এল. নং ০১, থানা আমতা, জেলা হাওড়া, পিন ৭১২৪০৪, পশ্চিমবঙ্গ-এ অবস্থিত সম্পত্তির সাথে সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল জমি। **ভবনের সীমানা: উত্তরে:** উদয়নারায়ণপুর রোড দ্বারা; **দক্ষিণে:** ফাঁকা জমি দ্বারা; **পূর্বে:** ফাঁকা জমি দ্বারা; **পশ্চিমে:** ফাঁকা জমি দ্বারা। | **২৮,৫৯,৬৯৭.৩৩ টাকা এবং তার উপর সুদ** | **দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ:** ০২.০৫.২০২৬ **প্রতীকী দখলের তারিখ:** ৩০.০৭.২০২৬ |
| **শাখা:- ডোমজুড় ঋণগ্রহীতার নাম: জনাব আলমগীর মোল্লা** | আর.এস. এবং এল.আর. দাগ নং ৪৬৪(পি), ৪৬৫(পি), এল.আর. খতিয়ান নং ৪৪৮, হাল এল.আর. খতিয়ান নং ২৬৯১, জে.এল. নং ৫৬, মৌজা দক্ষিণ সন্তোষপুর, থানা জগতবল্লভপুর, বড়গাছিয়া ২ গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে, জেলা হাওড়া, পিন ৭১১৪০৪, পশ্চিমবঙ্গ-এ অবস্থিত একতলা সম্পত্তির সাথে সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল জমি। **সম্পত্তিটি শ্রী আলমগীর মোল্লার নামে রয়েছে। ভবনের সীমানা: উত্তরে:** পঞ্চায়েত রাস্তা দ্বারা; **দক্ষিণে:** আব্দুল গাফফার মোল্লার বাড়ি দ্বারা; **পূর্বে:** পঞ্চায়েত রাস্তা দ্বারা; **পশ্চিমে:** ১২ ফুট চওড়া মেটাল রাস্তা দ্বারা। | **১৬,০৯,৮০৩.১৩ টাকা এবং তার উপর সুদ** | **দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ:** ১০.০২.২০২৬ **প্রতীকী দখলের তারিখ:** ৩০.০৭.২০২৬ |

স্থান: ডোমজুড়
তারিখ: ৩০-০৭-২০২৬
স্বা/- চিফ ম্যানেজার ও অনুমোদিত অফিসার, ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, হাওড়া জোন



**পঞ্জাব নৈশনল বৈঙ্ক punjab national bank**
সার্কেল অফিস মুর্শিদাবাদ, জেনারেল সার্ভিসেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন ডিভিশন
টেলিফোন এক্সচেঞ্জ বিল্ডিং (৪র্থ তল), ক্যান্টনমেন্ট রোড,
বহরমপুর, পশ্চিমবঙ্গ, পিন ৭৪২১০১, www.pnbindia.in

**লিজে প্রেমিসেসের জন্য প্রস্তাব আহ্বায়ক বিজ্ঞাপন**

পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক **গ্রাম এবং পো : স্বরূপপুর, জেলা : মুর্শিদাবাদ, পিন- ৭৪২১৬৬** ঠিকানায় লিজ/ভাড়ার ভিত্তিতে **(কার্পেট এরিয়া ১২০০ থেকে ১৬০০ বর্গফুট অগ্রাধিকার একতলায়)** শাখা অফিসের জন্য আগ্রহী মালিকগণের কাছ থেকে দুই ডাক ব্যবস্থায় অর্থাৎ টেকনিক্যাল এবং ফিনান্সিয়াল ডাক মাধ্যমে প্রস্তাব আহ্বান করছে।
খাম নং ১ : (টেকনিক্যাল বিড) ঠিকানার বিস্তারিত, সাইট প্ল্যান, নির্মাণ স্পেসিফিকেশন, কার্পেট এরিয়া, পার্কিং স্পেস এবং মালিকানার প্রামাণিকতা, মোবাইল নং ইত্যাদি থাকতে হবে।
খাম নং ২ : (আর্থিক ডাক) প্রতি বর্গফুট এর দর ইত্যাদি উল্লেখ থাকতে হবে।
যথাযথভাবে স্বাক্ষর করা সম্পূর্ণ প্রস্তাব পৃথক সিলকরা খামে 'টেকনিক্যাল বিড' এবং ' ফিনান্সিয়াল বিড' শীর্ষাঙ্কিতভাবে উল্লিখিত ঠিকানায় সার্কেল অফিস মুর্শিদাবাদ, এর নিকট বিজ্ঞপ্তির তারিখ থেকে **৮ দিনের মধ্যে অর্থাৎ ০৭ আগস্ট ২০২৬ তারিখ বিকেল ৫ টার মধ্যে** পাঠাতে হবে। ব্যাঙ্ক কোনও কারণ না দেখিয়েই যেকোনও বা সকল প্রস্তাব গ্রহণ বা বাতিলের অধিকার রাখে। সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে কোনও দালালি/কমিশন দেওয়া হবে না। টেন্ডার ফর্ম আমাদের সার্কেল অফিস/বিও স্বরূপপুর/ পিএনবি ওয়েবসাইট **(https://pnbindia.in)** থেকে উপলব্ধ। ব্যাঙ্ক লিজের খসড়া বয়ান ব্যাঙ্কের ওয়েবসাইট থেকে উপলব্ধ যাতে- আগ্রহী মালিকগণ লিজ দলিলের নিয়ম এবং শর্তাবলি সম্পর্কে অবগত হতে পারেন।

সার্কেল হেড



**ইন্ডিয়ন বৈঙ্ক Indian Bank — ALLAHABAD**
**পরিশিষ্ট ৪ রুল ৮(১) দখল নোটিশ (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)**
**কৃষ্ণনগর আর. এন. টেগোর শাখা**
আর.এন. টেগোর কৃষ্ণনগর রোড, কৃষ্ণনগর, নদিয়া, ডব্লিউ.বি. পিন - ৭১২ ৪২৫

যেহেতু
নিম্নস্বাক্ষরকারী অনুমোদিত অফিসার **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক,** ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা অধীন এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮ এবং ৯ সংস্থান অধীনে **০৬.০৫.২০২৬** তারিখে **(১) ঋণগ্রহীতা এবং বন্ধকদাতা : শ্রী কল্যাণ বিশ্বাস** পিতা শ্রীমন্ত বিশ্বাস **(২) জামিনদাতা : শ্রীমতী সোমা বিশ্বাস,** স্বামী কল্যাণ বিশ্বাস ঠিকানা স্বর্ণখালি, কৃষ্ণগঞ্জ, জেলা - নদিয়া, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭৪১৫০৬ সংশ্লিষ্ট **কৃষ্ণনগর আর. এন. টেগোর রোড শাখা** নোটিশে উল্লিখিত বকেয়া পরিমাণ **১১,৭৩,৫৭২.৪১ টাকা (এগার লাখ তিয়াত্তর হাজার পাঁচশ বাহাত্তর টাকা এবং একচল্লিশ পয়সা) ৩১.০৩.২০২৬ অনুযায়ী** উক্ত নোটিশ পাওয়ার তারিখ ৬০ দিনের মধ্যে আদায়দানের জন্য এক দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন।
ঋণগ্রহীতা বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতা এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে অবগত করা হচ্ছে নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত আইনের ১৩(৪) ধারা এবং উক্ত রুলসের রুল ৮ এবং ৯ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নোক্ত বিস্তারিত মতে সম্পত্তির স্বত্ব দখল করেছেন **৩০ জুলাই ২০২৬ তারিখে।**
ঋণগ্রহীতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণকে সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে তারা যেন কোনওভাবেই সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির লেনদেন না করেন এবং কোনওরূপ লেনদেন **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক** নিকট বকেয়া **১২,১০,৪৫৮.০০ টাকা (বারো লাখ দশ হাজার চারশ আটান্ন টাকা) ২৯.০৭.২০২৬ অনুযায়ী** এবং পরবর্তী সুদ সহ।
"এতদ্বারা জানানো হচ্ছে যে সারফেসি আইনের ১৩(৮) ধারা এবং রুল সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া পরিমাণ আদায়দান সাপেক্ষে জামিনদত্ত সম্পদ উদ্ধার করতে পারেন।"

**স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ**
**সম্পত্তির বিস্তারিত :** সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির পরিমাপ এরিয়া ৮.০০ ডেসিমেল জমি এবং ভবন সহ, আরএস এবং এলআর প্লট নং ৭৯৩, খতিয়ান নং এলআর ৯৮০, বর্তমানে ১৭৭৯, জেএল নং ১৮, মৌজা- চক শ্যামনগর, জয়ঘাটা গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, জমির শ্রেণি -বাড়ি, উল্লেখ্য দান দলিল নং ১-১৯৪৬ তারিখ ২২.০৭.২০১৯, গ্রাম - স্বর্ণখালি দক্ষিণপাড়া, পো -স্বর্ণখালি, থানা : কৃষ্ণগঞ্জ, পিন - ৭৪১৫০৬, জেলা : নদিয়া, **উক্ত সম্পত্তির চৌহদ্দি :** উত্তরে : স্বপন বিশ্বাসের সম্পত্তি। দক্ষিণে : জীবন কৃষ্ণ বিশ্বাসের সম্পত্তি, পূর্বে : পঞ্চায়েত কংক্রিট রোড। পশ্চিমে : সুমিত্রা বিশ্বাসের সম্পত্তি।

তারিখ : ৩০.০৭.২০২৬ — অনুমোদিত অফিসার
স্থান : কৃষ্ণনগর আর.এন. টেগোর রোড — ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক



**ইন্ডিয়ন বৈঙ্ক Indian Bank — ALLAHABAD**
**পরিশিষ্ট - IV [রুল ৮(১)] দখল বিজ্ঞপ্তি (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)**
**জোনাল অফিস : কলকাতা দক্ষিণ**
**১৪, ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস, ৩য় ফ্লোর, কলকাতা - ৭০০ ০০১**

যেহেতু:
সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট ২০০২ এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৮ ও ৯ এর সঙ্গে পঠিত সেকশন ১৩(১২) এর অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগের অধীনে নিম্নস্বাক্ষরকারী **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্কের** অনুমোদিত অফিসার **২৬.০৫.২০২৬ তারিখে একটি ডিমান্ড নোটিশ** জারি করে, **(১) মেসার্স মহারাজা প্যাকেজিং (ঋণ-গ্রহীতা),** গ্রাম - সঞ্জুয়া, পোঃ - বাখরাহাট, থানা - বিষ্ণুপুর, জেলা - দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পিন - ৭৪৩ ৫১৩। **(২) শ্রী ত্রিদীপ মন্ডল (অংশীদার / জামিনদার) (মেসার্স মহারাজা প্যাকেজিং-এর অংশীদার),** গ্রাম - সঞ্জুয়া, পোঃ - বাখরাহাট, থানা - বিষ্ণুপুর, জেলা - দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পিন - ৭৪৩ ৫১৩। **(৩) শ্রীমতি টিনা মন্ডল (অংশীদার / জামিনদার / বন্ধকদাতা) (মেসার্স মহারাজা প্যাকেজিং-এর অংশীদার),** স্বামী- শ্রী ত্রিদীপ মন্ডল, গ্রাম - সঞ্জুয়া, পোঃ - বাখরাহাট, থানা - বিষ্ণুপুর, জেলা - দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পিন - ৭৪৩৫১৩, যাদের আমাদের **বিদ্যানগর শাখার** সাথে লোন অ্যাকাউন্ট আছে, তাদের নোটিশে উল্লিখিত **১,৯০,৫২,১৬৯.০০ টাকা** (এক কোটি নব্বই লক্ষ বাহান্ন হাজার একশো উনসত্তর টাকা) **২৬.০৫.২০২৬** অনুযায়ী এবং তদুপরি পরিশোধের তারিখ পর্যন্ত প্রযোজ্য আরও সুদ, চার্জ এবং খরচ সহ উল্লিখিত নোটিশ প্রাপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে পরিশোধ করার জন্য আহ্বান জানায়।
ঋণগ্রহীতা অর্থ পরিশোধে ব্যর্থ হওয়ায়, এতদ্বারা ঋণগ্রহীতা ও সাধারণভাবে জনসাধারণকে নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে রুল ৮ ও ৯ এর সাথে পঠিত উল্লিখিত আইনের সেকশন ১৩(৪) এর অধীনে উল্লিখিত বিধিগুলির বলে নিম্নস্বাক্ষরকারী তাঁর উপর প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগের মাধ্যমে এখানে নিম্নে বর্ণিত সম্পত্তিগুলি **২৮ জুলাই ২০২৬** তারিখে দখল নিয়েছেন।
বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা এবং সাধারণভাবে জনসাধারণকে এতদ্বারা সতর্ক করা হচ্ছে যে তারা যেন সম্পত্তি নিয়ে লেনদেন না করেন এবং সম্পত্তি নিয়ে যে কোনও লেনদেনে **১,৯০,৫২,১৬৯.০০ টাকা** (এক কোটি নব্বই লক্ষ বাহান্ন হাজার একশো উনসত্তর টাকা) **২৬.০৫.২০২৬** অনুযায়ী এবং তদুপরি সুদ ও অন্যান্য খরচ ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্কের চার্জ সাপেক্ষ হবে।
"আমরা সারফেইসি আইনের সেকশন ১৩(৮) এর বিধান এবং সেখানে প্রণীত বিধিগুলির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যার অধীনে সিকিউরিটিজগুলির উপর আপনার মুক্ত করার অধিকার সম্পর্কিত।"

**স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ**
**বন্ধকী সম্পদ :** গ্রাম - সঞ্জুয়া, বিবিরহাট, বাখরাহাট গ্রাম পঞ্চায়েত, থানা - বিষ্ণুপুর, এডিএ-সআরও - বিষ্ণুপুর, জেলা - ২৪ পরগনা (দক্ষিণ), মৌজা - সঞ্জুয়া, সাবেক (পুরানো) খতিয়ান নং ১১৬ হাল (নতুন) খতিয়ান নং ১১১০ এবং ২৯ দাগ নং ১৭২, জে.এল. নং ৪৩, তৌজি নং ৩৯৭, ২০০৬ সালের বিক্রয় দলিল নং ১০৮১ হিসাবে নিবন্ধিত, **শ্রীমতি টিনা মন্ডল,** স্বামী- ত্রিদীপ মন্ডল-এর নামে থাকা ১০ (দশ) শতক কমবেশি পরিমাপের জমির সাথে তার উপর থাকা নির্মাণের সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল। **সীমানা :** উত্তরে - দাগ নং ৫৩ এর জমি দ্বারা, দক্ষিণে - ৩০ ফুট চওড়া সাধারণ প্যাসেজ, পূর্বে - দাগ নং ১৬ এর জমি দ্বারা, পশ্চিমে - দাগ নং ১৭২ এর অধীনস্থ সম্পত্তি দ্বারা।

তারিখ: ২৮.০৭.২০২৬ — অনুমোদিত অফিসার
স্থান: কলকাতা — ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক



**AXIS FINANCE — অ্যাক্সিস ফাইন্যান্স লিমিটেড**
(CIN U65921MH1995PLC212675)
অ্যাক্সিস হাউস, সি-২, ওয়াদিয়া ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার, পান্ডুরং বুধকার মার্গ, ওরলি, মুম্বাই - ৪০০ ০২৫

**পরিশিষ্ট ৪**
**[রুল ৮(১) দেখুন]**
**বাস্তবিক দখল নোটিশ**
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)
[সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৮(১) সহ পঠিত পরিশিষ্ট ৪ অনুসারে]

যেহেতু,
নিম্নস্বাক্ষরকারী, **অ্যাক্সিস ফাইন্যান্স লিমিটেড (এএফএল)**-এর অনুমোদিত আধিকারিক হিসাবে, সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২-এর অধীনে এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৩-এর সাথে পঠিত সেকশন ১৩(১২) এর অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে, **২১ নভেম্বর, ২০২৩ তারিখে** একটি ডিমান্ড নোটিশ জারি করেছিলেন, যেখানে ঋণগ্রহীতা(গণ) / গ্যারান্টার(গণ) / বন্ধকদাতা(গণ), **১) ভিশন ইন্টেরিয়র্স,** ২২ রূপ চাঁদ রায় স্ট্রিট, গ্রাউন্ড ফ্লোর, মদন মোহন মন্দিরের কাছে, পশ্চিমবঙ্গ - ৭০০০০৭-এ, **২) বিকাশ পোপাট,** ৭৬-এ, বিবি গাঙ্গুলী স্ট্রিট, বউবাজার, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ - ৭০০০১২-এ, **৩) সুনীতি পোপাট,** ৭৬-এ, বিবি গাঙ্গুলী স্ট্রিট, বউবাজার, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ - ৭০০০১২-এ, যাঁরা স্থাবর সম্পত্তি বন্ধক রেখেছেন যা বিশেষভাবে নীচে বর্ণিত হয়েছে, নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণ অর্থ **আইএনআর ১,১৮,০১,১০৭ টাকা** (এক কোটি আঠারো লক্ষ এক হাজার একশো সাত টাকা), যা **০৫.১১.২০২৪** তারিখ অনুযায়ী বকেয়া, এবং তার ওপর চুক্তিবদ্ধ হারে পরবর্তী সুদ সহ, উক্ত নোটিশ প্রাপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে পরিশোধ করার জন্য বলা হয়েছিল।
ঋণগ্রহীতা(গণ) / গ্যারান্টার(গণ) / বন্ধকদাতা(গণ) উক্ত অর্থ পরিশোধ করতে ব্যর্থ হওয়ায়, এতদ্বারা ঋণগ্রহীতা(গণ) / গ্যারান্টার(গণ) / বন্ধকদাতা(গণ) এবং সর্বসাধারণকে নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৮-এর সাথে পঠিত উক্ত আইনের সেকশন ১৩(৪)-এর অধীনে তাঁর উপর প্রদত্ত ক্ষমতাবলে, **২৯ জুলাই ২০২৬** তারিখে নীচে বর্ণিত সম্পত্তির বাস্তবিক দখল নিয়েছেন।
বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা(গণ) / গ্যারান্টার(গণ) / বন্ধকদাতা(গণ) এবং সর্বসাধারণকে এতদ্বারা সতর্ক করা হচ্ছে যে তারা যেন এই সম্পত্তি নিয়ে কোনো লেনদেন না করেন এবং এই সম্পত্তি সংক্রান্ত যে কোনো লেনদেন অ্যাক্সিস ফাইন্যান্স লিমিটেড-এর চার্জের অধীনস্থ হবে, যার পরিমাণ আইএনআর **১,১৯,৯৮,৭৩৫ টাকা** (এক কোটি উনিশ লক্ষ আটানব্বই হাজার সাতশো পঁয়ত্রিশ টাকা), যা **২৯.০৭.২০২৬ তারিখ** অনুযায়ী বকেয়া, এবং সম্পূর্ণ পরিশোধ বা আদায় না হওয়া পর্যন্ত তার ওপর চুক্তিবদ্ধ হারে পরবর্তী সুদ এবং অ্যাক্সিস ফাইন্যান্স লিমিটেড-এর খরচ, চার্জ ইত্যাদিসহ। সুরক্ষিত সম্পদ মুক্ত করার জন্য উপলব্ধ সময়ের বিষয়ে উক্ত আইনের সেকশন ১৩-এর সাব-সেকশন (৮) এবং সাব-সেকশন (১৩)-এর বিধানের প্রতি ঋণগ্রহীতা(গণ) / গ্যারান্টার(গণ) / বন্ধকদাতা(গণ)-এর দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে।

**স্থাবর সম্পত্তির বর্ণনা**
**সম্পত্তির বিশদ**
সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল ৫ কাঠা পরিমাপের জমির প্লটের ওপর নির্মিত ভবনের ৩য় তলায় অবস্থিত বীণা অ্যাপার্টমেন্টের ফ্ল্যাট নং "৩০১", যার পরিমাপ প্রায় ৫০৪ বর্গফুট (সুপার বিল্ট আপ এরিয়া), যা আর.এস. খতিয়ান নং ৭৩৫, জে.এল. নং ১২, তৌজি নং ৮ এর অধীনে আর.এস. দাগ নং ৭২০ এর অংশ নিয়ে গঠিত, সিরিটি মৌজায়, বেহালা থানার অধীনে (বর্তমানে হরিদেবপুর), জেলা দক্ষিণ ২৪ পরগনা, যা বর্তমানে কলকাতা মিউ-নিসিপ্যাল কর্পোরেশনের সীমানার মধ্যে ১১৫ নং ওয়ার্ডের অধীনে মিউনিসিপ্যাল প্রেমিসেস নং ৬৩, চন্দর ভিলেজ রোড নামে পরিচিত এবং সংখ্যাযুক্ত।
**এবং বাড়ি / প্লটের সীমানা:**
পূর্বে: ১২ ফুট চওড়া চন্দর ভিলেজ রোড
পশ্চিমে: শ্রীমতি বীণা সাহার বাড়ি
উত্তরে: শ্রীমতি কৃষ্ণা ঘোষের বাড়ি
দক্ষিণে: শ্রী এ. মজুমদারের বাড়ি

তারিখ: ২৯.০৭.২০২৬ — অনুমোদিত আধিকারিক
স্থান: কলকাতা — অ্যাক্সিস ফাইন্যান্স লিঃ

# অসমে কেন্দ্রীয় দল, শেষ বন্যা পরিস্থিতির সরেজমিন পরিদর্শন

**গুয়াহাটি, ৩০ জুলাই:** উজান অসমের বন্যাকবলিত জেলাগুলির ক্ষয়ক্ষতির মূল্যায়ন শেষ করেছে ছয় সদস্যের 'ইন্টার-মিনিস্টেরিয়াল সেন্ট্রাল টিম' (আন্তঃমন্ত্রক কেন্দ্রীয় দল) সংক্ষেপে আইএমসিটি। দিশপুরে জনতা ভবনে রাজ্যের মুখ্যসচিব ড. রবি কোটার সঙ্গে উচ্চপর্যায়ের বৈঠকের মাধ্যমে প্রতিনিধিরা তাদের সফর শেষ করেছে। বৈঠকে রাজস্ব ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিভাগের অতিরিক্ত মুখ্যসচিব তথা অসম রাজ্য দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের (এএসডিএমএ) মুখ্য কার্যনির্বাহী আধিকারিক এল সুইটি চাংসন সাম্প্রতিক বন্যার কারণ, ক্ষয়ক্ষতির ব্যাপকতা এবং নজিরবিহীন এই দুর্যোগ মোকাবিলায় রাজ্য সরকারের সামনে আসা বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ সম্পর্কে প্রতিনিধিদলকে বিস্তারিত অবহিত করেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিভাগের যুগ্মসচিব এম রামচন্দ্রুডু নেতৃত্বাধীন প্রতিনিধিদল ২৬ জুলাই চড়াইদেও, ২৭ জুলাই শিবসাগর এবং ২৮ জুলাই যোরহাট ও গোলাঘাট জেলা পরিদর্শন করে বন্যার প্রভাব সরেজমিনে খতিয়ে দেখেছেন। পর্যালোচনা বৈঠকে অসম সরকারের বিভিন্ন দপ্তরের ঊর্ধ্বতন আধিকারিকদের পাশাপাশি জাতীয় বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী (এনডিআরএফ), ভারতীয় সেনাবাহিনী, নর্থ-ইস্ট ফ্রন্টিয়ার রেলওয়ে (উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে, সংক্ষেপে এনএফআর), ফুড কর্পোরেশন অব ইন্ডিয়া, দূরসংযোগ বিভাগ নিগম লিমিটেড, দূরসংযোগ বিভাগ এবং সংশ্লিষ্ট চার জেলার প্রশাসনের প্রতিনিধিরা অংশ নেন। তাঁদের মধ্যে কয়েকজন ভার্চুয়াল মাধ্যমে বৈঠকে যোগ দিয়েছেন। রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, চড়াইদেও, শিবসাগর, যোরহাট ও গোলাঘাট জেলায় এবারের বন্যা অতীতের তুলনায় সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির। বিশেষ করে চড়াইদেও ও শিবসাগর ঐতিহাসিকভাবে বন্যাপ্রবণ জেলা নয়। কিন্তু গত ১৯ জুলাই নাগাল্যান্ডে অস্বাভাবিক ভারী বৃষ্টিপাত, বিশেষ করে মোকোকচুং, ওখা এবং মন জেলায় স্বাভাবিকের তুলনায় অনেক বেশি বৃষ্টির পাশাপাশি অসমের চড়াইদেও ও শিবসাগরে স্থানীয়ভাবে অতিবৃষ্টির ফলে নজিরবিহীন এই বন্যা পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। বৈঠকে আবাসন, জীবিকা ও বিভিন্ন পরিকাঠামোর ক্ষয়ক্ষতির বিষয়েও বিস্তারিত পর্যালোচনা করা হয়েছে। রাজ্য সরকার জানিয়েছে, এসডিআরএফ, এনডিআরএফ, অগ্নিনির্বাপক ও জরুরি পরিষেবা কর্মী এবং স্থানীয় স্বেচ্ছাসেবকদের সহায়তায় ব্যাপক উদ্ধার অভিযান চালিয়ে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষদের নিরাপদ স্থানে সরিয়ে আনা হয়েছে সরকারের পক্ষ থেকে আরও জানানো হয়, নির্ধারিত নীতিমালা অনুযায়ী ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলির মধ্যে ত্রাণসামগ্রী বিতরণ করা হচ্ছে। পাশাপাশি শিবসাগর ও চড়াইদেও জেলায় প্রতিবেশী জেলা থেকে চাল, ডাল, সরিষার তেল, লবণ ও মোমবাতি সহ পারিবারিক ত্রাণ কিট পাঠানো হয়েছে।

রাজ্য সরকার জানিয়েছে, ক্ষয়ক্ষতির মূল্যায়নের কাজ এখনও চলছে। বন্যা মরশুম শেষ হওয়ার পর একটি পূর্ণাঙ্গ ক্ষয়ক্ষতির স্মারকলিপি কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে জমা দেওয়া হবে। একই সঙ্গে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত জেলাগুলির মানুষের জন্য আরও কার্যকর সহায়তা নিশ্চিত করতে এসডিআরএফের আর্থিক সহায়তার মানদণ্ডে কিছু শিথিলতা আনার আবেদনও জানানো হয়েছে।

প্রতিনিধিদল আশ্বাস দিয়েছে, সরেজমিন পরিদর্শনে প্রাপ্ত তথ্য ও পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে একটি বিস্তারিত রিপোর্ট কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে জমা দেওয়া হবে, যাতে পরবর্তী প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা যায় উল্লেখ্য, এম রামচন্দ্রুডু ছাড়াও প্রতিনিধিদলে কেন্দ্রীয় জল কমিশন, অর্থ মন্ত্রক, গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রক, সড়ক পরিবহণ ও জাতীয় সড়ক মন্ত্রক এবং ন্যাশনাল রিমোট সেন্সিং সেন্টার-এর প্রতিনিধিরা ছিলেন। বৈঠকে এছাড়া উপস্থিত ছিলেন অসম সরকারের প্রাণিসম্পদ ও পশুচিকিৎসা, শিল্প এবং পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দপ্তরের শীর্ষ আধিকারিকরা।

# বস্তারের মাঝি-চালকিদের বিশেষ ভোজ, নিজে হাতে খাবার পরিবেশন রাষ্ট্রপতির

**নয়াদিল্লি, ৩০ জুলাই:** বৃহস্পতিবার রাষ্ট্রপতি ভবনে ছত্তিশগড়ের বস্তার অঞ্চল থেকে আগত ২০১ সদস্যের এক জনজাতি প্রতিনিধিদলকে স্বাগত জানালেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু। 'বস্তার পণ্ডুম-২০২৬'-এর বিজয়ী প্রতিযোগী, মাঝি-চালকি এবং অন্যান্য জনজাতি প্রতিনিধিদের সম্মানে এক বিশেষ ভোজের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে রাষ্ট্রপতি নিজে হাতে অতিথিদের খাবার পরিবেশন করেন এবং ভবিষ্যতে 'বস্তার দশেরা' ও 'বস্তার পণ্ডুম'-এ যোগ দেওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেন।

মুখ্যমন্ত্রী বিষ্ণুদেব সাইয়ের নেতৃত্বে রাষ্ট্রপতি ভবনে পৌঁছানো এই প্রতিনিধিদলে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের উপ-মুখ্যমন্ত্রী তথা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বিজয় শর্মা, সংস্কৃতি ও পর্যটন মন্ত্রী রাজেশ আগরওয়াল, বস্তার পণ্ডুমের বিজয়ী প্রতিযোগী, পরগনা মাঝি, মাঝি, চালকি, পদ্মশ্রী সম্মানপ্রাপ্ত বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ, জনপ্রতিনিধি এবং ঊর্ধ্বতন আধিকারিকরা। প্রতিনিধিদলের সঙ্গে আন্তরিক আলাপচারিতায় রাষ্ট্রপতি বস্তারের উজ্জ্বল উপজাতীয় সংস্কৃতি, লোকশিল্প, ঐতিহ্যবাহী সামাজিক ব্যবস্থা এবং বস্তার পণ্ডুম আয়োজনের ভূয়সী প্রশংসা করেন। তিনি বলেন, বস্তার পণ্ডুম হলো ছত্তিশগড়ের সমৃদ্ধ জনজাতি ঐতিহ্য ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের এক জীবন্ত উৎসব, যা জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরে বস্তারের অনন্য পরিচয় গড়ে তুলেছে। 'এই ধরনের অনুষ্ঠান তরুণসমাজকে নিজেদের শিকড়ের সাথে যুক্ত করার পাশাপাশি পর্যটন ও স্থানীয় কর্মসংস্থান বৃদ্ধিতে সহায়ক হবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন। রাষ্ট্রপতি মুর্মু আরও বলেন, সরকারি প্রচেষ্টা এবং স্থানীয় মানুষের অংশগ্রহণের ফলে বস্তার আজ শান্তি, উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির পথে এক নতুন পথে এগিয়ে চলেছে। শিক্ষা, রাস্তা, বিদ্যুৎ ও পানীয় জলের মতো মৌলিক পরিকাঠামোর সম্প্রসারণের প্রশংসা করে তিনি বলেন, এটি সমগ্র দেশের জন্যই আনন্দের বিষয়। সমাজ ও প্রশাসনের মধ্যে 'মাঝি' এবং 'চালকি'দের ভূমিকাকে একটি গুরুত্বপূর্ণ সেতু হিসেবে বর্ণনা করেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রী সাইয়ের অনুরোধে রাষ্ট্রপতি ভবিষ্যতে বস্তার দশেরা এবং বস্তার পণ্ডুমে অংশ নেওয়ার আগ্রহ প্রকাশ করে জানান, বস্তার দশেরা তাঁর হৃদয়কে গভীরভাবে স্পর্শ করে। ভগবান জগন্নাথের কাষ্ঠনির্মিত মূর্তি এবং বস্তার দশেরার অনন্য ঐতিহ্যের কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, বস্তারের সাথে তাঁর এক আত্মিক যোগাযোগ রয়েছে। তিনি আবেগঘনভাবে জানান, মাঝি সম্প্রদায় তাঁর পরিবারেরই অংশ এবং তাঁর বাবাও গ্রামের মাঝি ছিলেন এই অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র ও সমবায় মন্ত্রী অমিত শাহ বলেন, তিনি বহুবার রাষ্ট্রপতি ভবনে এসেছেন, কিন্তু এই প্রথমবার বস্তারের ঐতিহ্যবাহী পোশাকে এত বিশাল জনজাতি ও প্রতিনিধিদলকে দেখে তিনি অত্যন্ত আনন্দিত। অনুষ্ঠান চলাকালীন মুখ্যমন্ত্রী সাই রাষ্ট্রপতিকে বস্তারের প্রায় ৩০০ বছরের পুরনো প্রেমকাহিনীর ওপর ভিত্তি করে তৈরি 'ঝিটকু-মিটকি'র একটি অনন্য শিল্পকর্ম উপহার দেন। এর পাশাপাশি প্রতিনিধিদলটি রাষ্ট্রপতি ভবন ঘুরে দেখে এবং দেশের গণতান্ত্রিক ও সাংবিধানিক ঐতিহ্য সম্পর্কে তথ্য লাভ করে।

## আমদাবাদে মৃদু ভূমিকম্পন অনুভূত

**আমদাবাদ, ৩০ জুলাই:** আমদাবাদে বৃহস্পতিবার ভোরে মৃদু ভূমিকম্প অনুভূত হয়েছে। প্রাথমিক ভাবে জানা গিয়েছে, আহমেদাবাদ ও তার আশেপাশের কিছু এলাকায় কয়েক সেকেন্ডের জন্য মৃদু কম্পন অনুভূত হয়। গান্ধিনগরের ইনস্টিটিউট অফ সিসমোলজিক্যাল রিসার্চ সূত্রে জানা গিয়েছে, বৃহস্পতিবার ভোর ৪টা ৩৯ মিনিটে ভূমিকম্প হয়। রিখটার স্কেলে কম্পনের মাত্রা ২.৩ রেকর্ড করা হয়েছে। জানা গিয়েছে, ভূমিকম্পের কেন্দ্রস্থল ছিল আমদাবাদ থেকে প্রায় ২৯ কিলোমিটার দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পশ্চিমে। আর গভীরতা ছিল ভূপৃষ্ঠ থেকে প্রায় ২০ কিলোমিটারই সেই কারণেই মৃদু মাত্রার কম্পন অনুভূত হয়। ভূমিকম্পের তীব্রতা কম হওয়ায় এখনও পর্যন্ত কোনও হতাহতের বা ক্ষয়ক্ষতির খবর পাওয়া যায়নি।

## রাতভর হানা

**পোল্যান্ড, ৩০ জুলাই:** ইউক্রেনে বুধবার রাতভর ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালাল রাশিয়া। এর জেরে উদ্বেগ বাড়ল ইউক্রেনের প্রতিবেশী, নেটোর সদস্যরাষ্ট্র পোল্যান্ডেও। আর তার প্রতিরোধে ব্যবস্থা নিতে পাল্টা দানা বেঁধেছে জল্পনা। রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের নির্দেশেই এই পরিকল্পিত হামলা কি না, তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে পশ্চিম ইউরোপের কয়েকটি দেশ।

ময়দান

# মোহনবাগান দিবসের ঐতিহ্যের ছোঁয়ায় আপ্লুত আলবার্তো-লিস্টনরা

ছবি: অদিতি সাহা

মোহনবাগান দিবসে সেরা ফুটবলার হিসেবে সম্মানিত লিস্টন কোলাসো, সুহেল আহমেদ ভাট এবং আলবার্তো রদ্রিগেজ।

মরশুমের মোহনবাগান রত্ন সম্মানে ভূষিত অঞ্জন মিত্র।

**নিজস্ব প্রতিবেদন:** মোহনবাগান ক্লাবের গর্বের দিবস উদযাপনে বৃহস্পতিবার নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে আবেগের অনুষ্ঠান। দেশের সেরা ক্লাবে পুরস্কৃত হতে পেরে আপ্লুত মোহনবাগানের ফুটবলাররা।

আপ্লুত বাগানের স্প্যানিশ ডিফেন্ডার আলবার্তো রদ্রিগেজ। শিবদাস ভাদুড়ি সম্মানে ভূষিত হয়ে বাগানের স্প্যানিশ জায়ান্ট বললেন, 'ধন্যবাদ সমস্ত সমর্থকদের। খুব খুশি আমি মরশুমের সেরা ফুটবলার হওয়ার সুযোগ পেয়ে। গত মরশুমে আক্ষেপ কাটিয়ে এইবার অনেক ট্রফি জেতার জন্য মুখিয়ে আছি।' এছাড়াও মোহনবাগান দিবসে বছরের সেরা ফুটবলার নির্বাচিত হয়েছেন লিস্টন কোলাসো ও সেরা যুব ফুটবলার হিসেবে সম্মানিত হলেন সুহেল আহমেদ ভাট।

মঞ্চে সম্মানিত হয়ে বাগান কোচ পানাগিওটিস ডিলমপেরিস বললেন, 'সকলকে মোহনবাগান দিবসের শুভেচ্ছা। এই পরিবারের অংশ হতে পেরে খুবই উৎসাহী। কথা দিচ্ছি আমি ও আমার গোটা কোচিং স্টাফ বেশি ট্রফি জয়ের জন্য অনেক পরিশ্রম করবে। জয় মোহনবাগান।'

# আন্তর্জাতিক ক্রিকেটকে বিদায় রাহানের

**নিজস্ব প্রতিবেদন:** অজিঙ্ক রাহানের আন্তর্জাতিক ক্রিকেট অধ্যায়ের শেষ হল এক আবেগঘন মুহূর্তে। দীর্ঘদিন জাতীয় দলের বাইরে থাকার পর অবশেষে সব ধরনের আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে অবসরের ঘোষণা করলেন ভারতের এই অভিজ্ঞ ব্যাটার। ৩৮ বছর বয়সে সোশাল মিডিয়ায় একটি ভিডিও বার্তা প্রকাশ করে তিনি নিজের সিদ্ধান্তের কথা জানান। সেই বার্তায় ছিল কৃতজ্ঞতা, স্মৃতিচারণ এবং ভবিষ্যতের জন্য নতুন পথচলার ইঙ্গিত। বক্তব্যের শেষদিকে আবেগ সামলাতে না পেরে চোখের জলও ফেলেন ভারতের প্রাক্তন টেস্ট সহ-অধিনায়ক। ইনস্টাগ্রামে পোস্ট করা ভিডিওর ক্যাপশনে রাহানে লেখেন, 'টুপি নম্বর ২৭৮ বিদায় জানাচ্ছে। এত বছর ধরে যে ভালোবাসা ও সমর্থন পেয়েছি, তার জন্য সবাইকে ধন্যবাদ। আমি আজীবন কৃতজ্ঞ থাকব।' ভিডিওতে তিনি বলেন, ক্রিকেট তাঁকে শুধু সাফল্য নয়, ব্যর্থতা মেনে নিতেও শিখিয়েছে। ছোটবেলায় ডোম্বিভলির মাঠে ক্রিকেট শেখা থেকে শুরু করে ভারতের জার্সি গায়ে দেশের প্রতিনিধিত্ব করার স্বপ্নপূরণ, সবকিছুর জন্য তিনি নিজেকে ভাগ্যবান মনে করেন। রাহানে জানান, তাঁর কাছে সবসময় দেশের স্বার্থই ছিল সবার আগে। ব্যক্তিগত সাফল্যের চেয়ে দলকে এগিয়ে রাখাই ছিল তাঁর মূল লক্ষ্য। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটকে বিদায় জানালেও ক্রিকেটের সঙ্গে সম্পর্ক শেষ হচ্ছে না বলেও স্পষ্ট করে দেন তিনি। আগামী দিনে নিজের অভিজ্ঞতা তরুণ ক্রিকেটারদের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে চান বলেও জানান। নিজের বক্তব্যে তিনি বিসিসিআই, মুম্বই ক্রিকেট সংস্থা, বিভিন্ন কোচ, সতীর্থ, আইপিএল ফ্র্যাঞ্চাইজি এবং স্ত্রী রাধিকাকে ধন্যবাদ জানান।


## SOUTH BENGAL STATE TRANSPORT CORPORATION
(A Govt. of West Bengal Undertaking)
DR. B. C. ROY AVENUE
P.O.- DURGAPUR – 713201, DIST.– Burdwan

**TENDER NOTICE**

E-bid is invited by SBSTC for selection of Daily Maintenance contractor for maintenance and repair of buses for Berhampur Depot of SBSTC vide e-tender no. SBSTC/E-TND 3rd Call for daily maintenance of buses/DDW/673/SBSTC/2026 dated-29.07.2026. The bid closing day in 14.08.2026 at 12.00 P.M. hrs. For details visit : www.wbtenders.co.in & https://sbstcweb.com

Sd/- Managing Director
South Bengal State Transport Corporation

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন ৯৮৩১৯১৯৭৯১

## BHADRESWAR MUNICIPALITY
G.T. Road, P.O. & P.S. - Bhadreswar, Dist.- Hooghly

E-Tender is invited by the Administrator, Bhadreswar Municipality for:
**Memo No.: BM/PWD/E-NIT/3348 (1ST CALL) Date:- 29/07/2026**
**Tender ID: 2026_MAD_ 1035096_1**
**Important Dates:**
Bid Submission Start Date (Online): **31/07/2026 & 11.00 am**
Bid Submission Closing Date (Online): **07/08/2026 & 05.00 Pm**
Bid Opening Date (Online): **10/08 /2026 & 11.00 am**
Details may be obtained from the Municipal Office Notice Board and the following websites: wbtenders.gov.in and bhadreswarmunicipality.com

Memo No- 216/HD/ICA/ADVT
Date- 30-07-2026

Administrator
Bhadreswar Municipality

**GOVERNMENT OF WEST BENGAL**
**PWD TENDER NOTICE**
Assistant, Hooghly Highway Sub Division, P. W. (Roads) Directorate invites online eNIQ for the work of Advance Supply of readymade Bituminous Potholes patching mix using medium curing Cutback (MC-800) Bitumen etc. under Hooghly Highway Division No.I namely Rose Villa, at Pankhatuli in the dist. of Hooghly. Estimated Amount : 0. e NIQ No. 04 of 2026-27 of AE/HHSD Tender ID : 2026_WBPWD_5017591_1. Bid submission start date (online) : 01/08/2026 from 12.00 p.m. Bid submission closing date (online) : 07/08/2026 upto 5.00 p.m. Corrigendum if any will be published in website only. Details of N.I.T and Tender documents may be downloaded from : http://tenders.wb.gov.in Sd/- AE, HHSD, PWRD, GOVT of WB.
ICA- T13855(1)/2026

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন- মোবাইল ৯৩৩১০৫৯০৬০/ ৯০০৭২৯৯৩৫৩

**GOVERNMENT OF WEST BENGAL**
**CORRIGENDUM**
Name of work : "SITC of Wall Fan at different rooms of Baghajatin S.G. Hospital, South 24 Parganas". Vide Tender ref. no.- WBPWD/AE/SKHESD-I/NIQ-08/26-27 and Tender ID.:2026_WBPWD_5017037_1. All terms and conditions of NIQ and BOQ are remain unchanged except following dates: Last date of submission will be on 10/08/2026 up to 12:00PM. Sd/-Assistant Engineer, P.W.Dte., South Kolkata Health Electrical Sub-Division – I, P.W.Dte.
ICA- T13907(1)/2026

**GOVERNMENT OF WEST BENGAL**
**Tender Notice**
Assistant Engineer, Kolkata South Sub-Division-I, Housing Directorate, Inviting e-Tender for & on behalf of Governor of West Bengal, Ref: e-NIT-03 of 2026-27 of A.E./ KSSD-I, H.Dte. Tender I.D. 2026_HSD_1034992_1. Last Date of submission 14.08.2026 Up to 12.00 P.M.For Details please visit wbtender.gov.in or contract in the Office of The Assistant Engineer in any working day. Sd/- Assistant Engineer, Kolkata South Sub-Division-I, Housing Directorate.
ICA- T13854(1)/2026

**GOVERNMENT OF WEST BENGAL**
**NOTICE INVITING e-TENDER**
e-Tender is invited by AE, EMSD-I, PHED Ref.No. WBPHED/AE/EMSD-I/NIET-05/26-27 and ID: 2026_PHED_1035077 The last date of bid submission (both technical and financial): - 10/08/2026 upto 16.00 Hrs Details will be available in the website:wbtenders.gov.in Sd/-for AE, EMSD-I,PHED.
ICA- T13896(1)/2026

**GOVERNMENT OF WEST BENGAL**
**e-TENDER NOTICE**
e-NIQ No.-WBPWD/AE-NSESD/NIQ 36/2026-27; Tender ID-2026_WBPWD_5017509_1: Name of Work : SITC of New Air Conditioning machine and allied Electrical Installation work at the office of the directorate of Labour Department, WB situated at 2nd floor, A Block of New Secretariat Building, Kolkata-700001. Bid Submission End Date : 12/08/2026 up to 1:00 p.m.; Website:- https://etender.wb.nic.in or https://tenders.wb.gov.in Sd/- Assistant Engineer, P.W.Dte., New Secretariat Electrical Sub-Division, 4th floor, C-Block, New Sectt. Bldg, 1, K.S. Roy Road, Kol-01.
ICA- T13868(1)/2026

**GOVERNMENT OF WEST BENGAL**
**e-NOTICE INVITING TENDER**
eNIQ No. 04/WBPWD/AE/AHESD of 2026-27 of AE, AHESD, PWD. Name of work: Temporary illumination for State-wide observance of "Har Ghar Tiranga" Campaign from 09.08.2026 to 17.08.2026 at West Bengal Legislative Assembly, Main Building, Kolkata under Assembly House Elect. Sub. Divn. Assistant Engineer, Assembly House Elect. Sub. Divn. Invites e-tender vide Tender ID: 2026_WBPWD_5017632_1 from resourceful contactors adequate experience in executing similar nature of work. The last date of online bid submission is 04/08/26 till 04:00 PM. For further details please login http://wbtenders.gov.in Sd/- AE, AHESD/PWD(E), GOVT. of WB.
ICA- T13909(1)/2026

**GOVERNMENT OF WEST BENGAL**
**TENDER NOTICE**
Assistant Engineer, Kolkata South Sub Division-II, Housing Directorate, is Notice Inviting Tender for 01 (one) no.work on and behalf of Governor of West Bengal, Ref: e-NIT-07 of 2026-2027 of A.E./KSSD-II. Bid Submission Start Date on 29.07.2026, after 4:00 pm. & Tender ID: 2026_HSD_1034727_1 for Details please contact to the Office of the A.E/KSSD-II, H.D. at 21, Baburam Ghosh Road, Kolkata 700040, in any working day. Sd/-Asst.Engr.,K.S.S.D-II,H.D.
ICA- T13852(1)/2026

**GOVERNMENT OF WEST BENGAL**
**e-TENDER NOTICE**
e-NIQ No.-WBPWD/AE-NSESD/NIQ 35/2026-27; Tender ID-2026_WBPWD_5017502_1. Name of Work : Arrangement for providing Manpower for Lift Supervision of 10 nos Lift Installed at New Secretariat Building, Kolkata for one year. Bid Submission End Date : 12/08/2026 up to 1:00 p.m.; Website: https://etender.wb.nic.in or https://tenders.wb.gov.in Sd/- Assistant Engineer, P.W.Dte., New Secretariat Electrical Sub-Division, 4th floor, C-Block, New Sectt. Bldg, 1, K.S. Roy Road, Kol-01.
ICA- T13867(1)/2026

**GOVERNMENT OF WEST BENGAL**
**e-TENDER NOTICE**
Online bids are invited by the undersigned for the following work as details given below : NIQ No. **WBPWD/AE-HCESD/NIQ-32/2026-27;** Tender ID : **2026_WBPWD_5017619_1.** Name of Work : **Annual Comprehensive Maintenance, Operation and servicing of 4.0 Tr. Air- Cooled ductable split type Air Conditioning units installed at basement & Commercial Registrar Office of Centenary Building incl. 2/2.2/1.5/1.0 Tr split type Air-conditioning units installed at Sesqui-Centenary Building, High Court, Kolkata. (For One year).** Bid Submission End Date : 10/08/2026 up to 14:00 hrs.; Website : https://etender.wb.nic.in or https://tenders.wb.gov.in Sd/- Assistant Engineer, P.W.Dte., High Court Elecl Sub- Divn.
ICA- T13894(1)/2026

**GOVERNMENT OF WEST BENGAL**
**TENDER NOTICE**
Assistant Engineer, Kolkata South Sub Division-II, Housing Directorate, is Notice Inviting Tender for 02 (two) no.works on and behalf of Governor of West Bengal, Ref: e-NIA-01 of 2026-2027 of A.E./KSSD-II.Bid Submission Start Date on 29.07.2026, after 2:00 pm. & Tender ID: 2026_HSD_1034759_1_2 for Details please contact to the Office of the A.E/KSSD-II, H.D. at 21, Baburam Ghosh Road, Kolkata 700040, in any working day. Sd/-Asst.Engr.,K.S.S.D-II,H.D.
ICA- T13853(1)/2026

**GOVERNMENT OF WEST BENGAL**
**e-TENDER NOTICE**
e-NIQ No.-WBPWD/AE-NSESD/NIQ 37/2026-27; Tender ID-2026_WBPWD_5017528_1: Name of Work : Arrangement for providing AC Technician in respect of day to day proper operation/functioning of 8.5 & 11.0 Tr. Air-Cooled ductable split Air-Conditioning unit installed at 1st floor, 2nd floor and 3rd floor of the Court Block at City Civil Court, Calcutta. Bid Submission End Date : 12/08/2026 up to 1:00 p.m.; Website:- https://etender.wb.nic.in or https://tenders.wb.gov.in Sd/- Assistant Engineer, P.W. Dte., New Secretariat Electrical Sub-Division, 4th floor, C-Block, New Sectt. Bldg, 1, K.S. Roy Road, Kol-01.
ICA- T13869(1)/2026

## পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং ঃ ২২২-এস/১/ডব্লু-II, তারিখ ২৯.০৭.২০২৬। ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, শিয়ালদহ, ডিআরএম বিল্ডিং, কাইজার স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৪ নিম্নলিখিত কাজের জন্য অনলাইনে ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন। **টেন্ডার নং : টিএন-১৪১-২৬-২৭। কাজের নাম :** অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার/ বালিগঞ্জের অধীনে শিয়ালদহ-পার্ক সার্কাস, ব্রেস ব্রিজ ইয়ার্ড, ব্রেস ব্রিজ-সন্তোষপুর এবং অন্যান্য স্থানে জল জমা রোধ করতে রেল লাইনের জল নিষ্কাশন কাজের উন্নয়ন। **টেন্ডার মূল্য:** ১,৬১,১৭,১৪৭.৬৯ টাকা। **ইএমডি:** ৩,২২,৪০০ টাকা। **সম্পূর্ণ করার মেয়াদ:** ১২ মাস। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়:** ২৫.০৮.২০২৬ তারিখ দুপুর ৩টে। **টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময়:** ২৫.০৮.২০২৬ তারিখ দুপুর ৩.৩০ মিনিট। টেন্ডার নথিপত্র এবং অন্যান্য বিস্তারিত বিবরণ **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইট থেকে পাওয়া যাবে। উপরোক্ত ওয়েবসাইটে ই-টেন্ডারিংয়ের মাধ্যমে টেন্ডারের জন্য বিডিং জমা করতে হবে। ম্যানুয়াল অফার সরাসরি বাতিল করা হবে।

(SDAH-156/2025-26)

ওয়েবসাইট : www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এ টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

## PANIHATI MUNICIPALITY
P.O.-Panihati, P.S.-Khardah,
Dist.-North 24 Parganas, Kolkata-700114,
Tel. No.-033 2553-2909, Fax-033 25531487

**Tender Notice No.: PM/PWD/2026-27/001**
**Tender ID.: 2026_MAD_1034984_1 to 2026_MAD_1034984_58**

Bid Submission Start Date- **31.07.2026 10:00 AM.** Bid Submission End Date- **14.07.2026 06:00 PM.** Sealed Tenders prescribed forms are hereby invited by the Executive Officer, Panihati Municipality from the bonafide contractors/firms/ agencies having experience in any civil work. Repairing & Renovation, Construction of Road, Drain, different types of works for different wards no.-01, to, 35 under Panihati Municipality. For details please see the website **www.panihatimunicipality.in** & **https://wbtender.gov.in**

Sd/- **Executive Officer**
**Panihati Municipality**

## হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন
৪, মহাত্মা গান্ধি রোড, হাওড়া - ৭১১১০১
ফোন ০৩৩ ২৬৩৮ ৩২১১/১২/১৩ ফ্যাক্স ০৩৩ ২৬৪১ ০৮৩০ www.hmcgov.in
মোটর ডিপার্টমেন্ট

NIT NO:WB-HMC/NIT/ED/01/MV/26-27 তারিখ : ২৩.০৭.২০২৬

ই-টেন্ডার নোটিশ

এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার, হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন নিম্নোক্ত কাজের জন্য : বিভাগীয় নিজস্ব অ্যাম্বুলেন্স, মৃত পশুবাহী যান, ট্র্যাকটর, ওয়াটার ট্যাঙ্ক ইত্যাদি হাওড়া পৌর নিগমের মোটর ভেহিকেল বিভাগ এর ০১ (এক) বছরের জন্য (কমিশনার কর্তৃক ০২.০৩.২০২৩ তারিখে অনুমোদিত ভিত্তি মূল্য জিএসটি সহ অনুযায়ী) মেরামতি এবং রক্ষণাবেক্ষণ।
টেন্ডার দাখিলের শেষ তারিখ (অনলাইন) : ১৪.০৮.২০২৬ বিকেল ৫ টা পর্যন্ত। বিস্তারিত তথ্য জানতে আমাদের ওয়েবসাইট দেখুন এবং টেন্ডার দাখিলের জন্য দেখুন www.wbtenders.gov.in।
৪২(৩)/২৬-২৭
৩০.৭.২৬

এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার
হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন

## Durgapur Municipal Corporation
City Centre, Durgapur - 713216, Dist.- Paschim Bardhaman

**Notice Inviting e-Tender**

**1) Name of the Work :** Alternative Source of drinking water by Installation of Submersible Pump through Rig Boring System at Panchpara near Bauri Para Subhapur, Ward No.-02 under DMC
**e-Tender No. : WBDMC/WS/COMM/NIT-206/25-26 (3rd call)**
**Tender ID : 2026_MAD_5017631_1 • Est. Amt.: Rs. 10,89,707.00**

**2) Name of the Work :** Construction of Concrete Road and Miscellaneous work at Netaji Park near Gopalmath More within Ward No.-35 under DMC
**e-Tender No. : WBDMC/COMM/PW/NIT-308/25-26 (2ND Call)**
**Tender ID : 2026_MAD_5017639_1 • Est. Amt: Rs. 41,62,675.00**

**3) Name of the Work :** Yearly maintenance work of Green Gallery, Lawns, Plants at Sahid Bhagat Singh Stadium and front side of the Bhagat Singh Stadium
**e-Tender No. : WBDMC/ASSET/COMM/NIT-28/26-27**
**Tender ID : 2026_MAD_5017645_1 • Est. Amt. : Rs. 19,39,386.00**

**4) Name of the Work :** Repairing of Bituminous Road Street No- 2, 4, 6 & 8 at David Hare, Ward No.- 05 under D.M.C
**e-Tender No. : WBDMC/COMM/PW/NIT-036/26-27**
**Tender ID : 2026_MAD_5017657_1 • Est. Amt. : Rs. 19,90,206.00**

**5) Name of the Work :** Repairing of Bituminous Road Street No- 14, 16, 17, 19 & 20 at Kashiram, Ward No.- 05 under D.M.C.
**e-Tender No. : WBDMC/COMM/PW/NIT-037/26-27**
**Tender ID : 2026_MAD_5017663_1 • Est. Amt: Rs. 34,25,100.00**

**6) Name of the Work :** Rate Quotation of Battery for DMC (MAKE-EXIDE/ AMARON/LUMINUS) one year rate contract
**e-Tender No. : WBDMC/AUTO/EEOI-08/26-27**
**Tender ID : 2026_MAD_5017680_1**

Last Date : **14.08.2026 upto 5.00 PM**
For details : **tenders.wb.gov.in**

Sd/-
Executive Engineer, DMC

**GOVERNMENT OF WEST BENGAL**
**e-TENDER NOTICE**
e-NIQ No.-WBPWD/AE-NSESD/NIQ 39/2026-27; Tender ID-2026_WBPWD_5017561_1: Name of Work : Annual Comprehensive Maintenance of Water Purifier cum Cooler machines equipped with RO+ UV technology installed at Block-B of New Secretariat Building under High Court Calcutta (for one year) Bid Submission End Date : **14/08/2026 up to 1:00 p.m.** Website:- https://etender.wb.nic.in or https://tenders.wb.gov.in Sd/- Assistant Engineer, P.W. Dte., New Secretariat Electrical Sub-Division, 4th floor, C-Block, New Sectt. Bldg, 1, K.S. Roy Road, Kol-01.
ICA- T13870(1)/2026

**GOVERNMENT OF WEST BENGAL**
**PWD TENDER NOTICE**
**Tender ID- 2026_WBPWD_5017572_1**
**NIeQ Reference No. 27/A.E./J.S.D./P.W.D. of 2026-27**
Renovation and Modification of the Main Gate Metallic Sign Board of Regional Institute of Printing Technology Jadavpur. Last Date of Bid Submission 08.08.2026 up to 5.00 p.m. Corrigendum if any will be published in website only. Details may be seen from the departmental Website & in office notice board. Sd/- Assistant Engineer, PWD, Jadavpur Sub-Division
ICA- T13886(1)/2026

**GOVERNMENT OF WEST BENGAL**
**QUOTATION NOTICE**
Quotation Invited by the Executive Engineer, PWD, Barrackpur Division, Govt. of W.B. vide NOTICE INVITING QUOTATION - WBPWD/EE/BKPD/NIeQ-09/2026-27 for the work of Supply of instant all weather polymeric premixed road repairing compound with carriage, loading, unloading in different stackyard under the jurisdiction of Barrackpur Division during the year 2026-2027. **Online Tender Id:** 2026_WBPWD_5017596_1. Bid Submission start date 29.07.2025. Bid Submission closing date 13.08.2026. Tenderer are requested to visit the website **http://etender.wb.nic.in** Sd/- Executive Engineer, PWD, Barrackpur Division.
ICA- T13871(1)/2026

**GOVERNMENT OF WEST BENGAL**
**PWD TENDER NOTICE**
e-tender is invited by the Executive Engineer, P.W.D. Howrah Electrical Division, Onkarmal Jetia Road, Howrah-711103. NIQ No. WBPWD/EE/HED/NIQ-13 (2nd Call) of 2026-2027. Memo. 2330 Dt. 29.07.2026, Tender ID: 2026_WBPWD_5017611_1. Name of Work: Annual Comprehensive Maintenance of entire E.I. Works for a period of one year at the newly constructed office complex of the Directorate of Commercial Taxes, West Bengal at Howrah-711101. ----- AMC of Fire Detection System for the period of 01(One) Year. Last Date of Submission: 11.08.2026. Intending bidder may download the Tender/Quotation documents from the website : www.pwd.wb.in
ICA- T13883(1)/2026

**GOVERNMENT OF WEST BENGAL**
**PWD TENDER NOTICE**
Assistant Engineer, P.W.Dte., Writers' Buildings Electrical Sub Division,. invites e-tender for the work of "SITC of 55 inch LED TV at Minister Chambers located at Main Block, 2nd floor of Writers' Buildings." Vide e-tender no. WBPWD/AE/WBESD/eNIQ-05 of 26-27. Tender id: 2026_WBPWD_5017584_1. Bid submission end date is 12.08.2026 . upto 12.00 P.M. Detail information /download/upload will be available from the website: http://etender.wb.nic.in, http://wbtenders.gov.in & http://pwdwb.in
ICA- T13866(1)/2026

**GOVERNMENT OF WEST BENGAL**
**e-TENDER NOTICE**
A.E., PWD, Kolkata Lok Bhavan Electrical Sub Division invites e-Tender vide N.I.Q. No. WBPWD/AE-KRESD/NIQ-06/2026-27 with Tender ID 2026_WBPWD_5017601_1 for "Temporary Electrical Installation for illumination at hangars/canopies erected at South-West and South-East Lawn and associated compound of Lok Bhavan Kolkata in connection with celebration of Independence Day 2026." Last date of bid submission is 10.08.2026 upto 5:00 p.m. Other details may be seen at Website: **http://www.tenders.wb.gov.in** Sd/- Assistant Engineer, PWD, Kolkata Lok Bhavan Electrical Sub-Division.
ICA- T13875(1)/2026

**GOVERNMENT OF WEST BENGAL**
**E-TENDER NOTICE**
e-Tender is invited by the undersigned for the work "Maintenance of electrical works at Shilpa Sadan - AMC of DG Sets ." e-TenderNo: WBPWD/AE/33/ PR/ T/ KCESD/I of 2026-27 and Tender ID 2026_WBPWD_5017583_1. Documents Submission end date 12.08.2026 up to 02.00P.M. Website: http://www.pwdwb.in for details contact at the office of the undersigned. Corrigendum if any will be published only the said website. Sd/-Assistant Engineer, PWD Kolkata Central Electrical Sub Division - I.
ICA- T13856(1)/2026

**GOVERNMENT OF WEST BENGAL**
**PWD TENDER NOTICE**
Assistant Engineer, P.W.D, Barasat Electrical Sub-Division invite online e-Tender for the work of :- "Electrical installation work including SITC of AC machine at proposed VIP control room within the premises of DTC, Barasat in North 24 Parganas district." NIT No: 32/T of 26-27 of AE/BESD. Tender id: 2026_WBPWD_5017574_1. Bid Submission Start date (Online): 29.07.2026. Bid Submission Closing date (Online): 10.08.2026. Corrigendum if any will be published website only. Details of NIT & tender documents may be downloaded from http://wbtenders.gov.in Sd/- P Nandi. ASSISTANT ENGINEER, P.W.D BARASAT ELECTRICAL SUB-DIVISION.
ICA- T13865(1)/2026

**GOVERNMENT OF WEST BENGAL**
**PWD CORRIGENDUM**
Senior Superintending Engineer, P.W.D, Southern Electrical Circle invites online e-Tender for the work :- Construction of New Building (G+4) with foundation of (G+8) in the Court Premises of Bongaon in the District of North-24-Parganas ---- External EI Work (Sub-Station & Compound Light). NIT No: WBPWD/SESEC/eNIT-03/26-27. Tender Id: 2026_WBPWD_5016607_1. Bid Submission Closing date (Online): 05/08/2026. Instated of Bid Submission Closing date (Online): 28/07/2026. Details of NIT & tender documents may be downloaded from http://tenders.wb.gov.in Sd/-Senior Superintending Engineer, P.W.D Southern Electrical Circle.
ICA- T13860(1)/2026

**GOVERNMENT OF WEST BENGAL**
**CORRIGENDUM FOR e-TENDER**
Due to participation of insufficient no. of bidder, the last date of Submission of Bid of this office e-Tender against Ref. no. WBPWD/AE-HCESD/NIQ-18/2026-27, Tender ID : 2026_WBPWD_ 5017002_1 is hereby further extended up to 05/08/2026 upto 4:30 P.M. Website: https://etender.wb.nic.in or https://tenders.wb.gov.in Sd/- Assistant Engineer, P.W. Dte., High Court Elecl Sub-Divn., SC Building, Calcutta High Court.
ICA- T13876(1)/2026

**GOVERNMENT OF WEST BENGAL**
**KMDA TENDER NOTICE**
**e-NIT No. 08/EE/KCMD/W&S/KMDA of 2026-2027**
Online Tender is invited by The Executive Engineer, K.C.M.D, W&S Sector, KMDA, Baghajatin STP Complex, Kolkata-700094, from reliable, resourceful, bonafide and experienced firms / companies / individual contractors, for the work, **Name of Work, Estimated Amount, Earnest Money, Time of Completion,** Supply and Dosing of high strength granular calcium Hypochlorite through mechanical stirring system for making solution of water and liquid calcium hypochloride directly charged on line injection by mechanical regulated dosing pumps during supply hours to achieve the chlorine dosing point upto 0.60 ppm throughout the supply from 11365 cum UGR at Health playground at ward no 02 under South Dum Dum Municipality for 60 days., Rs.2,95,789/-, Rs.5,916/-, 60 days, **End date & time of Online Bid submission:** 10.08.2026 at 15:00 hrs., for details contact the above office or visit both websites. **(KMDA-329)**
**www.kmda.wb.gov.in**
**www.wbtenders.gov.in**
ICA- T13785(1)/2026

**GOVERNMENT OF WEST BENGAL**
**PWD TENDER NOTICE**
EE, P.W.D. Asansol Division invites online e-Quotation for The Work of ''Erection of Temporary infrastructure (Civil Works) in connection with the celebration of the Independence Day' 2026 at campus of the office of the District Magistrate, Paschim Bardhaman under Asansol Division, PWD'' .Tender Id: 2026_WBPWD_ 5017578_1.eNIQ No.: 05 of 2026-2027 of EE(ASN)PWD. Bid submission start date (online): 31.07.2026 at 11.00 Hrs. IST. Bid submission closing date (online): 08.08.2026 at 11.00Hrs. IST Corrigendum and addendum if any will be Published in website only. Details of NIQ and Tender documents may be downloaded from: https://tenders.wb.gov.in
ICA- T13864(1)/2026

**GOVERNMENT OF WEST BENGAL**
**PWD TENDER NOTICE**
A.E.(LR)/SSKM(H.)ESD, PWDte. invites tender for the work of "Finishing work of 4th floor & Vertical Extension of 5th to 8th floor with new stair & Lift Block of Regional Institute of Neonatology Building with provision of 9 (Nine) storied foundation within the campus of IPGME&R-SSKM Hospital, Kolkata (Electrical Work) -- Air conditioning repairing work at 3rd floor to 8th floor incl Plant room & cooling tower installed at Neonatology building." against Tender Ref. No. WBPWD/ SSKM(H)ESD/ NIQ-20 of 2026-27, vide Tender ID No. 2026_WBPWD_5017603_1. Last date of Submission upto 02:00 P.M. on 10.08.2026. Sd/- U. Biswas, Assistant Engineer (LR), PWDte., SSKM(H.) Electrical Sub-Division
ICA- T13878(1)/2026


Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404**, Phone: 033-4001 9663 email- dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে কৃষ্ণানন্দ সিং কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত। **RNI No. WBBEN/2006/17404,** ফোন: ০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল: dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক:** সন্তোষ কুমার সিং

একদিন বায়োস্কোপ

শুক্রবার • ৩১ জুলাই ২০২৬ • পেজ ৮

# অতিমানবীয় ক্ষমতাসম্পন্ন মানুষের গল্প নিয়ে বড় পর্দায় হাজির 'কাতুকুতু বুড়ো'

**শাশ্বত চট্টোপাধ্যায়**

এস ভি এফ এর ব্যানারে শ্রীকান্ত মোহতা এবং মহেন্দ্র সোনির উপস্থাপনায় বাংলা ছবিতে একটি নতুন ঘরানার ছবি 'কাতুকুতু বুড়ো' মুক্তি পেয়েছে গত ২৪ শে জুলাই মহানায়ক উত্তম কুমারের প্রয়াণ দিবসে। এই ছবির গল্পের লেখক, চিত্রনাট্য, নির্দেশনা এবং অভিনয়ের ক্ষেত্রে মুখ্য চরিত্রে রয়েছেন উজান গঙ্গোপাধ্যায়। খ্যাতনামা পরিচালক এবং অভিনেতা কৌশিক গঙ্গোপাধ্যায় এবং অভিনেত্রী চূর্ণী গঙ্গোপাধ্যায়ের সুযোগ্য পুত্র হিসেবেই বাংলা ছবিতে প্রথম নির্দেশনার ক্ষেত্রে তিনি একটি নতুন ঘরানার ছবি তৈরীর প্রচেষ্টা করলেন। এই কৃতিত্বের জন্য বাংলার সিনে-দর্শকদের পক্ষ থেকে অসংখ্য ভালবাসা এবং অভিনন্দন তার অবশ্যই প্রাপ্য। এই ধরনের নতুন উদ্যোগকে সাপোর্ট দেওয়ার জন্য এসভিএফ এর ও অনেক অভিনন্দন পাওয়া উচিত। বাংলা ছবিতে এই অতিমানবীয় ক্ষমতা সম্পন্ন নায়ক বা সুপারহিরোর কনসেপ্ট প্রায় নেই বললেই চলে। সেক্ষেত্রে নতুন নির্দেশক হিসেবে উজান গঙ্গোপাধ্যায়ের এই উদ্যোগ যথেষ্ট সাধুবাদ যোগ্য বলেই বিবেচিত হবে। প্রবাদপ্রতিম শিশুসাহিত্যিক-ছড়াকার সুকুমার রায় কে শ্রদ্ধা জানিয়ে এই ছবির সূচনা হলেও, উজান গঙ্গোপাধ্যায় এ ছবির গল্পতে উপস্থাপন করেছেন একটি সামাজিক ব্যাধির। এই সমাজের কিছু বিকৃত মনস্ক মানুষের অতৃপ্ত বাসনার শিকার হওয়া লাঞ্ছিত এবং অপমানিত ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা, কোন কোন সময়ে প্রায় সারা জীবন সেই লাঞ্ছনা, অপমান, অত্যাচারের কথা ভুলতে পারেনা। লাঞ্ছনার সেই দাগ সারা জীবন তাদের তাড়া করে ফেরে। অনেক সময়ই তারা তা বলতে চায়, প্রতিবাদ জানাতে চায়, কিন্তু সংসারের মধ্যে থাকা বড়রা অনেক সময়ই তাদের কথার গুরুত্ব দেন না বা দেওয়ার প্রয়োজন মনে করেন না। অনেক সময়েই তাদের মন এই লাঞ্ছনা এবং অত্যাচারের প্রতিবাদে বদলা নিতে চায়, কিন্তু সর্বক্ষেত্রে তা সম্ভব না হলেও এই ছবিতে তা হয়েছে। থ্রিলারধর্মী এই ছবিতে অবশ্যই সমাজের এই বিকৃত মানসিকতার বিরুদ্ধে কিছু বার্তা রয়েছে। 'পৃথিবীকে সুন্দর করতে হলে, মন থেকে ময়লা সাফ করতে হবে'। ছবির গল্পে কেদার নামের যুবকের চরিত্রটিতে অভিনয় করেছেন উজান গঙ্গোপাধ্যায়। ছবির গল্প-চিত্রনাট্য-পরিচালনা সবই উজানের, কাজেই এই ছবিকে উজানময় বললেও অত্যুক্তি হবে না। উজানের সঙ্গীনি পারমিতার চরিত্রে অভিনয় করেছেন নবাগতা রাপূর্ণা ভট্টাচার্য। কেদারের ডাকনাম বুড়ো এবং পারমিতার ডাকনাম বুড়ি। দুজনের মধ্যে রয়েছে একটা মিষ্টি সম্পর্ক। তা সত্ত্বেও এই ছবি প্রেমের ছবি নয়, কারণ তাদের দুজনারই ছোটবেলার অতীতে থেকে গেছে কিছু অন্ধকারময় ঘটনা। অন্ধকার মানে ক্রাইম, তাহলে পুলিশ প্রশাসন তো অবশ্যই থাকবে। এই ছবিতে পুলিশের অফিসার জয়রাজ সিংহের চরিত্রে প্রাণবন্ত অভিনয় করেছেন অনুজয় চট্টোপাধ্যায়। অভিনয়ের ক্ষেত্রে যতটুকু পরিসর তিনি পেয়েছেন, লড়ে গেছেন তার সম্পূর্ণ অভিনয় স্বত্বা দিয়ে। ছবিতে কেদার বড়ুয়া যদি কে-ওয়ান হয়, তাহলে কে-টু কে? তাদের সম্পর্কের সমীকরণই বা কি? জানতে গেলে দর্শকদের অবশ্যই ছবিটি বড় পর্দায় দেখতে হবে। রবিন গোমস এর চরিত্রে দুর্দান্ত অভিনয় করেছেন লামা হালদার। মনোরোগ বিশেষজ্ঞ ডক্টর দামিনী সরকারের চরিত্রে সফল অভিনয় করেছেন উজানের মা অভিনেত্রী চূর্ণী গাঙ্গুলী। কেদারের জ্যাঠামশাই এর চরিত্রে শংকর চক্রবর্তী, কেদারের প্রতিবেশী দুই ভাই বিপ্লব এবং বিবেক এর চরিত্রে অভিনয় করেছেন যথাক্রমে ভাস্বর চট্টোপাধ্যায় এবং স্বর্গীয় রাহুল অরুনোদয় বন্দ্যোপাধ্যায়। ছবিটি শেষ হয়ে যাওয়ার পরও এই দুজনেরই অভিনয়ের রেশ মনের মধ্যে থেকে যায়। আজ রাহুল অরুণোদয় বন্দ্যোপাধ্যায় আমাদের মধ্যে নেই, কিন্তু তার রেখে যাওয়া কাজ আমাদের মধ্যে তাকে অমর করে রেখেছে। এছাড়াও অভিনয় করেছেন বিশ্বনাথ বসু, বিশ্বজিৎ চক্রবর্তী, ইন্দ্রদীপ দাশগুপ্ত এবং সোহিনী সেনগুপ্ত। চরিত্রগুলি ছোট ছোট হলেও এই ছবিতে বেশ কয়েকটি স্বনামধন্য অভিনেতাদের নেওয়া হয়েছে এবং সেইসব অভিনেতা অভিনেত্রীরা তাদের কাজটিও যথাযথভাবে করেছেন। স্বল্প পরিসরে হলেও বিশ্বনাথ বসুর কমেডি দর্শকদের ভালো লাগবে। কেদারের চরিত্রে উজান গঙ্গোপাধ্যায় নিজেকে উজাড় করে দিয়ে চেষ্টা করেছেন, আগামী দিনের একজন বলিষ্ঠ অভিনেতা হওয়ার দাবি নিয়ে। নাচে, গানে, অ্যাকশনে একদম জমজমাট অভিনয় দিয়ে বুঝিয়ে দিয়েছেন আগামী দিনের কমার্শিয়াল মুভির একজন তারকা হতে চলেছেন তিনি। শুধু তাই নয় ছবির নাটকীয় দৃশ্যগুলিতেও উজান গঙ্গোপাধ্যায়, যথেষ্ট সাবলীল অভিনয় করেছেন। নবাগতা রাপূর্ণা ও তার সাথে যোগ্য সঙ্গত করেছেন বলা যায়। তার অভিনয়েও বেশ পরিপূর্ণতা লক্ষ্য করা গেছে।। এই ছবির অভিনয়ের ক্ষেত্রটিতে প্রত্যেক অভিনেতা এবং অভিনেত্রীর যথাযথ পারফরমেন্স ছবিটি কে একটি অনন্য মাত্রা দান করেছে। সাধারণত অতিমানবীয় ক্ষমতাসম্পন্ন নায়কের ছবির কনসেপ্টে খলনায়কের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ থাকে, কিন্তু এই ছবির ক্ষেত্রে খলনায়কের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেই বা থাকলেও অতটা শক্তিশালী নয়। একটি সুপার হিরো কনসেপ্ট এর ছবির এন্ডিং যে ধরনের হবে বলে দর্শকেরা আশা করে থাকেন, 'কাতুকুতু বুড়ো' ছবিটি হয়তো সেই শর্ত পূরণ করেনি। ছবির বি জি এম বা ব্যাকগ্রাউন্ড স্কোর চলনসই, থ্রিলার বা অ্যাকশনের কিছু দৃশ্যে তা আরও ধারালো হতেই পারতো। এই ছবির ব্যাকগ্রাউন্ড স্কোরের দায়িত্বে আছেন নবারুণ বোস। শুভঙ্কর ভড়ের সিনেমাটোগ্রাফি খুবই ভালো। ছবিটিতে অ্যানিমেশনের সাথে সাথে নতুন কিছু স্টাইলাইজেশনের চেষ্টা করা হয়েছে। এক্সিকিউটিভ ডি ও পি আছেন তূর্যা ঘোষ। 'কাতুকুতু বুড়ো' ছায়াছবির সংগীতের দায়িত্বে আছেন দেবায়ন ব্যানার্জি, উজান গঙ্গোপাধ্যায় এবং ঋ্বা। ছবির গান মোটামুটি ভালই লাগবে। এডিটিং এর কাজও বেশ ভালোই হয়েছে, সমগ্র ছবিটির এডিটিং করেছেন শুভজিত সিংহ। এই ছবির আর্ট ডিরেক্টর হিসেবে কাজ করেছেন বাবলু সিংহ। নতুন ঘরানার এই বাংলা ছবি 'কাতুকুতু বুড়ো' বাংলার সিনে-দর্শকদের পুরোপুরি হতাশ করবে না একথা বলাই যায়।

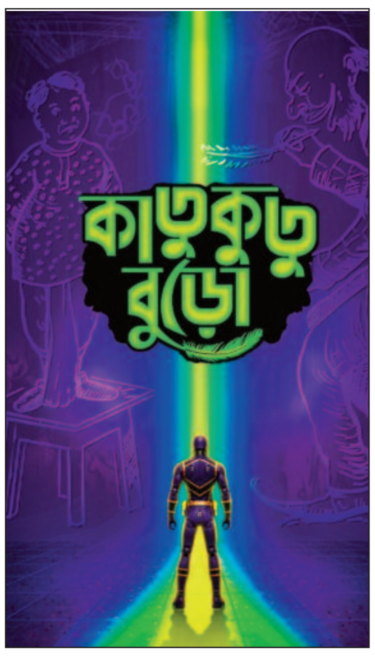

## বাংলা ছবি 'কাতুকুতু বুড়ো'র প্রিমিয়ারের 'ঝলক'

# রহস্যে মোড়া বহু প্রতীক্ষিত করিনা ও পৃথ্বীরাজের দায়রা

**নিজস্ব প্রতিবেদন:** পরিচালক মেঘনা গুলজারের বহু প্রতীক্ষিত ছবি 'দায়রা'-র প্রথম পোস্টার প্রকাশ্যে এল। করিনা কাপুর খান এবং পৃথ্বীরাজ সুকুমারন অভিনীত এই ক্রাইম থ্রিলার আগামী ১৮ সেপ্টেম্বর প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পাবে। পোস্টার প্রকাশের পর থেকেই ছবিটি ঘিরে দর্শকদের কৌতূহল আরও বেড়েছে।

প্রকাশিত পোস্টারে করিনা ও পৃথ্বীরাজকে দেখা গিয়েছে গম্ভীর ও রহস্যময় লুকে। পোস্টারের ট্যাগলাইন; "Two faces. Two sides. One truth.", ইঙ্গিত দিচ্ছে, একই সত্যের খোঁজে দুই ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গির মানুষের গল্পই তুলে ধরবে এই ছবি। অপরাধ, তদন্ত, ন্যায়বিচার এবং নৈতিক দ্বন্দ্বকে কেন্দ্র করেই এগোবে ছবির কাহিনি।

নিজের সামাজিক মাধ্যমে পোস্টারটি শেয়ার করে করিনা লেখেন, "Two faces. Two sides. One truth. #Daayra arrives in cinemas on 18th September." পোস্টার প্রকাশের পর থেকেই অনুরাগীদের মধ্যে শুরু হয়েছে জোর চর্চা। সাম্প্রতিক সময়ে একাধিক থ্রিলারধর্মী ছবিতে প্রশংসিত হওয়ার পর ফের এক জটিল চরিত্রে করিনাকে দেখার অপেক্ষায় রয়েছেন দর্শকরা।

'রাজি', 'তলওয়ার' এবং 'ছপাক'-এর মতো প্রশংসিত ছবি নির্মাণের পর এবার 'দায়রা'-য় ফের তদন্তভিত্তিক গল্প নিয়ে ফিরছেন মেঘনা গুলজার। আবেগঘন গল্পের সঙ্গে রহস্য ও অনুসন্ধানের মিশেলই তাঁর ছবির অন্যতম বৈশিষ্ট্য, আর সেই ধারা বজায় রাখার ইঙ্গিত মিলেছে এই পোস্টারেও।

এই ছবির সবচেয়ে বড় আকর্ষণ, প্রথমবার বড় পর্দায় একসঙ্গে জুটি বাঁধছেন করিনা কাপুর খান এবং পৃথ্বীরাজ সুকুমারন। ছবিতে দু'জনকেই পুলিশ অফিসারের চরিত্রে দেখা যাবে। একটি জটিল মামলার তদন্ত করতে গিয়ে তাঁদের সামনে উঠে আসবে অপরাধ, বিচার এবং প্রতিশোধের সূক্ষ্ম সীমারেখা।

গত মাসেই নির্মাতারা শুটিং সেটের নেপথ্যের একটি ভিডিও প্রকাশ করে ছবির মুক্তির দিন ঘোষণা করেছিলেন। সেই ভিডিওতে ছিল রহস্যময় বার্তা; "Some lines are drawn. Some are crossed. A choice awaits." নতুন পোস্টার সেই রহস্যকে আরও ঘনীভূত করেছে।

দীর্ঘ দুই দশকেরও বেশি সময়ের অভিনয়জীবনে চরিত্রনির্ভর ছবির দিকে ক্রমশ ঝুঁকেছেন করিনা। অন্যদিকে, মালয়ালম, হিন্দি ও প্যান-ইন্ডিয়ান সিনেমায় সমান দক্ষতায় কাজ করে চলেছেন পৃথ্বীরাজ। মেঘনা গুলজারের পরিচালনা, দুই শক্তিশালী অভিনেতার অভিনয় এবং রহস্যে মোড়া কাহিনি;সব মিলিয়ে 'দায়রা' ইতিমধ্যেই বছরের অন্যতম প্রতীক্ষিত ক্রাইম থ্রিলারে পরিণত হয়েছে।

# মেলবোর্নে বিশেষ সম্মানে রেখা

**নিজস্ব প্রতিবেদন:** ভারতীয় চলচ্চিত্রের কিংবদন্তি অভিনেত্রী রেখার মুকুটে যুক্ত হতে চলেছে আরও এক আন্তর্জাতিক সম্মান। ইন্ডিয়ান ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল অব মেলবোর্ন (জ্জচ্চঞ্চ) ২০২৬-এ তাঁকে প্রদান করা হবে মর্যাদাপূর্ণ 'এক্সিলেন্স ইন সিনেমা অ্যাওয়ার্ড'। পাঁচ দশকেরও বেশি সময় ধরে ভারতীয় চলচ্চিত্রে তাঁর অসাধারণ অবদান, অভিনয়শৈলী এবং প্রজন্মের পর প্রজন্মকে অনুপ্রাণিত করার স্বীকৃতিস্বরূপ এই সম্মান তুলে দেওয়া হচ্ছে। উৎসব আয়োজকদের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে,

এবারের আসরে রেখা 'গেস্ট অব অনার' হিসেবেও উপস্থিত থাকবেন। পাশাপাশি, তাঁর অভিনয়জীবনের অন্যতম মাইলফলক 'উমরাও জান'-এর বিশেষ প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়েছে। ১৯৮১ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত এই ছবিটি আজও ভারতীয় সিনেমার ক্লাসিক হিসেবে সমাদৃত। সম্মান প্রাপ্তির অনুভূতি প্রকাশ করে রেখা বলেন, ''উমরাও জান' আমার জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ। ছবিটি শুধু আমার স্মৃতিতেই নয়, অসংখ্য দর্শকের হৃদয়েও আজও সমানভাবে বেঁচে রয়েছে। আন্তর্জাতিক মঞ্চে এই ছবিকে নতুন করে সম্মান জানানো নিঃসন্দেহে গর্বের।'

# 'ঠান্ডায় আমার আঙুল অবশ হয়ে গিয়েছিল', কমনওয়েলথ গেমসে প্রবল সমস্যায় পারুল

দেশে গ্রীষ্মের তীব্র গরমে, প্রায় ৪০ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় বিভিন্ন বাছাই প্রতিযোগিতা খেলে কমনওয়েলথ গেমসে জায়গা করে নিয়েছিলেন ভারতীয় অ্যাথলিটরা। তবে গ্লাসগোয় এসে তাঁদের লড়তে হচ্ছে সম্পূর্ণ ভিন্ন আবহাওয়ার সঙ্গে। টানা বৃষ্টি ও তীব্র ঠান্ডা প্রতিযোগিতাকে করে তুলেছে আরও কঠিন।

এই প্রতিকূল আবহাওয়ার প্রভাব সবচেয়ে বেশি অনুভব করেছেন ভারতের শীর্ষ মহিলা স্টিপলচেজ দৌড়বিদ পারুল চৌধুরী। বুধবার অনুষ্ঠিত মহিলাদের ৩০০০ মিটার স্টিপলচেজ ফাইনালে তিনি পঞ্চম স্থান অর্জন করেন।

দৌড় শেষে পারুল জানান, ঠান্ডা এতটাই তীব্র ছিল যে দৌড়নোর সময় স্পাইক জুতোর ভিতরে তাঁর পায়ের আঙুল প্রায় অবশ হয়ে গিয়েছিল, যার কারণে স্বাভাবিক গতিতে দৌড়ানো সম্ভব হয়নি।

পারুল বলেন, তস্টিপলচেজের জন্য আবহাওয়ার পরিস্থিতি খুবই কঠিন ছিল। প্রচণ্ড ঠান্ডা ছিল। দৌড়নোর সময় আমার পায়ের আঙুল স্পাইকের ভিতরে জমে গিয়েছিল, তাই ঠিকমতো দৌড়তে পারিনি।দ

তিনি আরও জানান, নিজের ব্যক্তিগত সেরা সময় ভাঙার লক্ষ্য নিয়ে নামলেও আবহাওয়ার কারণে তা সম্ভব হয়নি।

পারুল বলেন, তআমি নিজের সেরা টাইমটা উন্নত করতে চেয়েছিলাম। কিন্তু সেই ধরনের পরিস্থিতি ছিল না। এখন আমি এশিয়ান গেমসের জন্য প্রস্তুত।দ

ভারতের অধিকাংশ অ্যাথলিটই দেশের প্রচণ্ড গরমে অনুষ্ঠিত বাছাই পর্ব পেরিয়ে কমনওয়েলথ গেমসে এলেও, গ্লাসগোর ঠান্ডা ও বৃষ্টির সঙ্গে মানিয়ে নিতে বেশ বেগ পেতে হচ্ছে তাঁদের।

# কমনওয়েলথ গেমসে গাভিতের ইতিহাস, প্যারা অ্যাথলেটিক্সে ১০০ মিটারে সোনা-রুপো জয়

গ্লাসগো কমনওয়েলথ গেমসে প্যারা অ্যাথলেটিক্সে নতুন ইতিহাস গড়ল ভারত। পুরুষদের ১০০ মিটার টি৪৭ বিভাগের ফাইনালে একসঙ্গে সোনা এবং রুপো জিতে নজির গড়লেন দিলীপ মাহাদু গাভিত এবং মহম্মদ বাসিল মোরসিংগানাকাথ। গেমস রেকর্ড গড়ে ১০.৭১ সেকেন্ডে সোনা জিতলেন গাভিত। অন্যদিকে মরশুমের সেরা ১০.৮৩ সেকেন্ডে রুপো জিতলেন বাসিল। ইংল্যান্ডের কেভিন স্যান্টোস ১০.৮৫ সেকেন্ডে শেষ করে ব্রোঞ্জ পদক অর্জন করেন। গ্লাসগো কমনওয়েলথ গেমসে এটি ভারতের তৃতীয় সোনা। এর আগে ভারোত্তোলনে মহিলাদের ৪৮ কেজি বিভাগে মীরাবাই চানু এবং প্যারা অ্যাথলেটিক্সে মহিলাদের শটপুট এফ৫৭ বিভাগে শর্মিলা ধাঙ্কর সোনা জিতেছিলেন। এই দুই পদক মিলিয়ে তিনটি সোনা, ন'টি রুপো এবং তিনটি ব্রোঞ্জ জিতল ভারত। পদক তালিকায় অষ্টম স্থানে উঠে এসেছে ভারত।

ঐতিহাসিক জয়ের পর গাভিত জানান, শুরুটা তাঁর প্রত্যাশা মতো হয়নি। তবে ধীরে ধীরে ছন্দ ফিরে পেয়ে তিনি এগিয়ে যান। গাভিত বলেন, 'শুরুটা একটু আস্তে হয়েছিল। তারপর ধীরে ধীরে গতি বাড়াতে পেরেছি। শেষপর্যন্ত জিততে পেরে দারুণ লাগছে'। প্রবল বৃষ্টির মধ্যে ভেজা ট্র্যাকে ফাইনাল অনুষ্ঠিত হওয়ায় প্রতিযোগীদের জন্য পরিস্থিতি ছিল অত্যন্ত কঠিন। এই প্রসঙ্গে গাভিত বলেন, 'আবহাওয়া ভাল ছিল না। সঠিক টাইমিং ধরতে অসুবিধা হচ্ছিল। ঠান্ডায় ঠিক মতো ওয়ার্ম আপ করাও কঠিন ছিল।' তবে এই সাফল্যের পরও কোনও আত্মতুষ্টি নেই ভারতের এই স্প্রিন্টারের মধ্যে। তাঁর লক্ষ্য ২০২৮ সালের লস অ্যাঞ্জেলেস প্যারালিম্পিক্স। গাভিত বলেন, 'এখন চাকরির কথা ভাবছি না। আমার লক্ষ্য আরও পদক জেতা। সেপ্টেম্বর-অক্টোবরে জাপানে হতে চলা প্যারা এশিয়ান গেমস এবং তারপর প্যারালিম্পিক্সে আরও ভাল ফল করার ব্যাপারে আমি আত্মবিশ্বাসী।' টি৪৭ বিভাগটি এমন প্যারা অ্যাথলেটদের জন্য, যাঁদের এক হাতের শক্তি, নড়াচড়া বা সমন্বয়ে প্রতিবন্ধকতা রয়েছে বা একটি হাত নেই।

গাভিতের এই সোনা জয়ের নেপথ্যে রয়েছে সংগ্রামের দীর্ঘ কাহিনি। মহারাষ্ট্রের একটি প্রত্যন্ত গ্রামে জন্ম তাঁর। উপযুক্ত চিকিৎসা পরিষেবার অভাবে ছোটবেলায় হারাতে হয় বাঁ হাত। গ্রামে উন্নত প্রশিক্ষণ পরিকাঠামোর অভাব থাকায় অ্যাথলেটিক্সে বড় হওয়ার স্বপ্নও ছিল অনিশ্চিত। সেই সময়ই তাঁর প্রতিভা নজরে পড়ে কোচ বৈজয়ন্ত কালের। তিনিই গাভিতের বাবা-মাকে রাজি করিয়ে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করেন। কালে বলেন, 'স্কুলে ওকে প্রথম দেখি। তারপর ওর বাবা-মাকে বুঝিয়ে প্রশিক্ষণে নিয়ে আসি। প্যারা প্রতিযোগিতা সম্পর্কে ওর কোনও ধারণাই ছিল না। সাধারণ প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়েও ও দুর্দান্ত পারফর্ম করছিল।' প্যারা অ্যাথলেটিক্সে আসার আগেই সক্ষম অ্যাথলেটদের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে পুনেতে খেলো ইন্ডিয়া ইয়ুথ গেমসে দুটি পদক এবং অনূর্ধ্ব-১৮ স্তরেও একটি পদক জিতেছিলেন গাভিত। কোচ কালের মতে, শুরু থেকেই গাভিতের অসাধারণ প্রতিভা ছিল। তিনি বলেন, 'সক্ষম অ্যাথলেটদের প্রতিযোগিতাতেও ও ভাল ফল করত। কিন্তু গ্রামাঞ্চলে পর্যাপ্ত সুযোগ-সুবিধার অভাব বড় সমস্যা। সময় মতো চিকিৎসা না পাওয়ায় ওর বাঁ হাত কেটে ফেলতে হয়েছিল।' পরবর্তীতে নাসিকে নিয়মিত প্রশিক্ষণ শুরু করার পর গাভিতের জীবনে নতুন মোড় আসে। সেখান থেকেই শুরু হয় আন্তর্জাতিক মঞ্চে সাফল্যের যাত্রা, যার সর্বশেষ অধ্যায় গ্লাসগো কমনওয়েলথ গেমসের ঐতিহাসিক সোনা জয়ে।

## কমনওয়েলথ বক্সিং

# ভারতের ১০ পদক নিশ্চিত

ভারতীয় বক্সিংয়ের গল্প শুধুই পদক জয়ের নয়, এটি লড়াই, ভেঙে পড়া এবং ঘুরে দাঁড়ানোর অনন্য কাহিনি। দীর্ঘদিন অবহেলিত এই ক্রীড়া কমনওয়েলথ গেমসের মঞ্চেই নিজের আসল শক্তি দেখিয়েছে। মাঝখানে প্রশাসনিক সংকটে প্রায় ধ্বংস হয়ে যাওয়া ভারতীয় বক্সিং আজ আবার বিশ্বমঞ্চে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছে। গ্লাসগো কমনওয়েলথ গেমস ২০২৬-এ ভারত ইতিমধ্যেই নিশ্চিত করেছে অন্তত ১০টি পদক, যা দেশের ইতিহাসে সর্বোচ্চ। ২০০২ সালের ম্যানচেস্টার গেমসে মহম্মদ আলি কামার ভারতের হয়ে প্রথম বক্সিং সোনা জিতে নতুন স্বপ্ন দেখিয়েছিলেন। ২০০৬ সালের মেলবোর্নে অখিল কুমারের সোনা এবং বিজেন্দর সিংয়ের উত্থানে ভারত জেতে ৫টি পদক। এরপর ২০১০ সালের দিল্লি গেমসে ঘরের দর্শকদের সামনে সুরঞ্জয় সিং, মনোজ কুমার ও পরমজিৎ সমোটা সোনা জেতেন, বিজেন্দর সিং পান ব্রোঞ্জ। মোট ৭টি পদক নিয়ে ভারত প্রমাণ করে, বিশ্ব বক্সিংয়ে তারা অন্যতম শক্তি। কিন্তু সাফল্যের সেই ধারায় বড় বাধা হয়ে দাঁড়ায় প্রশাসনিক সংকট। ২০১২ সালে নির্বাচনী অনিয়মের অভিযোগে আন্তর্জাতিক বক্সিং সংস্থা ভারতীয় অপেশাদার বক্সিং ফেডারেশনকে সাময়িক বরখাস্ত করে। ২০১৪ সালে ক্রীড়া মন্ত্রকও স্বীকৃতি বাতিল করে দেয়। জাতীয় প্রতিযোগিতা বন্ধ হয়ে যায়, আন্তর্জাতিক সুযোগ কমে আসে, অনেক বক্সারকে নিরপেক্ষ পতাকার নিচে খেলতে হয়। ২০১৪ সালের গ্লাসগো গেমসে দেবেন্দ্র সিং, মনদীপ জাংরা, লাইশরাম সরিতা দেবী ও পিঙ্কি রানির লড়াইয়ে ৫টি পদক এলেও সোনার দেখা মেলেনি। ২০১৬ সালে বক্সিং ফেডারেশন অব ইন্ডিয়া গঠনের পর শুরু হয় নতুন অধ্যায়। ২০১৮ সালের গোল্ড কোস্ট গেমসে মেরি কম, বিকাশ কৃষাণ যাদব এবং গৌরব সোলাঙ্কি সোনা জিতে ভারতকে এনে দেন ৯টি পদক। ২০২২ সালের বার্মিংহামে নিকহাত জারিন, নীতু ঘাংঘাস এবং অমিত পঙ্খাল সোনা জিতে নতুন প্রজন্মের সামর্থ্য তুলে ধরেন। আর ২০২৬ সালের গ্লাসগোয় ভারতীয় বক্সিং পৌঁছে গেল নতুন উচ্চতায়। সচিন সিওয়াচ, জাইসমিন ল্যাম্বোরিয়া, সাক্ষী চৌধুরী, অঙ্কুশ পঙ্খাল এবং অলিম্পিক পদকজয়ী লভলিনা বরগোহাঁই-সহ ২৯ জুলাই প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নামা ৬ ভারতীয় বক্সার সেমিফাইনালে উঠে অন্তত ব্রোঞ্জ নিশ্চিত করেছেন। জেতা এবং নিশ্চিত হওয়া পদক মিলিয়ে ভারতের মোট সংখ্যা এখন ১০। ইতিহাসের সবচেয়ে সফল কমনওয়েলথ অভিযান উপহার দিয়ে ভারতীয় বক্সিং জানিয়ে দিল, তাদের প্রত্যাবর্তন শুধু সম্পূর্ণ নয়, তা সত্যিই নজিরবিহীন।